ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ

সপ্তম - ত্রয়োদশ অধিবেশন

৯ এপ্রিল ২০১৭

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন

উপদেষ্টা
ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি

গবেষণা তত্ত্বাবধান
মো. ওয়াহিদ আলম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা
জুলিয়েট রোজেটি, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
ফাতেমা আফরোজ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
মোরশেদা আক্তার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা সহযোগী
অমিত সরকার, এ্যাসিসট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা
ইফফাত শারমিন (খন্ডকালীন)
ইফফাত আনজুম (খন্ডকালীন)
মোহাম্মদ জিহাদ হোসেন (খন্ডকালীন)

কারিগরি সহযোগিতা
আবু সাঈদ মো. আব্দুল বাতেন, সিনিয়র ম্যানেজার-আইটি; এ এন এম আজাদ রাসেল, ম্যানেজার-আইটি এবং টিআইবি'র অফিস সহকারীরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকজন সম্মানিত সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা সহযোগিতা করেছেন। টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসিসহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র **পৃষ্ঠা নম্বর**

মুখবন্ধ **৫**
টীকা **৬**

অধ্যায় এক: ভূমিকা **৮**
প্রসঙ্গ কথা
গবেষণার পটভূমি
গবেষণার উদ্দেশ্য
তথ্য উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি
গবেষণার সময়

অধ্যায় দুই : দশম জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলী **১০**
দশম সংসদের অধিবেশনের কার্যকাল
স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন
দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়

অধ্যায় তিন : সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট **১২**
সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের সার্বিক উপস্থিতি
সরকারি দলের সদস্যদের উপস্থিতি
বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতি
প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি
মন্ত্রীদের উপস্থিতি
সংসদ বর্জন
ওয়াকআউট
কোরাম সংকট

অধ্যায় চার : আইন প্রণয়ন **১৫**
আইন সংক্রান্ত কাজে ব্যয়িত সময়
সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে পাসকৃত বিল
উল্লেখযোগ্য সরকারি বিল
উল্লেখযোগ্য বেসরকারি বিল
আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ওয়াক আউট
আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে আলোচিত বিতর্ক
আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ
আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা
বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত সময়
বাংলাদেশে বাজেট অনুমোদন প্রক্রিয়া ও এর সীমাবদ্ধতা
বাজেট আলোচনার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় পাঁচ : জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে জাতীয় সংসদ **২০**
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্থাপিত মূল ও সম্পূরক প্রশ্নের সংখ্যা
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময়
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ
জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১ অনুযায়ী আলোচনা)
সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ
সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহারের কারণ
সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী আলোচনা)

সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু
বিধি ৭১ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা
বিধি ৭১ (ক) অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা
অনির্ধারিত আলোচনায় ব্যয়িত সময়
অনির্ধারিত আলোচনার উল্লেখযোগ্য বিষয়
মূলতবি প্রস্তাব
মূলতবি নোটিসের সংখ্যা
মূলতবি নোটিসের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ
জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা
বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কার্মপরিধি ও ক্ষমতা
অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা
দশম সংসদের স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যক্রম
কমিটি গঠন
কমিটির বৈঠক
কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতি
সংসদীয় কমিটির সুপারিশ ও সুপারিশের বাস্তবায়ন
আইন প্রণয়নে কমিটির ভূমিকা
কমিটির প্রতিবেদন
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় ছয় : রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ ও আলোচনা **৩০**
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যাবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় ব্যয়িত সময়
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যাবাদ প্রস্তাবে সংসদ নেতার বক্তব্য
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যাবাদ প্রস্তাবে বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্য
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় সাতঃ সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনাঃ স্পিকারের ভূমিকা ও সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার **৩২**
স্পিকারের ক্ষমতা
সংসদের সভাপতিত্ব
সংসদ সদস্যদের আচরণ ও স্পিকারের ভূমিকা
স্পিকারের রুলিং
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় আট : জেন্ডার প্রেক্ষিতঃ সংসদে নারী সংসদ সদস্যের ভূমিকা **৩৪**
নারী সদস্যদের উপস্থিতি
প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ
আইন প্রণয়নে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ
জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনায় নারী সদস্যের অংশগ্রহণ
অন্যান্য কার্যক্রম
সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্য
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় নয় :উপসংহার ও সুপারিশমালা **৩৭**
সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা
অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ
সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

পরিশিষ্ট **৪০**

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতি-বিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য বহুমুখী গবেষণা এবং জ্ঞানভিত্তিক প্রচারণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা ও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা টিআইবির অন্যতম মূল লক্ষ্য।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম জাতীয় সংসদ। জন প্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন, আইনের সংস্কার ও জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে টিআইবি অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন (২০০১) থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। এই প্রতিবেদনটি 'পার্লামেন্টওয়াচ' ধারাবাহিকের **১৩**তম এবং দশম জাতীয় সংসদের ওপর তৃতীয় প্রতিবেদন।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত আইন প্রণয়নে মোট ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট কিছুটা হ্রাস, সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে পূর্বের অধিবেশনগুলোর তুলনায় বিরোধী দলের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং বিরোধী দল কর্তৃক সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনার মতো কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেলেও আইন প্রতি ব্যয়িত গড় সময়ের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য নয়। অন্যদিকে সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের আচরণে সংশ্লিষ্ট বিধির ব্যত্যয় ছিল। অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সদস্যদের আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হয় নি। আইন প্রণয়ন পর্বে সদস্যদের অংশগ্রহণ কম ছিল। বিরোধী সদস্যদের মতামত ও প্রস্তাব যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় নি। আইন প্রণয়নে জনমত গ্রহণের বিদ্যমান পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগের ঘাটতির ফলে জন অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আলোচিত হত্যাকান্ড, জঙ্গী অপতৎপরতা, আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে বাজেট আলোচনা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা এবং অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে আলোচিত হলেও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্বে উক্ত বিষয়সমূহ আলোচিত হয় নি। আইন প্রণয়ন ও প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম ছিল। তাছাড়া সংসদীয় কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, বিধি অনুযায়ী কমিটি সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা ও বাধ্যবাধকতা না থাকা এবং সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত ও কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি চ্যালেঞ্জসমূহ লক্ষণীয় ছিল।

উপরোক্ত ঘাটতিসমূহ দূর করার উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সংসদকে অধিকতর কার্যকর করতে এই প্রতিবেদনে সন্নিবিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট সকল মহল যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন, টিআইবি এই প্রত্যাশা করছে।

এই গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন জুলিয়েট রোজেটি, ফাতেমা আফরোজ, মোরশেদা আক্তার ও অমিত সরকার। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

টিআইবি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্নভাবে গবেষণা দলকে পরামর্শ দিয়েছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং সংসদ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সংসদীয় শব্দকোষ

স্পিকার: স্পিকার অর্থ সংসদের স্পিকার এবং সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাময়িকভাবে স্পিকারের দায়িত্ব সম্পাদনকারী ডেপুটি স্পিকার বা অন্য কোনো ব্যক্তি।

মন্ত্রী: মন্ত্রী বলতে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে।

সদস্য: সদস্য বলতে জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যকে বুঝানো হয়েছে।

বেসরকারি সদস্য: বেসরকারি সদস্য অর্থ সংসদের ঐ সকল সদস্য যারা মন্ত্রী নন।

কার্যপ্রণালী-বিধি: কার্যপ্রণালী-বিধি বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি বোঝানো হয়েছে।

অধিবেশন: অধিবেশন অর্থ সংসদ আহ্বান করার প্রথম দিন হতে একটি নির্ধারিত দিন পর্যন্ত বৈঠকের সময়সীমা যা কার্য উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়।

বৈঠক: বৈঠক অর্থ সংসদ বা সংসদের কোনো কমিটির বা উপ-কমিটির আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত দিনের কার্যকাল।

ফ্লোর আদান-প্রদান: বলতে একজন সদস্যকে মাইকে কথা বলতে দেওয়ার পর আরেক জনকে দেওয়া বোঝানো হয়েছে।

বুলেটিন: বুলেটিন অর্থ সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন বোঝানো হয়েছে।

এক্সপাঞ্জ: এক্সপাঞ্জ বলতে সংসদের কার্যবিবরণী থেকে বাতিল করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন: কার্যপ্রণালী বিধি ৮ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে যেকোনো সংসদ সদস্যের লিখিত নোটিসের প্রেক্ষিতে অন্য একজন সদস্যের সমর্থনের মাধ্যমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য প্রতি অধিবেশনে পাঁচ সদস্যের সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন করা হয়।

বিলের প্রকারভেদ ও পাসের প্রক্রিয়া: আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত প্রস্তাবকে 'বিল' বলে। উত্থাপনের দিক দিয়ে বিলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) সরকারি বিল - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দ্বারা উত্থাপিত বিল ও (২) বেসরকারি বিল - মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য দ্বারা উত্থাপিত বিল। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপনের পর কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট কমিটিতে পাঠানো হয়, আবার কমিটিতে না পাঠিয়েও বিল পাস করা হয়। তবে বিল পাসের পূর্বে বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমতের জন্য যাচাই ও বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং এ নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়। সংসদে কোনো বিল গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি দানের পরেই তা অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় এবং আইনে পরিণত হয়।

সংশোধনী বিল: কোনো আইনের কোনো ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন প্রয়োজন হলে তা যুক্ত করে সংশোধনী (খসড়া) বিল হিসেবে সংসদে উত্থাপন করা হয় পাসের জন্য।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব: সপ্তম সংসদ থেকে সংসদ চলাকালে সপ্তাহে একদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য আধা ঘণ্টা সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সংসদ চলাকালে শুধুমাত্র বুধবার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব অন্তর্ভুক্ত করার বিধান আছে।[১]

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব : সংসদে প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম এক ঘণ্টা মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তর দানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে।[২] যেদিন প্রধানমন্ত্রী ৩০ মিনিট প্রশ্নের উত্তর দেন সেদিন পরবর্তী এক ঘণ্টা অন্য মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রতিটি মূল প্রশ্নের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মূল প্রশ্নকারীসহ অন্যান্য সদস্যরা সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব : কার্যপ্রণালী বিধি ১৩০ অনুযায়ী যেকোন সংসদ সদস্য সাধারণ জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। ১৩৩ বিধি অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিসের বিষয় সরকারের দায়িত্বাধীন বা আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

সাধারণ আলোচনা: কার্যপ্রণালী বিধি ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী সংবিধান বা এই সংশ্লিষ্ট বিধান ছাড়া অন্য কোন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে স্পিকারের সম্মতিক্রমে সংসদে আলোচনা হতে পারে। ১৪৮ বিধি অনুসারে আলোচনার প্রস্তাবের নোটিসের বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত কোন ঘটনা হতে হবে।

জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস: জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ৬৮ অনুযায়ী কোন জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা উত্থাপন করতে ইচ্ছুক কোন সদস্য অন্যূন আরও পাঁচজন সদস্যের স্বাক্ষর এবং বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে উত্থাপনের অন্যূন ২ দিন পূর্বে সচিবের কাছে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করতে পারবেন।

---

[১] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি ৪১*

[২] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি ৪১*।

৭১(১) এর বিধান সাপেক্ষে স্পিকারের অগ্রিম অনুমতিক্রমে কোনো সদস্য যেকোনো জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের প্রতি কোনো মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিস দিতে পারেন। মনোযোগ আকর্ষণ এসব নোটিস থেকে স্পিকার কোনো কোনো নোটিস গ্রহণ করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন। যেসব নোটিস গৃহীত হয়, তার ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বিবৃতি দান করতে পারেন।

উপরোক্ত বিধি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অথচ ৭১(৩) বিধি অনুযায়ী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, গুরুত্ব অনুযায়ী শুধুমাত্র সেগুলো সম্পর্কে প্রত্যেক নোটিশদাতা সদস্য ৭১-ক বিধি অনুসারে দুই মিনিট করে বক্তব্য রাখতে পারবেন। তবে এই পর্বের মোট সময় ৩০ মিনিটের অতিরিক্ত হবে না এবং ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যত জন সদস্যের বক্তব্য রাখা সম্ভব তত জনই বক্তব্য রাখতে পারবেন। কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে ক্রমানুযায়ী পরবর্তী সদস্য বক্তব্য রাখতে পারেন।

মুলতবি প্রস্তাব: কার্যপ্রণালী বিধির ৬১ বিধি অনুসারে স্পিকারের সম্মতি নিয়ে সমকালীন জরুরি ও জনগুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য সংসদের কাজ মুলতবি রাখার প্রস্তাব সংসদ সদস্যরা করতে পারেন। এই প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্রে সদস্যদের অধিকারের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি কার্যপ্রণালী বিধি ৬৩-এ উল্লেখ করা আছে (সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কিত হতে হবে, একই অধিবেশনে অন্য কোনো পর্বে আলোচিত হয়নি এমন বিষয় হবে, বাজেট আলোচনার মধ্যে মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে না, আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় হতে পারবে না, রাষ্ট্রপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের আচরণ সম্পর্কে কটাক্ষ করা যাবেনা ইত্যাদি)। ৬৫ বিধি অনুসারে স্পিকার সদস্যদের নোটিসের বিষয়টি বিধিসম্মত মনে করে সম্মতি দিলে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। অথবা তিনি ৬৬ বিধি অনুসারে প্রাপ্ত নোটিসের ওপর আলোচনার জন্য সংসদ মুলতবি করার প্রস্তাব অধিবেশনে ভোটের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন।

অনির্ধারিত আলোচনা: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৬৯ অনুসারে সংসদ সদস্য উক্ত সময়ের আলোচিত বা অন্য যেকোন বিষয় নিয়ে স্পিকারের অনুমতি সাপেক্ষে অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা: সংবিধানের ৭৩-এর ৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ভাষণের পর উক্ত ভাষণ নিয়ে সদস্যরা আলোচনা করবেন।

সংসদে সদস্যদের ভাষার ব্যবহার: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৭০-এর ৬ উপবিধি অনুসারে কোনো সদস্য বক্তৃতার সময় কোনো আক্রমণাত্মক, কটু বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন না এবং ৯ উপবিধি কোনো বিতর্কে অসৌজন্যমূলকভাবে কোনো সদস্যের উল্লেখ করবেন না ও সংসদ বিগর্হিত কোনো কথা বলার অনুমতি তাঁকে দেওয়া যাবেনা।

সংসদ বৈঠক চলাকালীন পালনীয়: বিধি ২৬৭ এর ২ উপবিধি অনুসারে কোনো সদস্য বক্তৃতাকালে তাঁকে উচ্ছৃঙ্খল উক্তি বা গোলমাল সৃষ্টি বা অন্য কোনোরুপ বিশৃঙ্খল আচরণ দ্বারা বাঁধা প্রদান করবেন না; ৪ উপবিধি অনুসারে সভাপতি এবং বক্তৃতারত কোনো সদসস্যের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে চলাচল করবেন না; ও ৮ উপবিধি অনুসারে স্পিকার কর্তৃক সংসদে ভাষণ দানকালে সংসদ কক্ষ ত্যাগ করবেন না; সংসদে বক্তৃতা ব্যতিরেকে নীরবতা পালন করবেন।

স্পিকারের দায়িত্ব: বিধি ১৪ অনুসারে সকল বৈধতার প্রশ্ন নিস্পত্তি করবেন, বিধি ১৫ অনুসারে কোনো সদসস্যের বিশৃঙ্খলার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অধিবেশন থেকে বহিস্কার করতে পারবেন, বিধি ৩০৩ অনুসারে সংসদের শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন, ৩০৭ অনুসারে সংসদে বিভিন্ন বিতর্কে অবমাননাকর বা অশোভন বা সংসদ রীতি বিরোধী বা অমর্যাদাকর সকল শব্দ নিজ ক্ষমতাবলে বাতিল করতে পারবেন।

কোরাম সংকট: সংসদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংসদ কক্ষে সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম উপস্থিত না হলে একে কোরাম সংকট বলা হয়। সংবিধানের ৭৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু করার জন্য কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যকে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত থাকতে হয়।

সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কর্মপরিধি ও ক্ষমতা: কার্যপ্রণালী বিধিতে সংসদীয় কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যপ্রক্রিয়া ও কর্মপরিধি সম্মন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসদ কর্তৃক গঠিত কোনো বিশেষ কমিটি ছাড়া কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[৩]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটিগুলোর কর্মপরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সে অনুযায়ী কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতা[৪] হলো - খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা; আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করা; জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সে বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করা এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নগুলোর মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করা এবং সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

---

[৩] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি* ১৮৭-২১৮ দ্রষ্টব্য।

[৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬।

অধ্যায় এক

ভূমিকা

প্রসঙ্গ কথা

জাতীয় সংসদ হলো জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ এবং সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মৌলিক অঙ্গ। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি।

বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর অংশগ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে সংসদে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সংসদে জনগণের হয়ে বিভিন্নভাবে সরকারকে জবাবদিহি করে থাকে।[৫] প্রশ্নোত্তর, আইন প্রণয়ন, মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য, সর্বোপরি সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি, তত্ত্বাবধান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। সংসদ নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা সম্পর্কিত অঙ্গীকার লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল থেকে আইপিইউ (ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন) এবং ১৯৭৩ সাল থেকে সিপিএ (কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন)-র সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য হল, দেশের উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট দেশের শাসন ব্যবস্থায় সন্নিবেশিত করা। বিশ্বব্যাপি প্রায় ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন ৮০টিরও বেশী দেশের সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে সুশাসন, জনগণের কাছে সংসদের জবাবদিহিতা, আইন প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ, সংসদীয় কার্যক্রমের তথ্যের অভিগম্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সংসদীয় কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ করে থাকে।

সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। অষ্টম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ে ছয়টি এবং নবম জাতীয় সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে ৪টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[৬] এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ওপর একটি এবং দ্বিতীয় হতে ষষ্ঠ অধিবেশনের ওপর দ্বিতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনটি দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম হতে ত্রয়োদশ অধিবেশনের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

[৫] জবাবদিহিতার অর্থ জনপ্রতিনিধিদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করা, সমালোচনার প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ নেওয়া বা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা, এবং ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা মিথ্যাচারের জন্য দায় স্বীকার করা। সূত্র: Ian McLean and Alistair McMillan (ed), *The Concise Dictionary of Politics*, New Delhi, Oxford University Press, 2006.

[৬] অষ্টম জাতীয় সংসদের ওপর প্রথম প্রতিবেদন ২২ আগস্ট ২০০২, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২ মে ২০০৩, তৃতীয় প্রতিবেদন ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩, চতুর্থ প্রতিবেদন ১ মার্চ ২০০৫, পঞ্চম প্রতিবেদন ২৭ জুন ২০০৬, ষষ্ঠ প্রতিবেদনটি ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ প্রকাশিত হয়। নবম জাতীয় সংসদের ওপর প্রথম প্রতিবেদন ৪ জুলাই ২০০৯, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২৮ জুন ২০১১, তৃতীয় প্রতিবেদন ২ জুন ২০১৩ এবং চতুর্থ প্রতিবেদন ১৮ মার্চ ২০১৪ প্রকাশিত হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

- দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের বিভিন্ন পর্বের কার্যক্রম পর্যালোচনা
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সংসদীয় কমিটির ভূমিকা পর্যালোচনা
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের পর্যবেক্ষণ
- সংসদের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে স্পিকার ও সদস্যদের ভুমিকা পর্যালোচনা
- সংসদীয় উন্মুক্ততা পর্যবেক্ষণ

তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে দশম সংসদের সপ্তম হতে ত্রয়োদশ অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারিত কার্যক্রম এবং অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে সংসদের অধিবেশনে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য এবং প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ।

সংসদ টেলিভিশনে সরাসরি প্রচারিত কার্যক্রমের রেকর্ড শুনে নির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়। এতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম সংকট এবং সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াক আউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, বাজেট আলোচনা, সাধারণ আলোচনা, পয়েন্ট অব অর্ডার, বিভিন্ন বিধিতে মন্ত্রীদের বক্তব্য, সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত তথ্য, সংসদীয় বিধি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও বক্তব্যে ভাষার ব্যবহার সংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। এছাড়া সংসদীয় উন্মুক্ততার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা"-র লক্ষ্য ১৬-তে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য জনগণের তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করার উল্লেখ করা হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ)-র বিভিন্ন দেশের সংসদ সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রচার, বিভিন্ন সংসদের ইতিবাচক চর্চার তথ্যভান্ডার তৈরী ও প্রকাশ করে থাকে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে কার্যকর ই-সংসদ প্রবর্তন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ওয়াশিংটনে মে ২০১৫ সালে বিভিন্ন দেশের সংসদীয় পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মেলনে সংসদীয় উন্মুক্ততার বিষয়ে ঘোষণাপত্রের খসড়া গ্রহণ এবং পরে জনমত গ্রহণের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে বিশ্ব ই-পার্লামেন্ট সম্মেলনে এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয় যেখানে সংসদের উন্মুক্ততার সংস্কৃতির প্রসারে সংসদ সংক্রান্ত তথ্যের উপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা, আইনের খসড়া প্রণয়নে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ, কমিটির কার্যবিবরণীর রেকর্ডপত্র প্রকাশ করা, প্লেনারির কার্যবিবরণী প্রকাশ করা, সংসদ কর্তৃক প্রণীত বা সংসদে উত্থাপিত যে কোন প্রতিবেদন প্রকাশ করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ইতিবাচক চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য এই গবেষণায় সংসদীয় উন্মুক্ততার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। অধিবেশন ও কমিটি সভায় সদস্যদের উপস্থিতি, প্রশ্নোত্তর পর্বের প্রশ্নের বিস্তারিত বিষয়বস্তু, কমিটির প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়। সংসদ টিভিতে প্রত্যক্ষযোগ্য নয় এমন বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য অধিবেশনে সরাসরি উপস্থিত থেকে সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়। নবম অধিবেশনে চার কার্যদিবস এবং দশম অধিবেশনে দুই কার্যদিবস গবেষণা দলের প্রতিনিধিরা অধিবেশন চলাকালীন অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত থেকে সরাসরি সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে।

গবেষণায় বিবেচনাধীন তথ্যের সময়

সেপ্টেম্বর ২০১৫ - ডিসেম্বর ২০১৬ সময়কালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম হতে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

দশম সংসদ সদস্যদের দল ভিত্তিক আসনবিন্যাস

দশম জাতীয় সংসদে ৩০০টি আসনে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে এবং ৫০টি সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নের মাধ্যমে সংসদে সদস্যবৃন্দ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১৫৩টি আসনে নির্বাচনের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা সংসদ সদস্য হন। বাকী ১৪৭টি আসনে মোট ৩৯০ জন প্রার্থী সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[৭] নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৩৪টি, জাতীয় পার্টি ৩৪টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ৬টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৫টি, জাতীয় পার্টি (জেপি) ২টি, তরিকত ফেডারেশন ২টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১৬টি আসনে জয়ী হন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের তিনজন এবং জাতীয় পার্টির একজন সদস্য মৃত্যুবরণ করায় শূন্য আসনগুলোতে নির্বাচন হয়। সংরক্ষিত আসনের ৫০টির মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩৯টি, জাতীয় পার্টি ৬টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ১টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ১টি এবং স্বতন্ত্র ৩টি আসন পায়। তবে পরবর্তীতে সংরক্ষিত আসনের স্বতন্ত্র সদস্যবৃন্দ আওয়ামী লীগের দলভুক্ত হিসেবে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন। উল্লেখ্য সরাসরি নির্বাচিত প্রতি ৬টি আসনের বিপরীতে একটি করে নারী আসন সংরক্ষিত। বর্তমানে সরাসরি নির্বাচিত আসনে ২১ জন নারী সংসদ সদস্য প্রতিনিধিত্ব করছেন। দশম জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত পুরুষ সংসদ সদস্য শতকরা হার ৯৪ ভাগ এবং নারী সংসদ সদস্য শতকরা হার ৬ ভাগ। সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে শতকরা ৮০ ভাগ এবং ২০ ভাগ। নিম্নের সারণিতে (সারণি ২.১) বর্তমানে সংরক্ষিত নারী আসনসহ দশম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর আসন সংখ্যা দেওয়া হল[৮]:

সারণি ২.১ - দশম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ও আসন সংখ্যা

রাজনৈতিক দল	নির্বাচিত	সংরক্ষিত	মোট
সরকারি দল			
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩২	৪২	২৭৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	৫	১	৬
বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি	৬	১	৭
তরিকত ফেডারেশন	২	০	২
প্রধান বিরোধী দল			
জাতীয় পার্টি	৩৪	৬	৪০
অন্যান্য বিরোধী দল			
বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ)	১	০	১
জাতীয় পার্টি (জেপি)	২	০	২
স্বতন্ত্র সদস্য	১৬	০	১৬
শূন্য	২	০	২
মোট	৩০০	৫০	৩৫০

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত সংসদ সদস্যদের দলভিত্তিক নামের তালিকা, ১৪তম সংস্করণ, ১ জানুয়ারি, ২০১৭

দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের কার্যকাল

সংবিধানের ৭২ (১) এর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহবান করেন। এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল ১০৩ দিন[৯]। দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশন ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ শুরু হয় । সংসদের এই

[৭] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

[৮] আসনভিত্তিক সংসদ সদস্যদের নাম জানতে দেখুন- www.parliament.gov.bd

[৯] পরিশিষ্ট - ১

শরৎকালীন অধিবেশন ছিল আট কার্যদিবসের। অষ্টম অধিবেশন শুরু হয় ০৮ নভেম্বর ২০১৫। ১২ কার্যদিবসের এই অধিবেশনটি ছিল বছরের শেষ এবং সংক্ষিপ্ত অধিবেশন। নবম অর্থাৎ শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয় ২০ জানুয়ারি ২০১৬। ইংরেজী বছরের প্রথম অধিবেশনটিতে ২৭টি কার্যদিবস রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দশম অধিবেশন শুরু হয় ২৪ এপ্রিল ২০১৬, নয়দিন ব্যাপ্তিকাল শেষে ৬ মে ২০১৬ অধিবেশনটি শেষ হয় □ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন শুরু হয় ০১ জুন, ২০১৬; ৩২ কার্যদিবস ব্যাপ্তিকাল শেষে ২৭ জুলাই, ২০১৬ তারিখে বাজেট অর্থাৎ একাদশ অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়। দশ কার্যদিবসের দ্বাদশ অধিবেশন শুরু হয় ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ এবং শেষ হয় ৬ অক্টোবর ২০১৬। ২০১৬ সালের পাঁচ কার্যদিবসের সর্বশেষ অধিবেশন ৪ ডিসেম্বর তারিখ শুরু হয়ে শেষ হয় ৮ ডিসেম্বর ২০১৬।

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন

দশম জাতীয় সংসদে রংপুর-৬ আসন থেকে নির্বাচিত শিরীন শারমিন চৌধুরী স্পিকার এবং গাইবান্ধা-৫ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মো. ফজলে রাব্বী মিয়া ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য পাঁচ সদস্যের সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন করা হয়। দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ পরিচালনা করার জন্য প্রতি সংসদ অধিবেশনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও শরীক দল থেকে চার জন এবং মহাজোট (জাতীয় পার্টি) থেকে একজন সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়

দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম হতে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যয়িত মোট সময় ৩৪৫ ঘন্টা ৫৫ মিনিট। দশম সংসদের ৭টি অধিবেশনে ব্যয়িত সময় পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশী সময় ব্যয়িত হয় ১১তম অধিবেশনে ১০৯ ঘন্টা ১৮ মিনিট এবং সবচেয়ে কম ত্রয়োদশ অধিবেশনে ১৫ ঘন্টা ২৬ মিনিট। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘন্টা ২২ মিনিট। সবচেয়ে বেশী বাজেট আলোচনায় ৬৯ ঘন্টা ০৮ মিনিট (২০%) আলোচনায় ব্যয়িত হয়। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্ক্রমের মধ্যে মন্ত্রীদের বিবৃতি, স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট, শোক প্রস্তাব, স্পিকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। আইন প্রণয়নে ৫৫ ঘন্টা ১৫ মিনিট (১৬%), প্রতিনিধিত্ব ও তদারকি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে প্রশ্নোত্তর পর্বে ৭৭ ঘন্টা ৩৮ মিনিট (২২.৪%) সময় ব্যয়িত হয়। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ সালে যুক্তরাজ্যে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ৫২%, প্রশ্নোত্তর পর্বে ৭% এবং বিভিন্ন বিষয় সংশ্লিষ্ট বিতর্কে ২৮.৩% সময় ব্যয় করা হয়।[১০]

চিত্র ২.১: সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা হার (সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন)

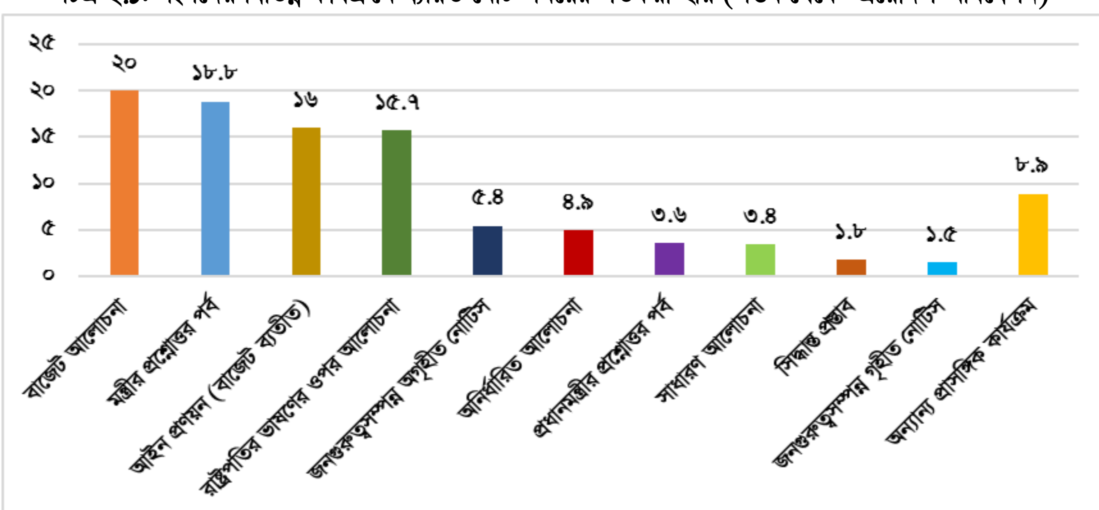

সাতটি অধিবেশনের প্রকৃত সময় প্রাক্কলন করে দেখা যায় কোরাম সংকটসহ এই সময় ৩৯৪ ঘন্টা ২১ মিনিট। উল্লেখ্য কোরাম সংকটের সময়ে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বিধি অনুযায়ী সদস্যদের কোরাম পূর্ণ না হওয়ায় সংসদ কার্যক্রম না চললেও তা প্রকৃত সময়ের অন্তর্ভুক্ত।

[১০] House of Lords Statistics on Business and Membership, Session 2015–16'; *www.parliament.uk*, *viewed on 20 December 2016*

সংসদকে কার্যকর করার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সংসদে জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি। এ বিষয়টি সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের সার্বিক উপস্থিতি

দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে সদস্যদের প্রতি কার্যদিবসে গড়ে উপস্থিত ছিলো ২৩৩ জন যা মোট সদস্যের ৬৭%। উল্লেখ্য ভারতে ১৬তম লোকসভায় ২০১৫-১৬ সালে সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল ৮৪%।[১১] অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সার্বিকভাবে ৩৯% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে এবং ৫% সদস্য ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন (চিত্র: ৩.১)।

চিত্র: ৩.১ সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি

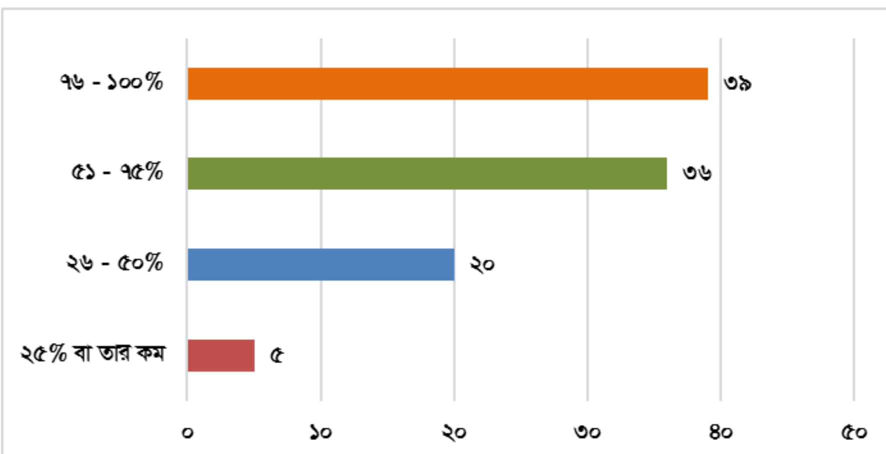

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়

সরকারি দলের সদস্যদের উপস্থিতি

সরকারি দলের সংসদ সদস্যের মধ্যে শতকরা ৩৯ ভাগ সদস্য অধিবেশনের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ৩৬% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৫১-৭৫ শতাংশ, ২০% সদস্য মোট কার্যদিবসের ২৬-৫০ শতাংশ এবং ৫% সদস্য মোট কার্যদিবসের ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য দুইজন সদস্য একজন অন্যান্য বিরোধী, একজন সরকারি দলের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য) শতকরা ১০০% কার্যদিবসে সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন[১২]। সর্বনিম্ন একদিন (একাদশ অধিবেশনে) উপস্থিত ছিলেন একজন সরকারি দলের সদস্য[১৩] যার উপস্থিতি নিয়ে পূর্ববর্তী বছরেও একই তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখ্য জাতীয় সংসদে সদস্য হিসেবে পদ রক্ষায় তাঁকে অধিবেশনে হাজিরা দিতে দেখা যায়। তিনি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত এবং প্রায় এক বছর পলাতক ছিলেন।[১৪] উল্লেখ্য ২২ মাস পলাতক থেকে অত্মসমর্পনের

[১১] www.prsindia.org, *viewed on 1 September 2016*

[১২] বাংলাদেশ আসন: ১৯০ (ঢাকা-১৭), ৩২৭ (সংরক্ষিত আসন-২৭)

[১৩] বাংলাদেশ আসন: ১৩২ (টাঙ্গাইল-৩)

[১৪] দৈানক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর, ৮ জুলাই ২০১৫

পর জামিনের জন্য হাইকোর্টে আপিল করেছেন।[১৫] উক্ত সংসদ সদস্য অধিবেশনে হাজিরা দিলেও কোনো আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেননি। নবম সংসদের[১৬] সাথে তুলনা করলে দেখা যায় নবম সংসদের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ সদস্য ৭৫ শতাংশের অধিক কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। এক্ষেত্রে উপস্থিতির হার আগের তুলনায় কমেছে।

বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতি

প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের ৪০% মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ ৭৫ শতাংশের বেশী কার্যদিবস এবং ৩৩% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের ৪২% সদস্য মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ ৭৫ শতাংশের বেশী কার্যদিবস এবং ৩৭% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য নবম সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল ২৫%-এর কম কার্যদিবসে। অর্থাৎ প্রধান বিরোধী দলের উপস্থিতি তুলনামুলকভাবে বেড়েছে।

সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি

মোট ১০৩ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোট কার্যদিবসের ৮৬ দিন (প্রায় ৮৪%) উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ৮৫ দিন (প্রায় ৮৩%) উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রীদের উপস্থিতি

মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশ কার্যদিবসের বেশী ২১% মন্ত্রী, ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ৪৪% মন্ত্রী এবং ২৬-৫০ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ৩৩% মন্ত্রী এবং ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে ২% মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

সংসদ বর্জন

সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের পর থেকে নবম সংসদ পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ বর্জনের ধারাবাহিক উর্ধ্বগতি লক্ষ করা যায়। দশম সংসদের একাদশ অধিবেশন পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল অধিবেশন বর্জন করেনি। উল্লেখ্য পঞ্চম সংসদে এই হার ছিলো প্রায় ৩৪%, অষ্টম সংসদে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬০% এবং নবম সংসদের ৫ বছরের ১৯টি অধিবেশনে তা ৮১.৫৮%-এ দাঁড়ায়।[১৭]

ওয়াকআউট

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের কার্যদিবসগুলোতে প্রধান বিরোধী দলের সদস্য কর্তৃক চারবার ওয়াকআউট হয়। এক্ষেত্রে সপ্তম অধিবেশনের প্রথম কার্যদিবসে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবিতে বিরোধী দলীয় নেতার নেতৃত্বে প্রধান বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ, নবম অধিবেশনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিল ২০১৬-এ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সংসদে তা পাস করার প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দলের সংসদ-সদস্য[১৮], দশম অধিবেশনের নবম কার্যদিবসে Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016 বিলটি সংসদে উত্থাপনের আপত্তি জানিয়ে বিরোধী দলীয় নেতার নেতৃত্বে প্রধান বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ এবং একাদশ অধিবেশনের ১৬তম কার্যদিবসে বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনায় বিরোধী দল কর্তৃক প্রেরিত নামের তালিকা অনুযায়ী সুযোগ প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় তার প্রতিবাদে মাননীয় বিরোধী দলের চীফ হুইপের[১৯] নেতৃত্বে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যগণ ওয়াক আউট করেন। উল্লেখ্য অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের মধ্যে কেউ ওয়াকআউট করেননি।

---

[১৫] দৈনিক যুগান্তর, ৬অক্টোবর ২০১৬

[১৬] সপ্তম থেকে একাদশ অধিবেশন; তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

[১৭] তথ্যসূত্র: *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, জালাল ফিরোজ।

[১৮] ১৫৩, ময়মনসিংহ-৮ আসনের সদস্য জনাব ফখরুল ইমাম।

[১৯] মো. তাজুল ইসলাম চৌধুরী

কোরাম সংকট

সংসদে অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের দেরিতে উপস্থিত হওয়ার কারণে কোরাম সংকট হয়। কোরাম সংকটের কারণে সদস্য ও মন্ত্রীদের বিলম্বে উপস্থিতি, প্রশ্নোত্তর, আইন প্রণয়ন, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিসের অলোচনা পর্ব ইত্যাদি সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি করে। প্রায় সকল কার্যদিবসে কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন বিলম্বে শুরু হয়। সার্বিকভাবে সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে মোট ৪৮ ঘন্টা ২৬ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয় যা সাতটি অধিবেশনের প্রকৃত মোট ব্যয়িত সময় (৩৯৪ ঘন্টা ২১ মিনিট)-এর ১২%। সাতটি অধিবেশনে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ২৮ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়।

সংসদ কার্যক্রম শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময় থেকে কার্যক্রম শুরুর সময় পর্যন্ত এবং নামাজ বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম সংকটজনিত সময় গণনা করা হয়। সংসদের বাজেটের ভিত্তিতে সংসদ পরিচালনার ব্যয়ের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড়ে ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৩৪ টাকা খরচ হয়।[২০] এ হিসাবে সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য ৪৭ কোটি ২০ লক্ষ ৩৩ হাজার ২০৪ টাকা এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের সময়ের অর্থমূল্য ৪৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ১৫২ টাকা।

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের মতো অধিবেশন প্রতি গড় কোরাম সংকটও ক্রমান্বয়ে কিছুটা কমেছে। অষ্টম সংসদের প্রতি অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট ছিল ৩৩ মিনিট এবং নবম সংসদে ৩০ মিনিট দশম সংসদে কমে ২৯ মিনিটে দাঁড়ায় (চিত্র: ৩.২)।

চিত্র ৩.২: অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের প্রতি অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট (মিনিট)

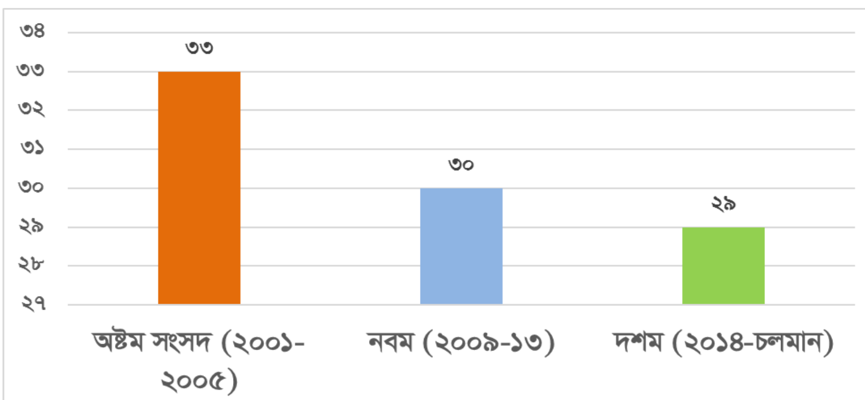

উল্লেখ্য, দশম সংসদে প্রতি অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট দশম সংসদে প্রথম দুই বছরে পূর্বের সংসদের তুলনায় কিছুটা নিম্নগতি থাকলেও ২০১৬ সালের শেষের অধিবেশনগুলোতে পুনরায় উর্ধ্বগতি লক্ষ করা যায় ।

[২০] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ২৩৮.৩৩ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৭.০৫ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ১.১২ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৬.৮১ কোটি টাকা (২০১৫-১৬)। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংসদের অধিবেশনের মোট প্রকৃত সময় ২৪৩ ঘন্টা ৯ মিনিট (কোরাম সংকটসহ)। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৩৪ টাকা। এ প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে ।

যেকোনো আইনের চূড়ান্ত বৈধতার জন্য সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি বিল (খসড়া আইন) সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পর কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি, বাছাই কমিটিতে প্রেরণ বা জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবের মাধ্যমে বিলটি চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। সংসদ অধিবেশনে সকলের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়ে গেলে সদস্যদের কোন সংশোধনী বা পর্যবেক্ষণ নিয়ে কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী অধিবেশনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সদস্যদের পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তার বিবৃতি উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অনুমোদনক্রমে একটি বিল পাস করা হয়। সংসদে গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি সাপেক্ষে আইন হিসেবে গেজেটে প্রকাশ করা হয়। এই অধ্যায়ে দশম সংসদের সপ্তম থেকে একাদশ অধিবেশন পর্যন্ত সংসদে আইন প্রণয়ন এবং আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রমের তথ্য বিশ্লেষণ করা হলো।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ব্যয়িত সময়

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ পর্যন্ত সাতটি অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট প্রায় ৫৫ ঘন্টা ১৫ মিনিট সময় ব্যয় করা হয় যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ১৬ শতাংশ। ২০১৫-১৬ সালে ভারতে[২১] লোকসভায় এক বছরে তিনটি অধিবেশনে গড়ে প্রায় ১৭% সময় আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত হয় এবং ২০১৫-১৬ সালে যুক্তরাজ্যে[২২] হাউজ অব লর্ডস-এ প্রায় ৫২% সময় আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত হয়।

সারণি ৪.১: আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমে অধিবেশন ভিত্তিক মোট ব্যয়িত সময়

অধিবেশন	মোট ব্যয়িত সময় (ঘন্টা/মিনিট)	শতকরা হার	বিলের সংখ্যা
সপ্তম অধিবেশন	৩ ঘন্টা ১৮ মিনিট	১১%	৬
অষ্টম অধিবেশন	৭ ঘন্টা ১০ মিনিট	১৭%	১০
নবম অধিবেশন	৯ ঘন্টা ০৫ মিনিট	৯%	৯
দশম অধিবেশন	১০ ঘন্টা ৩৩ মিনিট	২২%	১৪
একাদশ অধিবেশন	১৩ ঘন্টা ৩৪ মিনিট	১২%	১৬
দ্বাদশ অধিবেশন	৬ ঘন্টা ১৫ মিনিট	২২%	৬
ত্রয়োদশ অধিবেশন	৫ ঘন্টা ২০ মিনিট	৩৫%	৫
মোট	৫৫ ঘন্টা **১৫** মিনিট	১৬%	৬৬

এই সাতটি অধিবেশনে বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে মোট ৩৮ জন সদস্য আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়ের প্রায় ২৪ ঘন্টা ৩১ মিনিট (৪৬%) সময় বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে ২১ জন সরকারি দলের, ১৩ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ৪ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য। বিল উত্থাপন, পাসের অনুমতি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল সম্পর্কিত বিবৃতি উপস্থাপনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবৃন্দ প্রায় ৮ ঘন্টা ২৭ মিনিট (১৯%) ব্যয় করেন। এছাড়া বিভিন্ন বিলের ওপর স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপনের জন্য প্রায় ৬ ঘন্টা ২৪ মিনিট (১৩%) সময় ব্যয়িত হয়। (চিত্র - ৪.১)

[২১] www.prsindia.org, *viewed on 1 September 2016*

[২২] `Statistics on Business and Membership'; *www.parliament.uk, viewed on 20 December 2016*

চিত্র ৪.১: আইন প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপে ব্যয়িত সময় (শতকরা হার)

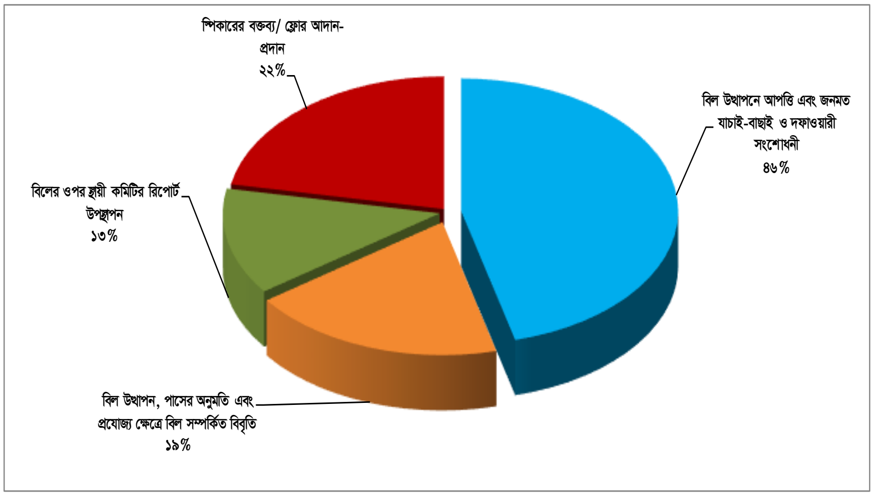

উল্লেখ্য, এই সাতটি অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে উত্থাপিত বিলসমূহের ক্ষেত্রে মাত্র ৩ জন সদস্য বিল উত্থাপনে আপত্তি ও ১৮ জন সদস্য বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব করেন এবং ১৭ জন সংসদ সদস্য বিলের ওপর সংশোধনী বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। সময়ের পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিলের ওপর আপত্তি, বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব এবং দফাওয়ারী সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় ৪৬% সময় ব্যয়িত হয় (চিত্র ৪.১)। এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল ৭২% সময় অংশগ্রহণ করেন (চিত্র ৪.২)।

চিত্র ৪.২: আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সদস্যদের অংশগ্রহণ: ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা হার

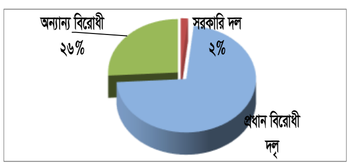

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের কণ্ঠভোটের মাধ্যমেই অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা দেখা যায়। ফলে বিল উত্থাপনের পর এর ওপর সংসদের বিরোধী সদস্যদের আপত্তি, সংশোধনী এবং যাচাই-বাছাই প্রস্তাব নাকচসহ বিল চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কণ্ঠভোটের প্রাধান্য প্রতিফলিত হয়। এই সাতটি অধিবেশনে পাসকৃত বিলের সময় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই বিলগুলো উত্থাপন এবং বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের আলোচনা এবং মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৩১ মিনিট। ভারতে ১৫ তম লোকসভায় বিল পাসের ক্ষেত্রে ৭৪% বিলের ক্ষেত্রে ৩০ মিনিট থেকে ৩ ঘন্টা আলোচনা করতে দেখা যায়।[২৩]

[২৩] www.prsindia.org, *viewed on 1 September 2016*

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে পাসকৃত বিল

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত ১০৩টি কার্যদিবসে মোট ৬৬টি সরকারি বিল পাস করা হয়েছে এর মধ্যে সপ্তম অধিবেশনে ৬টি, অষ্টম অধিবেশনে ১০টি, নবম অধিবেশনে ৯টি, দশম অধিবেশনে ১৪টি বিল, একাদশ অধিবেশনে ১৬টি বিল, দ্বাদশ অধিবেশনে ৬টি এবং ত্রয়োদশ অধিবেশনে ৫টি বিল পাস হয় । অর্থবিল ছাড়া বাকি সকল বিলে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে পাস করা হয়। স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা বিলসমূহের ধরন বিশ্লেষণে ২৯টি সংশোধনী বিল পাস হয়েছে।[২৪]

সরকারি বিল: পাসকৃত আইনের মধ্যে সপ্তম অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫; পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫; অষ্টম অধিবেশনে উন্নয়ন সারচার্জ ও লেভী (আরোপ ও আদায়) আইন, ২০১৫; গণকর্মচারী (বিদেশি নাগরিকের সহিত বিবাহ) আইন, ২০১৫; নবম অধিবেশনে বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬; রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আইন, ২০১৬; উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারি আত্তীকরণ আইন, ২০১৬; এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক আইন, ২০১৬; পায়রা বন্দর প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০১৬; দশম অধিবেশনে প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ (সর্বাধিনায়কতা) বিল, ২০১৬; একাদশ অধিবেশনে দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১৫; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) বিল, ২০১৬; Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016; রেলওয়ে সম্পত্তি (অবৈধ দখল উদ্ধার) বিল, ২০১৬ একাদশ অধিবেশনে বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ২০১৬; ত্রয়োদশ অধিবেশনে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল বিল, ২০১৬; বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) বিল, ২০১৬ উল্লেখযোগ্য।

বেসরকারি বিল: এই সাতটি অধিবেশনে কোনো বেসরকারি বিলের নোটিস উত্থাপিত হয়নি।

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ওয়াক আউট

নবম অধিবেশনের ২৬তম বৈঠকে প্রধান বিরোধী দলের সদস্য জনাব ফখরুল ইমাম (ময়মনসিংহ -৮) "বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিল, ২০১৬" - এ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পাস হওয়ার প্রতিবাদে সংসদ-কক্ষ ত্যাগ (ওয়াক-আউট) করেন।

দশম অধিবেশনের নবম বৈঠকে বিরোধী দলীয় নেতার নেতৃত্বে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা " Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016" উত্থাপনের আপত্তি জানিয়ে ওয়াক-আউট করেন।

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে আলোচিত বিতর্ক

সপ্তম অধিবেশনে "Foreign Exchange Regulation (Amendment) Bill, 2015" পাসের জন্য উত্থাপিত হলে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা এই আইন বাস্তবায়নের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার বিষয়টির ওপর আলোকপাত করে সংশোধনী প্রস্তাব দিলেও তা কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। সংশোধনী প্রস্তাব নাকচ হওয়ার চর্চাকে উদ্দেশ্য করে প্রস্তাবকারী বিরোধী সদস্য বলেন, *"আমরা সরকারকে সহযোগিতার জন্য নোটিস দেই। সব যদি নাকচ হয়, তাহলে তো গণতন্ত্র থাকে না।"*[২৫] এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর উত্তর, "আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকে। কিন্তু আমরা যারা আছি, তারা কি ঘোড়ার ঘাস কাটি? মন্ত্রীসভা কি ঘোড়ার ঘাস কাটে? যারা দায়িত্বে আছে তারা জানে কীভাবে আমলাতন্ত্রকে ধরতে হয়।"[২৬]

অষ্টম অধিবেশনে সংসদীয় কমিটির সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পাসের জন্য উত্থাপিত দুইটি বিল প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেন যা কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতিক্রমে পাস করা হয়। সংবিধান এবং অন্যান্য আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় সংসদীয় কমিটির সুপারিশক্রমে "The Ports (Amendment) Bill 2015" প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়। "স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) (সংশোধন) বিল ২০১৫" সংসদ সদস্যদের আপত্তি প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংসদীয় কমিটি বিলটি স্থগিত করার সুপারিশ করে। এক্ষেত্রে সদস্যদের পক্ষ থেকে কারণ হিসেবে বলা হয় যে, একটি জেলাতে একাধিক সংসদ সদস্য আছেন, ফলে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান দলীয়ভাবে নির্বাচিত হলে তিনি সংসদ সদস্যদের ওপর খবরদারি করতে পারেন।[২৭]

---

[২৪] বিস্তারিত: পরিশিষ্ট ২।

[২৫] সংসদ অধিবেশন পর্যবেক্ষণ।

[২৬] প্রাগুক্ত

[২৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৭ নভেম্বর ২০১৫।

ত্রয়োদশ অধিবেশনে "বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল বিল, ২০১৬" -এ ৬৮ টি সংশোধনী প্রস্তাব আলোচনা না হয়ে নাকচ হওয়ায় প্রধান বিরোধী দলীয় একজন সদস্য বলেন, "এখানে সংসদে যে বিলগুলো পেশ করা হয়, আমরা যে সংশোধনী দেই সেই সংশোধনীর ওপরে কোনো আলোচনা হয় না । একমাত্র কৃষিমন্ত্রী ছাড়া প্যারা প্যারা করে কেউ আলোচনা করে না । তাতে হয় কি, আমরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলি । আমার কথা হলো যদি পার্লামেন্টকে প্রাণবন্ত করতে চান, চালাইতে চান তবে আমরা যে সংশোধনী দেই সেই সংশোধনীগুলো আলোচনা হওয়া উচিত । কেন গ্রহণ করা হল না তার কারণ ব্যাখ্যা করা উচিত, আমরা অনেক কষ্ট করে সংশোধনীগুলো দেই।"

নবম সংসদের তুলনায় আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি আইন পাসের জন্য গড় সময় তুলনামূলক কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পূর্ববর্তী সংসদের মতই সংসদ সদস্য কর্তৃক বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব[২৮] কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার চর্চা বিদ্যমান[২৯]। মন্ত্রী কর্তৃক কারণ উল্লেখ করে বলেন যে সংসদ সদস্যরা জনপ্রতিনিধি তাই কমিটিতে এবং মন্ত্রীসভায় তাদের মতামতের মাধ্যমে জনগণের মতামতের প্রতিফলন আছে, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত নেওয়া হয়েছে (৯টি বিলের ক্ষেত্রে), জনগণের মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে বিলের খসড়া প্রকাশ হয়েছে (১১টি বিলের ক্ষেত্রে)। সংসদে আইন পাসের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, বিলের খসড়ায় জনমত যাচাই-বাছাইয়ের জন্য উল্লেখিত ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলোর কার্যকরতার ঘাটতি, অধিবেশনে সদস্যদের প্রস্তাবসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়ার চর্চার অপ্রতুলতার কারণে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি।[৩০] অধিবেশনগুলোতে বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সরকারদলীয় সদস্যসহ প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের অংশগ্রহণ থাকলেও তা কয়েকজন সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আইনের ওপর আলোচনায় মোট সদস্যদের মাত্র ১১% সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন। পাসকৃত বিলের ওপর যেসকল সংশোধনী প্রস্তাব সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার মধ্যে বিলের বিভিন্ন দফায় বাক্য পুনর্গঠন, ধারা ও উপধারার পুর্নবিন্যাস/স্থানান্তর এবং সমার্থক শব্দাবলী ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজন প্রাধান্য পেয়েছে।[৩১]

কণ্ঠভোটে আইন পাসের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সরকার দলীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে প্রধান বা অন্যান্য বিরোধীদের বিল উত্থাপনে কোন আপত্তি বা জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার চর্চা বাংলাদেশের সংসদ ব্যবস্থায় দেখা যায়না। অলোচনার সুযোগ থাকলেও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিধানের অস্পষ্টতার কারণে সরকার দলীয় সদস্যদের পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। ফলে একটি বিলের বিভিন্ন দফায় সম্পাদকীয় পরিবর্তন ছাড়া ধারা/দফার বিষয়গত পরিবর্তনের জন্য সরকার দলীয় সদস্যরাও সংশোধনী দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ বোধ করেননা।

আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা

সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেক অর্থ বছরের জন্য অনুমিত আয় ও ব্যয় সংবলিত যে বিবৃতি প্রদান করা হয় তা বাজেট নামে পরিচিত। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেকোন সরকারের একটি অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই বাজেটের মাধ্যমে। সংসদ কার্যক্রমের একাদশ অধিবেশনে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেট পেশ ও এ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

বাজেট অলোচনায় ব্যয়িত সময়

সাতটি অধিবেশনের মধ্যে একটি বাজেট অধিবেশনে মোট ৬৯ ঘন্টা ৮ মিনিট সময় ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের ২০ শতাংশ। অর্থমন্ত্রী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করতে ২ ঘন্টা ৩৮ মিনিট সময় নেন । বাজেট অধিবেশনে ২৩৩ জন সদস্য মূল বাজেটের

---

[২৮] জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাবসমূহের বিস্তারিত জানতে দেখুন - পরিশিষ্ট ৩।

[২৯] সংসদ অধিবেশন পর্যবেক্ষণ।

[৩০] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। যেমন আমেরিকায় কোন আইন কমিটিতে আলোচনার আগে বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া হয়। জনগণকে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ হিসেবে অনেক দেশে খসড়া আইন সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়, ই-মেইলে জনগণকে জানানো হয়, পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় বা সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে জনগণের মতামত আহ্বান করা হয়। এছাড়া ইংল্যান্ডের হাউজ অব কমন্সে আইন পাসের সময় কোন বিল সম্পর্কে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট 'লবি গ্রুপ' সেই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের মতামত দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে। এই লবি গ্রুপসমূহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.phd?id=367522 (view date - 20 January 2013)

[৩১] সংসদের কার্যবিবরণী পর্যবেক্ষণ

ওপর আলোচনায় প্রায় ৫১ ঘন্টা ৩৭ মিনিট (৭৫%), ৯ জন সদস্য সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনায় প্রায় ১ ঘন্টা ২৯ মিনিট (২%) এবং ৪৩ জন সদস্য মঞ্জুরী দাবি উত্থাপন ও এ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রায় ২ ঘন্টা ৫২ মিনিট (৪%) অংশগ্রহণ করেন। ১০২ জন সদস্য (প্রায় ২৯%) বাজেট আলোচনার কোনো পর্বে অংশ নেননি।

চিত্র ৪.৩: বাজেট আলোচনায় বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার

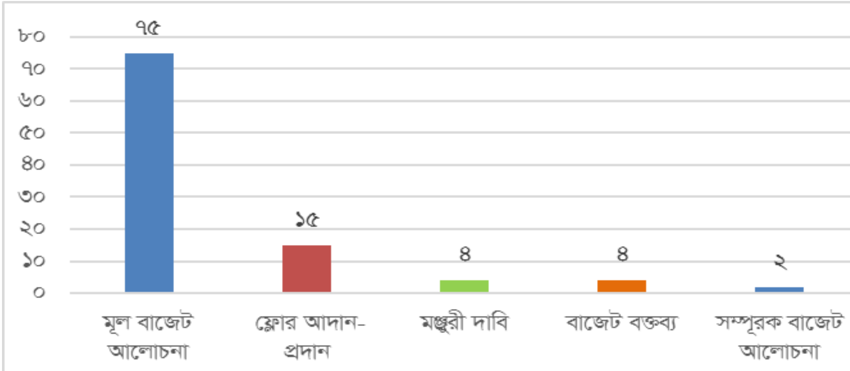

বাজেট অধিবেশনে মূল বাজেটের ওপর বক্তব্যে সময় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা তাদের বরাদ্দ সময়ের ১১ শতাংশ সময় অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেন যেখানে সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষের[৩২] (৩১ বার) তুলনায় সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে[৩৩] (১৭৪ বার) নিয়ে এই ধরনের ভাষা প্রয়োগের প্রাধান্য দেখা যায়।

এদেশের পার্লামেন্ট মূলত বাজেট প্রণয়নে প্রভাব সৃষ্টিকারী পার্লামেন্ট। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও বাজেট প্রণয়ন স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক হবে এবং এক্ষেত্রে জনগণ, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে এবং জাতীয় সংসদে বাজেট অনুমোদিত হতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশের বাজেটের ক্ষেত্রে নির্বাহী কর্তৃক বাজেট প্রস্তুতি অর্থ বছরের অনেকটা সময় নিয়ে নেয়, যা বাকি স্বল্প সময়ে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণকে সীমিত করে দেয়। কার্যপ্রণালী বিধিতে[৩৪] নিষেধাজ্ঞা থাকায় বাজেট কোনো কমিটিতে প্রেরিত হয় না। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ এবং এর ওপর কমিটিতে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য কমিটির সুপারিশ হিসেবে যা দেওয়া হয় তা মূলত ভাষাগত সম্পাদনামূলক মতামত। বিরোধী দলের সদস্যদের আলোচনায় আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।[৩৫] এ বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকেও সহমত পোষণ করে বলতে দেখা যায়, "নিজেদের লোকদের সমর্থনের কারণে সোনালী ব্যাংক ও বেসিক ব্যাংকের অর্থ কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারিনি। অবশ্যই ব্যাংকে কাজ করলে আস্থা ও বিশ্বাসের প্রয়োজন। সেটার যখন ঘাটতি হয়, তখন অনেক অসুবিধা হয়। আমাদের কিছু ঘাটতি হয়েছে সোনালী ও বেসিক ব্যাংকে।"

সদস্যদের আলোচনায় বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আহ্বান প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার প্রতিফলন হিসেবে লক্ষণীয় হলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের আরও সুযোগ রয়েছে।

---

[৩২] বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ১৩
[৩৩] বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ১৩
[৩৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ১১১ (৩)।
[৩৫] বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ১৩

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই অধ্যায়ে প্রশ্নোত্তর পর্বসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার পর্বসমূহ এবং সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

সংসদ সদস্যগণ প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের কাছে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তাব, বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ ও নীতিগত সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন আর্থিক হিসাব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর সদস্যগণ লিখিত বা মৌখিক যেকোনোভাবে পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। মৌখিক উত্তরদানের জন্য প্রাপ্ত তারকাচিহ্নিত প্রশ্নসমূহ থেকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর অধিবেশনে মন্ত্রীরা সরাসরি দিয়ে থাকেন। বাকী প্রশ্নসমূহের উত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়। সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে এই প্রশ্নোত্তরের জন্য মোট সময়ের ২২.৪% সময় ব্যয়িত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নির্ধারিত কার্যদিবস ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানে ব্যয়িত সময়

এই সাতটি অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ১২ ঘন্টা যা মোট সময়ের ৩.৬ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী মোট ১৭ কার্যদিবস[৩৬] সরাসরি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ব্যয় করেন প্রায় ৯ ঘন্টা ৩৭ মিনিট।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার জন্য প্রায় ২ ঘন্টা ৪২ মিনিট সময় নেন। এই সাতটি অধিবেশনে মোট ৪৯ জন সংসদ সদস্য এই পর্বে অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে ৩৪ জন সরকারি দলের, ১০ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ৫ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ

প্রধানমন্ত্রীকে যে বিষয়গুলো নিয়ে সদস্যরা প্রশ্ন করেন তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছিলো বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কিত (৩৩%)। এ পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হলো প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার পরিবর্তে সংসদ নেতার বিভিন্ন কার্যক্রম ও তার অর্জন নিয়ে সদস্যদের আলোচনা।

[৩৬] বিস্তারিত পরিশিষ্ট -৪।

চিত্র ৫.১: প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ (দশম অধিবেশন) (শতকরা হার)

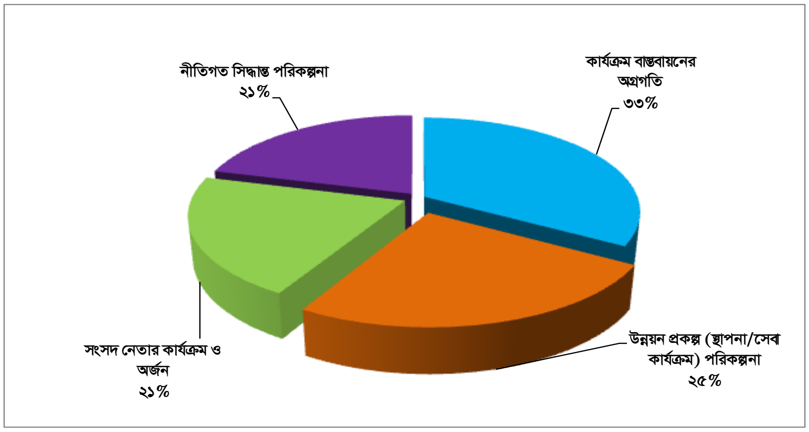

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে অসম্পূরক আলোচনা

সপ্তম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের জন্য পদক্ষেপ শীর্ষক আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত ইতিহাস জানাতে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় এমন সম্পূরক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি কোনো পদক্ষেপ সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনার পরিবর্তে দশম সংসদের বাইরের প্রতিপক্ষ দল এবং দলের নেতা সম্পর্কে বলেন, “একটা সময় ছিলো বঙ্গবন্ধুর নামও যেত না। কোনো কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হতো না। যারা এসব ঘটিয়েছে, তারাই ১৫ আগস্টে বিশাল কেক কেটে মিথ্যা জন্মদিন পালন করে। ১৫ আগস্ট যে কারও জন্মদিন হতে পারে। কিন্তু যার জন্মদিন ১৫ আগস্ট নয়, তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে মিথ্যা জন্মদিন পালন করে খুনিদের উৎসাহিতকরে ও স্বীকৃতি দিয়ে বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। যত বয়স, তত বড় বিশাল কেক কেটে উৎসব করে জন্মদিন পালন করেন। এটা এখনও পরিবর্তন হয়নি, সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তন হয়ে যাবে।”

নবম অধিবেশনে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়ে সম্পূরক আলোচনায় প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্যের অসম্পূরক প্রশ্ন, “জয় বাংলা দু'টি শব্দ এবং প্রথম শব্দটি নিয়ে আপনি (প্রধানমন্ত্রী) কী চিন্তাভাবনা করছেন? পুরুষের অধিকার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কী চিন্তাভাবনা করছেন?” প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নটিকে অসম্পূরক আখ্যায়িত করে প্রশ্নকর্তা সদস্যকে বলেন, “মুক্তিযুদ্ধের সময় এটাই ছিলো আমাদের কাছে সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ী স্লোগান। কাজেই এ শব্দটাকে ভাগ করার উপায় নেই। তবে আমি জানিনা, মাননীয় স্পিকার উনি (প্রশ্নকর্তা সদস্য) কী বলতে চেয়েছেন। জয় ভবিষ্যতে কী করবে, সেটা সম্পূর্ণ তার ওপরই নির্ভর করছে। সে জনগণের জন্য সেবা ও সাহায্য করছে। 'জয় বাংলা' স্লোগানের প্রেরণাই তাকে উদ্দীপ্ত করছে দেশের সেবা করতে।”

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময়

সপ্তম থেকে একাদশ অধিবেশনে ৬০টি কার্যদিবসে[৩৭] মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট প্রায় ৬৫ ঘন্টা সময় ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের প্রায় ১৮.৮ শতাংশ। যেখানে সদস্যরা প্রশ্ন করতে প্রায় ২০ ঘন্টা ৫০ মিনিট এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রায় ৩৬ ঘন্টা ৫৬ মিনিট সময় নেন।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ

সপ্তম থেকে একাদশ অধিবেশনে মোট ২০২ জন সদস্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছে মোট ৩৬৯টি মূল প্রশ্ন এবং ১১৪৮টি সম্পূরক প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন করেন। সরকারি দলের ১৫৯ জন, প্রধান বিরোধী দলের ৩০ জন এবং অন্যান্য বিরোধী ১৩ জন সদস্য মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

---

[৩৭] প্রাগুক্ত।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ

এই পাঁচটি অধিবেশনে সংসদ সদস্যরা মোট ৩৮টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রীদের কাছে সরাসরি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সড়ক পরিবহন ও সেতু সবচেয়ে বেশী (৩৩টি) প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট (৩২টি), স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (২৮টি) এবং বাকি ৩৪টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে কম উত্থাপিত হয়েছে।[৩৮]

কেস হিসেবে দশম অধিবেশনে মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মৌখিক উত্তরদানের জন্য সদস্যরা যেসকল প্রশ্নের নোটিশ প্রদান করেন সেগুলোর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের কাজের তদারকি করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা প্রতিফলিত হয়েছে।

চিত্র ৫.২ : মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্থাপিত প্রশ্নের বিষয়সমূহ (শতকরা হার)

(দশম অধিবেশনে মৌখিক উত্তরদানের জন্য উত্থাপিত তারকাচিহ্নিত প্রশ্নসমূহের ভিত্তিতে)

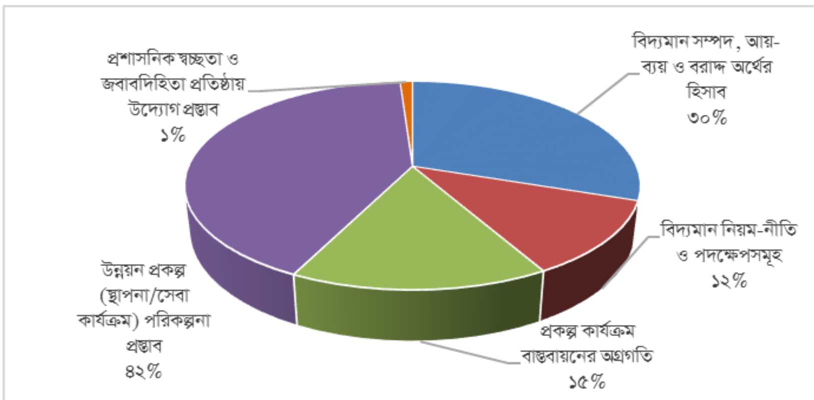

এক্ষেত্রে প্রশ্নের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উন্নয়ন প্রকল্প (সেবা/ স্থাপনা) পরিকল্পনা প্রস্তাব নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্ন ছিল সবচেয়ে বেশী (৪২%)। এছাড়া সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে বিদ্যমান সম্পদ, আয়-ব্যয় ও বরাদ্দ অর্থের হিসাব, বিদ্যমান নিয়ম-নীতি ও পদক্ষেপসমূহ, বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ প্রস্তাব করে সদস্যরা প্রশ্ন উত্থাপন করেন (চিত্র : ৫.২)।

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১ অনুযায়ী আলোচনা)

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত মোট আটটি কার্যদিবসে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই সাতটি অধিবেশনে মোট ৩৪টি নোটিস উত্থাপিত হয়, আলোচিত হয় ১৮টি, স্থগিত করা হয় ১৫টি এবং ১টি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়। আলোচিত ১৮টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৭টিই উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। দ্বাদশ অধিবেশনে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা"-র প্রস্তাবটি সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়।

[৩৮] বিস্তারিত- পরিশিষ্ট -৫।

চিত্র ৫.৩: উত্থাপিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের বিষয়সমূহ (শতকরা হার)

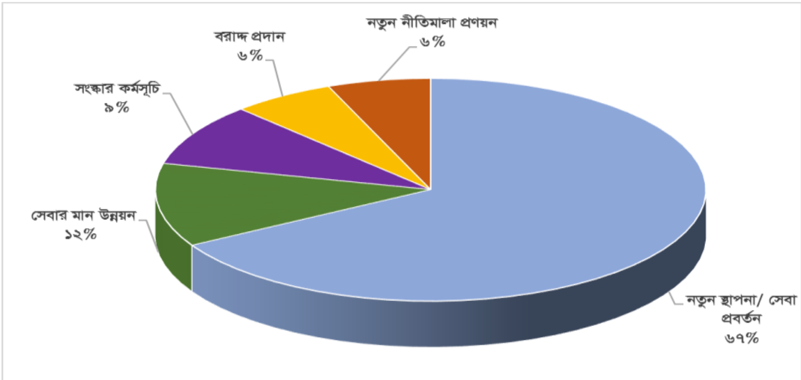

এই কার্যক্রমে সদস্যরা তাদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার চাহিদা এবং জাতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তের জন্য যেসকল প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার মধ্যে নতুন স্থাপনা/সেবা প্রবর্তনের প্রস্তাব সবচেয়ে বেশী (৬৭%)। এছাড়াও নতুন নীতিমালা প্রণয়ন, বিভিন্ন কার্যক্রমে বরাদ্দ প্রদান, সংস্কার কর্মসূচি এবং বিদ্যমান সেবার মান উন্নয়নে প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৫.৩) ।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহারের কারণ

প্রত্যাহৃত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক যেসব কারণ উল্লেখ করা হয় তা হল - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার ফলে পর্যায়ক্রমে সেগুলো বাস্তবায়িত হবে, একটি স্থানে একই রকম প্রতিষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কিছু প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন, পরবর্তীতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং বিগত সরকারের আমলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করে পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান ।

সাধারণ আলোচনা

বিধি ১৪৭ অনুযায়ী সাধারণ আলোচনায় ব্যয়িত সময়

এই সাতটি অধিবেশনে চারটি কার্যদিবসে প্রায় ১১ ঘন্টা ৪৯ মিনিট সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় যা মোট সময়ের প্রায় ৩.৪%। এই আলোচনায় ৪টি বিষয় নিয়ে সরকারি দলের মোট ৫৯ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বিরোধী দলের ৬ জন এবং অন্যান্য বিরোধী ৬ জন সদস্য এই পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু

সাধারণ আলোচনার বিষয়সমূহ ছিল-

- বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান **IRI**-এর এক জনমত জরিপে প্রকাশ পেয়েছে যে, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামীলীগের প্রতি জনসমর্থন বেড়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার গভীর প্রজ্ঞা, দূরদর্শীতা, সঠিক নেতৃত্ব, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও দেশ প্রেমের জন্য দেশে উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। দেশের জনগণের কাছে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা এবং আন্তর্জাতিকভাবে দেশের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে সংসদে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে চলতি বছর 'পলিসি লিডারসিপ' ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ, ২০১৫' এবং আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার (আইটিইউ) "আইসিটি টেকসই উন্নয়ন" পুরস্কার প্রাপ্ত হয়ে দেশ ও জাতির জন্য বিরল সম্মান অর্জন করায় জাতীয় সংসদে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে।
- গুলশানে হলি আর্টিজান, শোলাকিয়া ঈদ জামাত এবং মদিনা ও ফ্রান্সের নিস শহরে সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলায় নিন্দা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে নারী-পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্লানেট ফিফটি ফিফটি চ্যাম্পিয়ন এণ্ড এজেন্ট অব চেইঞ্জ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে দেশ ও জাতির জন্য বিরল সম্মান অর্জন করায় জাতীয় সংসদে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে।

আলোচনার বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, চারটির মধ্যে তিনটি প্রস্তাব (৭৫%) ছিল সরকার প্রধানকে তাঁর বিভিন্ন অর্জনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে।

চিত্র ৫.৪: সাধারণ আলোচনায় সদস্যদের ব্যয়িত সময় (শতকরা হার)

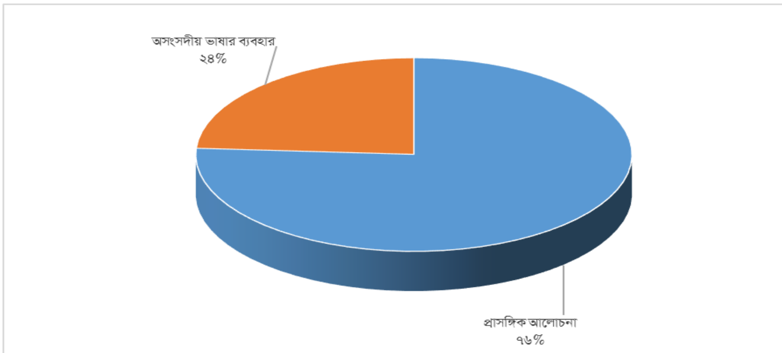

জরুরি জন-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিস

বিধি ৭১ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা

এই সাতটি অধিবেশনে কার্যপ্রণালী বিধি ৭১-এ মোট ১৫৭০টি নোটিস দেওয়া হয় যার মধ্যে ১২৩৬টি সরকারি দলের, ১৭১টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ১৬৩টি অন্যান্য বিরোধী সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। নোটিসগুলোর মধ্যে ৯০টি নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত হয় যার মধ্যে ৬৪টি সরকারি দলের, ২৩টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ৩টি অন্যান্য বিরোধী সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত। গৃহীত নোটিসের মধ্যে ৩২টি নোটিস ২৬ জন সদস্য কর্তৃক সংসদে আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। নোটিসের বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিস (৪টি করে) রেলপথ ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত।[৩৯]

উল্লেখ্য, যেসকল নোটিস গৃহীত হলেও সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণে সংসদে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়না সেগুলোর বিষয়বস্তু জানা সম্ভব হয় না।

গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সংসদ সদস্যরা প্রায় ১ ঘন্টা ৫৪ মিনিট এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা বিবৃতি দিতে প্রায় ২ ঘন্টা ৪৯ মিনিট সময় ব্যয় করেন। এ পর্বে সরকারি দলের ১৯ জন সদস্য, প্রধান বিরোধী দলের ৬ জন সদস্য এবং অন্যান্য বিরোধী ১ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বিধি ৭১ (ক) অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা

বিধি ৭১-এ উপস্থাপিত নোটিসের মধ্যে যেসকল নোটিস অধিবেশনে সরাসরি আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়নি এমন ১৪৮০টি নোটিসের মধ্যে মোট ৪৭৮টির ওপর মোট ১২২ জন সদস্য প্রায় ১৩ ঘন্টা ১২ মিনিট তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে ৯৮ জন সরকারি দলের সদস্য ৩৮৩টি নোটিস, ১৫ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ৪৮টি নোটিস এবং ৯ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য ৪৭টি নোটিস সম্পর্কে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নোটিসের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী (৮৫টি)।[৪০] উল্লেখ্য এই বিধিতে নোটিস সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবেও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করা হয়।

[৩৯] বিস্তারিত: পরিশিষ্ট ৭ ।

[৪০] বিস্তারিত- পরিশিষ্ট ৮।

অনির্ধারিত আলোচনায় ব্যয়িত সময়

অনির্ধারিত আলোচনায় এই সাতটি অধিবেশনে ৪৭ কার্যদিবসে প্রায় ১৬ ঘন্টা ৫১ মিনিট ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৪.৯ ভাগ। এই সময়ের মধ্যে ৭০ জন সদস্য প্রায় ১৪ ঘন্টা ৮৮টি বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনির্ধারিত আলোচনায় সরকারি দলের ৫২ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১৩ জন সদস্য এবং অন্যান্য বিরোধী ৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

অনির্ধারিত আলোচনার উল্লেখযোগ্য বিষয়

এই সাতটি অধিবেশনে অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়সমূহের মধ্যে সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়সমূহের ধরন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সমসাময়িক ঘটনা ও সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী (২৭%) আলোচনা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ধরনের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও সেবা কার্যক্রম; আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জননিরাপত্তা; সরকার ও সরকার প্রধানের জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা; বিভিন্ন ঘটনা, সংবাদ ও প্রতিবেদনের নিন্দা/প্রতিবাদ উল্লেখযোগ্য। (চিত্র:৫.৫)

চিত্র ৫.৫: অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়ের ধরনসমূহ (শতকরা হার)

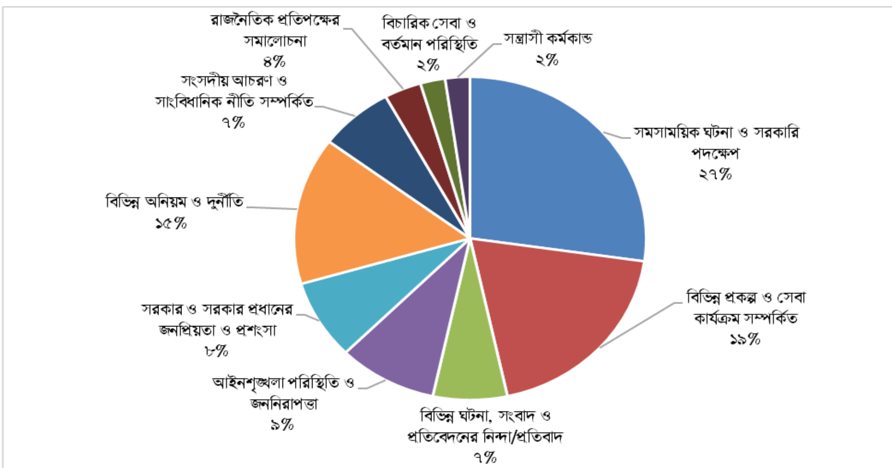

এ পর্বে আলোচনা করতে গিয়ে সমসাময়িক ঘটনা/বক্তব্য নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট আলোচনায় সংসদ সদস্যরা সংসদের প্রতিপক্ষ দল সম্পর্কে, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার অবতারণা করেন। বিধি লঙ্ঘন করে অধিবেশনে কোনো সংসদ সদস্য সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষায় বক্তব্য দিলেও স্পিকার এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেন নি।

মুলতবি প্রস্তাব

মূলতবি নোটিসের সংখ্যা

দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম, দশম, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধিবেশনে কোনো মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। অষ্টম অধিবেশনে পাঁচটি ও নবম অধিবেশনে একটি, একাদশ অধিবেশনে একটি প্রস্তাব ৩ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত নোটিসের বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির অনিয়ম ও দুর্নীতি; আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ এবং সেবার মান উন্নয়ন প্রসঙ্গে।

মূলতবি নোটিসের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী অন্য পর্বে আলোচনার সুযোগ থাকা, ইতোমধ্যে অন্য পর্বে আলোচনা হওয়ায় স্পিকার কর্তৃক নোটিসগুলো বাতিল[৪১] হয়ে যায়।

[৪১] বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিশিষ্ট - ৯

জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন চুক্তি ছাড়া সম্পাদিত সকল আন্তর্জাতক চুক্তি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণের সাংবিধানিক বিধান থাকলেও পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলোর মতই এ ধরনের কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। উল্লেখ্য, পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৫-১৬ সালে বিভিন্ন দেশের সাথে ৬০টি চুক্তি সম্পাদিত হয়।[৪২]

সারণি ৫.১: সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব

কার্যক্রম	মোট সদস্য	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী
বাজেট আলোচনা	২৪৮ (৭১%)	১৯৯ (৬৯%)	৩৫ (৮৮%)	১৪ (৭০%)
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	২১১ (৬০%)	১৬৯ (৫৮%)	২৯ (৭৩%)	১৩ (৬৫%)
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	২০২ (৫৮%)	১৫৯ (৫৫%)	৩০ (৭৫%)	১৩ (৬৮%)
জন-গুরুত্বপূর্ণ নোটিস (বিধি ৭১-ক)	১২২ (৩৫%)	৯৮ (৩৪%)	১৫ (৩৮%)	৯ (৪৭%)
অনির্ধারিত আলোচনা	৭০ (২০%)	৫২ (১৮%)	১৩ (৩৩%)	৫ (২৬%)
সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৭)	৫৯ (১৭%)	৪৭ (১৬%)	৬ (১৫%)	৬ (৩২%)
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	৪৯ (১৪%)	৩৪ (১২%)	১০ (২৫%)	৫ (২৬%)
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	৩৮ (১১%)	৩০ (১০%)	৪ (১০%)	৪ (২১%)
আইন প্রণয়ন (বাজেট ব্যতীত)	৩৮ (১১%)	২১ (৭%)	১৩ (৩৩%)	৪ (২১%)
জন-গুরুত্বপূর্ণ নোটিস (বিধি ৭১)	২৬ (৮%)	১৯ (৭%)	৬ (১৫%)	১ (৫%)

সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সদস্যরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন, নোটিস উপস্থাপন, জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন, সাধারণ আলোচনা, বাজেট আলোচনা, আইন প্রণয়ন পর্বগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। মোট **৩১২** জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোনো না কেনো পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে **৩৮** জন প্রধান বিরোধী দলের এবং **১৮** জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য এবং বাকিরা সরকার দলীয় সদস্য। সর্বোচ্চ **১০**টি পর্বে অংশ নিয়েছেন ২ জন সদস্য[৪৩]। স্পিকার ব্যতিত মোট **৩৭** জন সদস্য (প্রায় **১১**%) কোন পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি। উল্লেখ্য এদের মধ্যে ৩২% সদস্য শতকরা ৫০ ভাগ কার্যদিবসের বেশী সময় উপস্থিত থাকলেও আলোচনা পর্বসমূহে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়নি।

জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় কমিটি ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ৭৬ ধারায়[৪৪] এবং কার্যপ্রণালী বিধিতে[৪৫] সংসদ সদস্যদের নিয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। দেশের নির্বাহী ও আইন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র তৈরিতে সংসদীয় কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কমিটিগুলো সংসদের পক্ষে নির্বাহী বিভাগের কাজের যেমন পর্যালোচনা করে তেমনি প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে সুপারিশ প্রদান করতে পারে। একটি দেশের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা যত বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর, সে দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র তত বেশি গতিশীল ও কার্যকর।

কার্যপ্রণালী বিধি[৪৬] অনুযায়ী কমিটির কাজ হচ্ছে:

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা;
(খ) মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যলোচনা করা;
(গ) মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা;
(ঘ) কমিটি যথোপযুক্ত মনে করলে এর আওতাধীন যেকোনো বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ করা;
(ঙ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

[৪২] বিস্তারিত: পরিশিষ্ট ১৮
[৪৩] বাংলাদেশ আসন: ১২৯ (অন্যান্য বিরোধী) ও ১৫৩ (প্রধান বিরোধী)
[৪৪] অনুচ্ছেদ ৭৬(১); *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*।
[৪৫] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, অনুচ্ছেদ ১৮৭-২৬৬।
[৪৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ২৪৮।

সংবিধান[৪৭] ও কার্যপ্রণালী বিধি[৪৮] অনুযায়ী কমিটির ক্ষমতা ও এখতিয়ার নিম্নরূপঃ

- কমিটি সুপারিশ করতে পারে; কিন্তু তা বাস্তবায়িত না হলে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার এখতিয়ার নেই।
- কমিটি যে কোনো নথি চেয়ে পাঠানো বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করার ক্ষমতা রাখে; কিন্তু নথি না পাঠালে বা তলবকৃত ব্যক্তি উপস্থিত না হলে তাকে বাধ্য করার এখতিয়ার নেই।
- কমিটির নিজস্ব কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে।
- কমিটি প্রয়োজন বোধে যে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।
- সংসদের কমিটিতে কিছু বলা বা ভোট দানের জন্য কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।
- সংসদ আইনের দ্বারা কমিটিতে সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ের অধীন করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করার ক্ষমতা দিতে পারে[৪৯]।

সংসদীয় কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতার প্রেক্ষিতে কমিটির সফলতা যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলো হচ্ছে - কমিটির গঠন, সভা, কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির সুপারিশ ও সুপারিশ বাস্তবায়ন, কমিটির প্রতিবেদন, আলোচনার বিষয়বস্তু ইত্যাদি। দশম সংসদে মোট ৫০টি কমিটি রয়েছে।

সংসদীয় কমিটির গঠন

সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে সরকার দলীয় হুইপ কমিটির সভাপতি ও সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন যা অধিবেশনে কণ্ঠভোটে পাস হয়। দশম সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত কমিটি পুনর্গঠনের মাধ্যমে একজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্যকে[৫০] সভাপতি করা হয়েছে। তবে কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা হয়েছে। কমিটির সদস্য নির্বাচনের সময় তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা দেখা হয় না। কমিটির সভাপতি ও সদস্য নির্বাচনে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের এবং দলীয় প্রধানের প্রাধান্য লক্ষণীয়।[৫১] হলফনামার তথ্য অনুযায়ী নয়টি কমিটিতে[৫২] সদস্যদের কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা দেখা যায় যা কার্যপ্রণালী বিধির লঙ্ঘন।

কমিটির কার্যক্রম

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটির মাসে অন্তত একটি সভায় মিলিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে[৫৩]। দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন চলাকালীন বিধি অনুযায়ী ৫০টি কমিটির ৭৫০টি সভা করার নিয়ম থাকলেও ৪৭টি কমিটি মোট ৩৩৭টি সভা করে। এর মধ্যে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ২২টি সভা করে। উল্লেখ্য কেবল দুইটি কমিটি বিধি অনুযায়ী মাসে একটি বা তার বেশী সংখ্যক, ২৪টি (৪৮%) কমিটি গড়ে দুই মাসে একটি করে সভা করে। তিনটি কমিটি কোনো সভা করেনি।[৫৪] (চিত্র- ৫.৬)

---

[৪৭] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬ (২), ৭৮ (৩)।

[৪৮] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ২০৩, ২১৩ ও ২৪৮।

[৪৯] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬ (৩)।

[৫০] বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

[৫১] আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, *বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।

[৫২] বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়,ধর্ম মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কামিটি।

[৫৩] *কার্যপ্রণালী বিধির* ২৪৮ বিধি অনুযায়ী।

[৫৪] বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি, কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত কমিটি ও পিটিশন কমিটি। বিস্তারিত - পরিশিষ্ট ১০

চিত্র ৫.৬ : সংসদীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠান (কমিটির সংখ্যা)

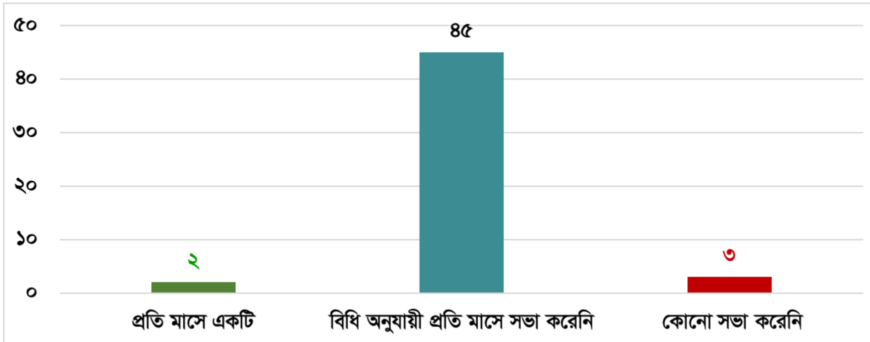

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়

এই সাতটি অধিবেশন চলাকালীন মোট নয়টি কমিটির নয়টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যার মধ্যে সাতটি কমিটির ক্ষেত্রেই এগুলো তাদের প্রথম প্রতিবেদন। প্রকাশিত ১০টি প্রতিবেদন অনুযায়ী কমিটি সভায় সদস্যদের সার্বিক গড় উপস্থিতি প্রায় ৬৫%; সর্বনিম্ন ৩০% ও সর্বোচ্চ ১০০% (৩টি কমিটির[৫৫] ৩টি সভায়)। বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ পর্যবেক্ষণ করে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত সুপারিশ পাওয়া যায় -

- চিড়িয়াখানা ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্ত করে প্রতিবেদন দেবার জন্য কমিটি গঠন[৫৬]
- সরকারি ৮টি দুগ্ধ খামারে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম এবং খামারগুলোকে লাভজনক করার ক্ষেত্রে সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য কমিটি গঠন[৫৭]
- নকল ঔষধ উৎপাদনকারী, অনুমোদনকারী এবং বিক্রয়কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ[৫৮]
- সুনির্দিষ্ট কিছু ঔষধ কোম্পানি নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রুপের ঔষধ উৎপাদন করতে পারবে না[৫৯]
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নয় এমন কাউকে প্রকল্পের টাকায় বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ না দেওয়ার সুপারিশ[৬০]
- পঁচা গম আমাদনি করায় দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে শত কোটি টাকা আদায় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করার সুপারিশ[৬১]
- গাজীপুরের কালিয়াকৈর এলাকায় বন ধ্বংসকারী চেক স্টেশন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ[৬২]
- যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খেলাপী হওয়ার আশঙ্কা আছে তাদেরকে ঋণ প্রদান না করার সুপারিশ[৬৩]
- সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগসাজসে হলমার্ক গ্রুপ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থ লোপাট, অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছিল সেসকল জড়িত ব্যক্তিদের তালিকা এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ[৬৪]

উল্লেখ্য ওয়াসা এবং সিটি করর্পোরেশনের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্বন্ধে দাখিলকৃত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন কমিটি প্রতাখ্যান করে পুনরায় তদন্ত সাপেক্ষে সঠিক প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সুপারিশ করে। কারণ যে ধরনের অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে তার সাথে প্রতিবেদনের তথ্যের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়নি।[৬৫]

---

[৫৫] নৌ-পরিবহন, শিক্ষা এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি
[৫৬] মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- পঞ্চম বৈঠক (প্রথম প্রতিবেদন)
[৫৭] মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- নবম বৈঠক (প্রথম প্রতিবেদন)
[৫৮] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক যুগান্তর, ২১ এপ্রিল ২০১৬
[৫৯] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক যুগান্তর, ১৩ মে ২০১৬
[৬০] কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক যুগান্তর, ১১ মার্চ ২০১৬
[৬১] খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক যুগান্তর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৬২] বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০১৬
[৬৩] সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি - ১৮তম বৈঠক (দ্বিতীয় প্রতিবেদন)
[৬৪] প্রাগুক্ত
[৬৫] স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক সমকাল, ৬ আগস্ট ২০১৫

চিত্র ৫.৭: স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের শতকরা হার

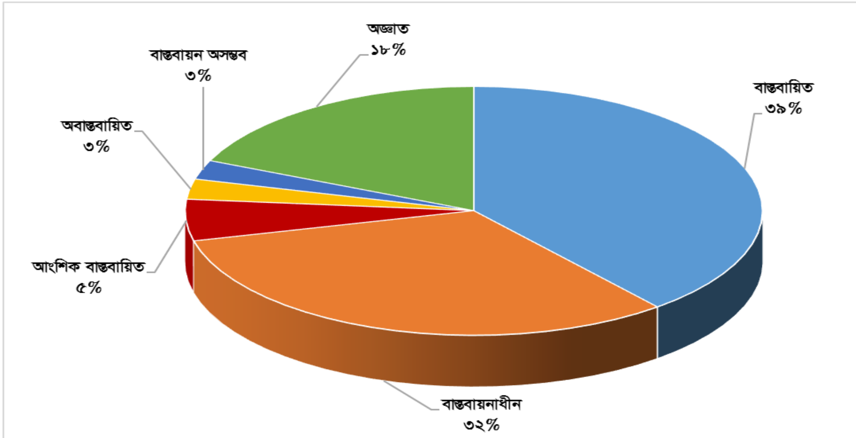

(প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী)

কমিটিসমূহের সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা বা বাধ্যবাধকতা না থাকা কমিটির কার্যকরতায় সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে। গবেষণায় উল্লেখিত অধিবেশনের সময়ে যে দশটি কমিটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয় তার তথ্য অনুযায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশের মধ্যে ৩৯% বাস্তবায়িত হয়েছে (চিত্র ৫.৭)। বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তমূহের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৩৩% সুপারিশ ছিলো পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা সম্পর্কিত (চিত্র - ৫.৮)।

চিত্র ৫.৮: স্থায়ী কমিটির বাস্তবায়িত সুপারিশসমূহের বিষয় বিশ্লেষণ (শতকরা হার)

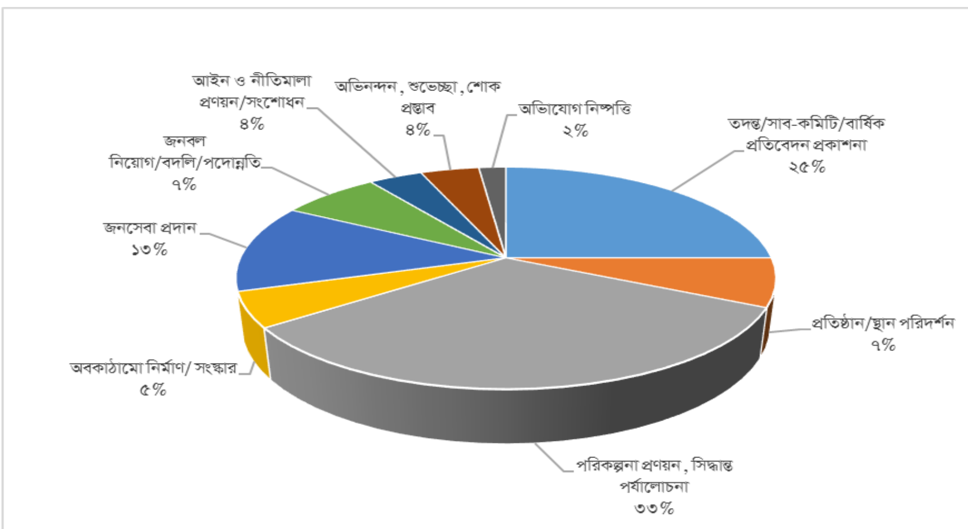

(প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী)

উল্লেখ্য, স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়না।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ ও আলোচনা

সংবিধানের ৭৩ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক ইংরেজি বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে লিখিত ভাষণ প্রদান করেন। সেই প্রথা অনুযায়ী দশম জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশনের প্রথম কার্যদিবসে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মহান সংসদে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ৩৮ মিনিট ভাষণ দেন। তিনি যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন সেগুলো হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, জঙ্গিবাদ দমন, সরকারের সার্বিক সাফল্য, সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১ অর্জনে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দেশে আইনের শাসন সুসংহত ও সমুন্নত রাখার সর্বাত্মক উদ্যোগ ও সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ, জাতির পিতা ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারী পলাতক খুনিদের আইনের আওতায় আনার প্রচেষ্টা, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা ও হত্যা মামলার চলমান বিচার কার্যক্রম, সম্প্রতি বিচারিক আদালত কর্তৃক বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্রুততম সময়ে সিলেটের চাঞ্চল্যকর শিশু হত্যা মামলা এবং খুলনার শিশু রাকিব হত্যা মামলার বিচার, দেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য-বিনিয়োগ, খাদ্য-কৃষি, পরিবেশ-জলবায়ু, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতে সরকারের কার্যক্রম ও সাফল্য ইত্যাদি তিনি তার বক্তব্যে তুলে ধরেন।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় ব্যয়িত সময়

কার্যপ্রণালী বিধি ৩৪(২) অনুযায়ী সদস্যগণ ধন্যবাদ প্রস্তাবের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ভাষণে উল্লেখিত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের দিক-নির্দেশনা সরকারকে নতুন পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করে। দশম জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনার জন্য ২১১ জন সংসদ সদস্য প্রায় ৫৪ ঘন্টা ২৪ মিনিট বক্তব্য রাখেন যা মোট সময়ের ১৫.৭%। সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের ১৬৯ জন, প্রধান বিরোধী দলের ২৯ জন এবং অন্যান্য বিরোধী ১৩ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যে হাউজ অব কমন্সে রাণীর ভাষণে উপস্থাপিত বিষয়ভিত্তিক দিক-নির্দেশনা নিয়ে সদস্যরা নির্ধারিত অধিবেশনের দিনগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করে থাকে।

চিত্র ৫.৪: আলোচনায় সদস্যদের ব্যয়িত সময় (শতকরা হার)

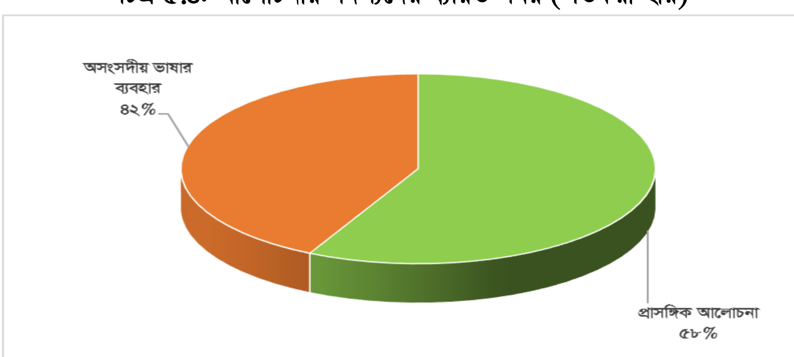

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে সংসদ নেতার বক্তব্য

সংসদ-নেতা ও প্রধানমন্ত্রী সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর বক্তব্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। বক্তব্যের প্রথমে তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবকে সমর্থনসহ মহামাণ্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠায় তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য যে দীর্ঘ লড়াই তার ইতিহাস তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী তার সমাপনী বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কৃষি,

বিদ্যুৎ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, স্বাস্থ্য সেবা, রাস্তাঘাট, পুল, ব্রীজের উন্নয়নের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি ২০২১ সালে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার আশা ব্যাক্ত করেন।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্য

বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর বক্তব্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল মঙ্গা মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্সের ভূমিকা, খাদ্যে ভেজালকারিদের শাস্তির ব্যবস্থা, অবিলম্বে তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলে সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং অবিলম্বে ঘোষিত ময়মনসিংহ বিভাগের কার্যক্রম শুরু করা ইত্যাদি।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও আলোচনা করতে গিয়ে সংসদ নেতা এবং বিরোধীদলীয় নেতা উভয়ে প্রায় একই রকম প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন।

এই আলোচনা পর্বে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ ছাড়া সদস্যদের বক্তব্য জুড়ে প্রাধান্য পেয়েছে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার (কটুক্তি, আক্রমণাত্মক ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার এবং অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের ব্যর্থতা। সদস্যরা সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে ১৫৭৯ বার এবং সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষকে নিয়ে ২৬৫ বার অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেন।

সদস্যদের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয় সংশ্লিষ্ট দিক নির্দেশনা নিয়ে সদস্যদের বক্তব্যে নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনার প্রস্তাব উত্থাপন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ লক্ষণীয়[৬৬]। বিরোধী দল কর্তৃক কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান ও কার্যক্রম নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা করতেও দেখা যায়[৬৭]।

[৬৬] বিস্তারিত পরিশিষ্ট - ১৪

[৬৭] বিস্তারিত পরিশিষ্ট -১৪

সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা: স্পিকারের ভূমিকা ও সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার

জাতীয় সংসদের অভিভাবক বা নির্বাহী প্রধান বা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন স্পিকার। সংসদকে কার্যকর করতে স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতি মন্ডলীর সদস্যদের নির্বাচন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপ:

- সংসদ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করা[৬৮]
- অধিবেশন চলাকালে সংসদ গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা[৬৯]
- কোনো সদস্য গুরুতর বিশৃঙ্খল আচরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অবিলম্বে সংসদ ত্যাগ করতে আদেশ দেওয়া[৭০]
- বারবার ও ইচ্ছাকৃতভাবে সংসদের কাজে কোনো সদস্য বাধা সৃষ্টি করে বিধিসমূহের অপব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের নাম হাউজে ভোটের মাধ্যমে অধিবেশনের অনধিক অবশিষ্ট সময়ের জন্য সংসদ থেকে বহিস্কার করা[৭১]
- সকল বৈধতার প্রশ্নের নিষ্পত্তি করা[৭২]
- সংসদে বিভিন্ন বিতর্কে অবমাননাকর বা অশোভন বা সংসদ রীতি বিরোধী বা অমর্যাদাকর সকল শব্দ নিজ ক্ষমতাবলে বাতিল করা[৭৩]

বর্ণিত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে জাতীয় সংসদের স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত কাজগুলো ছাড়াও স্পিকার আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন; যেমন- ভোটের সময় উভয় পক্ষের ভোট সমান হলে স্পিকার কাস্টিং ভোট প্রদান করেন, তাঁর সিদ্ধান্ত বলবৎ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা তিনি রাখেন। মূলত অধিবেশন কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়টি স্পিকার লক্ষ রাখেন এবং বিধি অনুযায়ী বিশেষ ক্ষমতাবলে সংসদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন।

সংসদের সভাপতিত্ব

দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে স্পিকার ১৯৯ ঘন্টা ৩৫ মিনিট (৫৮%), ডেপুটি স্পিকার ১৩৫ ঘন্টা ৪২ মিনিট (৩৯%) ও সভাপতি প্যানেলের সদস্যরা ১০ ঘন্টা ৩৮ মিনিট (৩%) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[৭৪]

সংসদে সদস্যদের আচরণ ও স্পিকারের ভূমিকা

সংসদ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বে সংসদ সদস্যরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাইরে গিয়ে অসংসদীয় ভাষার[৭৫] (আক্রমণাত্মক, কটু ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার হতে দেখা যায়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ও বাজেট আলোচনার ক্ষেত্রে সংসদের বাইরের ও ভিতরের প্রতিপক্ষ

---

[৬৮] বিধি ১৩
[৬৯] বিধি ১৪ (২,৩); বিধি ৩০৩
[৭০] বিধি ১৫
[৭১] বিধি ১৬
[৭২] বিধি ১৪ (৪)
[৭৩] বিধ ৩০৩
[৭৪] পরিশিষ্ট - ১২
[৭৫] পরিশিষ্ট - ১৫

সম্পর্কে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন ও বিগত সরকারের ব্যর্থতার অবতারণার সময় এই অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। অন্যান্য পর্বে সদস্যদের জন্য বরাদ্দ সময় কম থাকায় সেখানে অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম।

সংসদ অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। বিগত প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের মতো ঘটনা দশম সংসদে ঘটেনি। কিন্তু কার্যপ্রণালী বিধি ২৭০ এর ৬ উপবিধি লঙ্ঘন করে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন আলোচনা পর্বে সদস্যগণ মোট সময়ের ১৫% অসংসদীয় ভাষার ব্যবহারে ব্যয় করেন । সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতা এবং সদস্যরা সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করলেও স্পিকার অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের আলোচনার সময় তাঁর নীরব ভূমিকা দেখা যায়। সংসদীয় কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বের আলোচনায় সদস্যরা ৪৩৩ বার সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষকে নিয়ে এবং ২১০১ বার সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে অসংসদীয় ভাষার অবতারণা করেন।[৭৬]

পয়েন্ট অর্ডারে প্রধান বিরোধী দলীয় একজন সদস্যের কিছু স্পর্শকাতর বক্তব্য এবং বাজেট আলোচনায় সরকার দলীয় একজন সদস্যের বক্তব্যের শব্দ এক্সপাঞ্জ করা হয় -

- *“প্রধানমন্ত্রী তো ’নীলকণ্ঠ’- উনি বিষ খেয়েও হজম করতে পারেন; তাই সব হজম করে উনাদের (জাসদ) সংসদে এনেছেন। আজ যারা গুম-খুন করে চলেছেন, একসময় তাদেরও না সংসদে নিয়ে আসেন।”*
- “সংসদে প্রথম সারির কোনো মন্ত্রী নেই। একজন আছেন রাশেদ খান মেনন, তিনি তো *ভেজাইল্লা*।

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে অন্যান্য বিরোধী সদস্যের বক্তব্য “অষ্টম পে-স্কেলের বিরোধিতাপূর্বক কর্মবিরতি পালন ও শিক্ষক সমিতি কর্তৃক বৃহত্তর আন্দোলনের ডাকের প্রেক্ষিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অযাচিতভাবে তাঁর স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জ্ঞানের অভাবেই এই আন্দোলন। ... . এই শিক্ষকরাই জাতি গঠনের উষালগ্নে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদেও ছাত্রসমাজকে শানিত করেছিলেন। তখন দেশ-প্রেমিক না হয়ে শুধু জ্ঞানী হলে নিশ্চয়ই তারা শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে আমলাগিরি করতেন। যে জাতি শিক্ষকদের মর্যাদা দিতে পারেনা, তাদের মেধার বিকাশ কোনোদিনই ঘটবে না।” -এর প্রেক্ষিতে মাননীয় স্পিকারকে সাবধান বাণী *(পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে কারও বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বক্তব্য প্রদান কার্যপ্রণালী বিধি পরিপন্থী)* উল্লেখ করতে দেখা যায়। তবে অধিবেশন চলাকালীন গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ২৬৭ বিধির ২, ৪, ৮ উপবিধির ব্যত্যয় দেখা যায় -

- সদস্যদের নিজ নিজ আসন ছেড়ে অন্য আসনে অবস্থান নিয়ে অন্য সদস্যদের সাথে কথা বলা
- অনেক সদস্যের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে দু'জনে এবং ছোট ছোট গ্রুপে (তিন-পাঁচ জনের) কথা বলা
- সদস্যদের সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা করা
- কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালীন তাঁর নিকটবর্তী আসনের সদস্যগণ কর্তৃক নিজ আসনে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলা

অধিবেশনে সদস্যদের অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার রোধ করার ক্ষেত্রে রুলিং প্রদান করতে দেখা যায়নি। তবে নবম অধিবেশনে সদস্যদের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বারবার প্রশ্ন স্থানান্তর করায় এবং শেষ পর্যন্ত উত্তর না দেওয়ায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্পিকার রুলিং দিয়ে বলেন, “মন্ত্রীদের কাছে যদি কোনো প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দেওয়ার জন্য তথ্য না থাকে, বা উত্তর দিতে প্রস্তুত না থাকেন, তাহলে কার্যপ্রণালী বিধির ৫২ অনুযায়ী পরবর্তী নির্ধারিত দিনে উত্তর দেওয়ার জন্য রাখতে পারেন। তাই সব মন্ত্রণালয়কে কার্যপ্রণালী বিধি অনুসরণ করে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বিষয়ে অধিক যত্নবান এবং মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে।” সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের প্রসঙ্গে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের সদস্যদের অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারের প্রেক্ষিতে স্পিকারের প্রত্যাশিত ভূমিকার ঘাটতি দেখা যায়। স্পিকারের দায়িত্ব অধিবেশন চলাকালে সংসদ গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষণীয় ।

[৭৬] বিস্তারিত দেখতে পরিশিষ্ট ১৭

বাংলাদেশের জনগণের প্রায় অর্ধেক নারী। রাষ্ট্র পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীর এই অংশের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব, মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিস, আইন প্রণয়ন ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়।

দশম সংসদের একাদশ অধিবেশন পর্যন্ত সংরক্ষিত ৫০টি আসনসহ নারী সদস্যের সংখ্যা ৭১ জন। উল্লেখ্য সংসদে সংরক্ষিত ৫০টি আসন সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হয়। এক্ষেত্রে বর্তমানে আওয়ামী লীগের ৪২টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির ৬টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির ১টি এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ১টি আসনে সংরক্ষিত নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রী পরিষদে ৫ জন সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন।

সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্য

দশম সংসদে মোট ৫০টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৪৭টি কমিটিতে মোট ৯৩ জন নারী সদস্য রয়েছে (স্পিকার ব্যতিত), যাদের মধ্যে ১১ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। একটি কমিটিতে[৭৭] কোন নারী সদস্য নেই। এছাড়া আটটি কমিটির সভাপতি হিসেবে নারী সদস্য মনোনীত হয়েছেন। উল্লেখ্য, চারটি কমিটির[৭৮] সভাপতি পদাধিকার বলে মাননীয় স্পিকার।

নারী সদস্যদের উপস্থিতি

দশম সংসদে সপ্তম থেকে একাদশ অধিবেশনে প্রায় ৬১ শতাংশ নারী মোট কার্যদিবসের ৭৫% এর বেশী কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। (চিত্র - ৮.১)

চিত্র: ৮.১ নারী সদস্যদের উপস্থিতির শতকরা হার

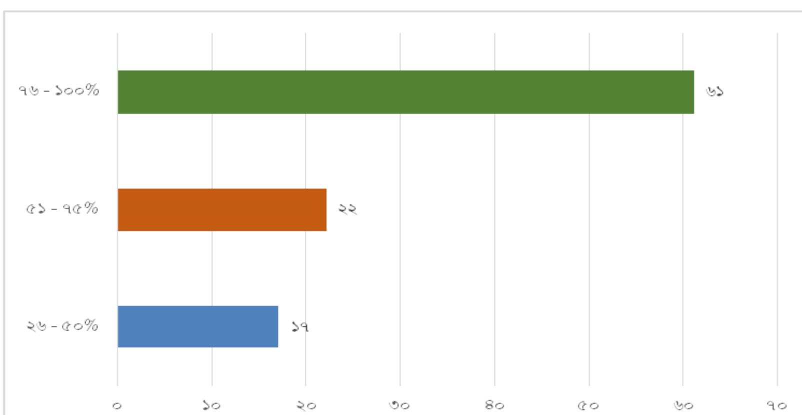

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়

[৭৭] সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

[৭৮] কার্য উপদেষ্টা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পিটিশন কমিটি।

প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সাতজন নারী সদস্য (তিনজন সংরক্ষিত আসন) ১৮টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৪২ জন নারী সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন যার অধিকাংশই (৩২ জন) সংরক্ষিত আসনের সদস্য। ৭৪টি মূল প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রশ্ন ছিল সর্বোচ্চ (৭টি) সংখ্যক।

আইন প্রণয়নে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ

আইন প্রণয়ন জাতীয় সংসদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ যা সংসদের সদস্যদের পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়াই বাঞ্ছণীয়। দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে চারজন নারী সদস্য (৩ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য) বিলের ওপর আপত্তি, জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব দেন যেখানে তারা প্রায় ২ ঘন্টা ১৬ মিনিট সময় নেন।

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনায় নারী সদস্যের অংশগ্রহণ

৭১ বিধিতে আটজন নারী সদস্য (সংরক্ষিত আসন) ১৪টি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনা করেন। তবে ৭১-ক বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৩৩ জন নারী সদস্য (২৮ জন সংরক্ষিত আসন) ১১৭টি নোটিসের (১১১টি সরকারি, ৬টি প্রধান বিরোধী) ওপর আলোচনায় অংশ নেন। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রশ্ন ছিল সর্বোচ্চ (১৬টি করে) সংখ্যক।

অন্যান্য কার্যক্রম

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট ৫০ জন নারী সদস্য বক্তব্য রাখার সুযোগ পান। এদের মধ্যে সংরক্ষিত আসনের সদস্য ৪১ জন। এই পর্বের আলোচনায় সদস্যরা প্রায় ১২ ঘন্টা ২৫ মিনিট সময় বক্তব্য দেন যেখানে ৪০% সময় অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারে ব্যয় করেন। মূল বাজেট আলোচনায় ৫৬ জন (৩৯ জন সংরক্ষিত আসন) নারী সদস্য বক্তব্য রাখেন যেখানে প্রায় ১৪% সময় অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারে ব্যয় করেন। এছাড়া অনির্ধারিত আলোচনায় ১০ জন নারী সদস্য (দুইজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য) অংশ নেন। সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের আলোচনায় নয়জন নারী সদস্য অংশ নেন যাদের সকলেই সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য। সাধারণ আলোচনা পর্বে ১০ জন নারী সদস্য (পাঁচজন সংরক্ষিত আসন) অংশ নেন। সার্বিকভাবে সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ নিম্নে সারণিতে একনজরে দেখানো হলো -

সারণি ৮.১ : সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ

নির্দেশক	নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ
মোট নারী সদস্য	৭১ জন (২০%) সংরক্ষিত আসনে মনোনীত ৫০ জন
উপস্থিতি	৬১% নারী মোট সময়ের তিন-চতুর্থাংশের বেশী কার্যদিবসে উপস্থিত
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	৭ জন (১০%) সদস্যের অংশগ্রহণ; ২৩ মিনিট; ১৮টি প্রশ্ন উত্থাপন
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	মোট ৪২ জন (৫৯%) সদস্যের অংশগ্রহণ, মূল প্রশ্নের মধ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রশ্ন সর্বোচ্চ (৭টি)
৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্ব	৮ জন (১১%) সদস্য কর্তৃক ৯টি নোটিস আলোচনা
৭১-ক বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্ব	৩৩ জন সদস্য (৪৬%) কর্তৃক ১১৭টি নোটিস উত্থাপন (সর্বোচ্চ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রশ্ন ছিল সর্বোচ্চ)
আইন প্রণয়ন	বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাবে মোট ৪ জন (৭%) সদস্যের অংশগ্রহণ (৩ জন সংরক্ষিত নারী আসন)

বাজেট আলোচনা	মূল বাজেটের ওপর আলোচনা করেন ৫৬ জন (৭৯%)
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	মোট ৫৯ জন (৮৩%) সদস্য বক্তব্য দেন
সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণ	৪৭টি কমিটিতে স্পিকার, সংসদ নেতা ও বিরোধী দলের নেতা ব্যতিত মোট ৬৮ জন নারী সদস্য (৯ জন প্রধান বিরোধী দলের); ১টি কমিটিতে (সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত) নারী সদস্য নেই, ৮টি কমিটির সভাপতি নারী (৪টি কমিটিতে স্পিকার পদাধিকারবলে সভাপতি)

আলোচনা পর্বের কোনো না কোনো পর্বে স্পিকার ব্যতিত মোট ৬৫ জন নারী সদস্য (৪৭ জন সংরক্ষিত আসন, নয়জন প্রধান বিরোধী) অংশগ্রহণ করেন। সর্বোচ্চ আটটি পর্বে দুইজন নারী সদস্য (নির্বাচিত ও সরকারি দল) অংশ নেন। নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় নারী সদস্যদের ভূমিকা এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। আইন প্রণয়নসহ সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ সীমিত পর্যায়ের। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ও বাজেট আলোচনায় নারী সদস্যরা তুলনামূলকভাবে অধিক অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন পর্বের আলোচনায় অন্যান্য সদস্যদের মতো নারী সদস্যদের অশালীন ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারের[৭৯] ক্ষেত্রেও স্পিকারকে নীরব ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

[৭৯] পরিশিষ্ট -১৫

উপসংহার ও সুপারিশমালা

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার প্রেক্ষিতে একটি সংকটময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাঝে নবম সংসদের পাঁচ বছর পূর্তির পূর্বে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার শরীক দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (৮১%) ভিত্তিতে সরকার গঠন করে। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলেও সরকারের মন্ত্রীসভায় প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করা এবং সরকার দলের নেতা ও জ্যেষ্ঠ সদস্যদের পক্ষ থেকেও তাদের এই সহাবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে অনুমোদন দেওয়ায় প্রধান বিরোধী দলকে নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে প্রথম থেকেই। নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠন থেকে শুরু করে দশম সংসদের প্রায় তিন বছরের কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দলের বিতর্কিত অবস্থানের কারণে তাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। সংসদীয় কার্যক্রমে সরকার দলীয় সদস্যদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটকে নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার, সরকারে তাদের দ্বৈত অবস্থান উল্লেখযোগ্য। আইন প্রণয়ণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্বে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে আলোচনা করা, প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় ওয়াকআউটের মতো সিদ্ধান্ত নিলেও তাদের প্রস্তাবসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতে দেখা যায় না। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আর্থিক অনিয়ম নিয়ে সরকারের দৃষ্টি অকর্ষণ করতে দেখা যায়[৮০]। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে যথেষ্ট সময় না দেওয়ায় প্রধান বিরোধী সদস্যদের ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে দেখা যায়, *"আমরা সরকার বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নই। আমাদের কথা বলতে দিতে হবে। অন্যথায় আগেই বলে দেবেন - কোনো কিছুই বলবো না। কথা বলতেই সংসদে আসি। কথা বলা যদি বন্ধ করতে বলেন, তাহলে সংসদে এসে হাজিরা দিয়ে চলে যাব। মন্ত্রীরা যখন পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়ান, তখন তাঁরা তো দীর্ঘ সময় কথা বলার সুযোগ পান।"*

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদে সংসদীয় কার্যক্রমের নির্দেশক পর্যবেক্ষণে অধিবেশনের গড় বৈঠককাল তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি, আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা হার পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি, প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট কিছুটা হ্রাস, বিরোধী দলের সংসদ বর্জন না করা করা এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে পূর্বের অধিবেশনগুলোর তুলনায় বিরোধী দলের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, বিরোধী দল কর্তৃক সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনার মতো কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। আইন প্রণয়নে মোট সময় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেলেও আইন প্রতি ব্যয়িত গড় সময়ের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য নয়। অন্যদিকে সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের আচরণে বিধির ব্যত্যয়, অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি; অন্যান্য পর্বে (অনির্ধারিত আলোচনা, বাজেট ও রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা) সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আলোচিত হত্যাকান্ড, জঙ্গী অপতৎপরতা, আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ক আলোচনা করা হলেও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্বে উক্ত বিষয়সমূহ উত্থাপন করে আলোচিত না হওয়া (*অধিবেশনে উত্থাপিত নোটিস পর্যবেক্ষণ করে*); আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সদস্যদের আলোচনার জন্য উপস্থাপিত না হওয়া; আইন প্রণয়ন পর্বে সদস্যদের (বিশেষ করে সরকারি দল) কম অংশগ্রহণ; আইন প্রণয়নে জনমত গ্রহণের বিদ্যমান পদ্ধতিগুলোর কার্যকরতার ঘাটতির ফলে জন অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত; সংসদীয় কার্যক্রমের আইন প্রণয়ন ও প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ এবং সদস্যদের সংশ্লিষ্ট কমিটি সম্পর্কিত ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা, বিধি অনুযায়ী কমিটি সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা ও বাধ্যবাধকতা না থাকা, সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত (সংসদের কার্যবিবরণী) ও কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যের (কমিটি প্রতিবেদন) উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি চ্যালেঞ্জসমূহ লক্ষণীয়।

[৮০] পরিশিষ্ট - ১৬

সারণি ১০.১: অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের তুলনামূলক একটি বিশ্লেষণ দেওয়া হল

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (২০০১ - ২০০৫)	নবম সংসদ (২০০৯ - ২০১৩)	দশম সংসদ (২০১৪ - চলমান)
মোট কার্যদিবস	১১১ দিন	১৪৮ দিন	১০৩ দিন
মোট বৈঠককাল	৩৪৯ ঘন্টা ৪৬ মিনিট	৪৬১ ঘন্টা ৫৫ মিনিট	৩৪৫ ঘন্টা ৫৫ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল	৩ ঘন্টা ৯ মিনিট	৩ ঘন্টা ৭ মিনিট	৩ ঘন্টা ২২ মিনিট
অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার	৬৫৪ *(সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে)*	২৩৩ বার *(সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে)*	৪৩৩ বার *(সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে)* ২১০১ বার *(সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সম্পর্কে)*
আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়ের হার	১১%	৬%	১৬%
বিল পাসের গড় সময়	২৯ *মিনিট*	২৫ মিনিট	৩১ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট	৩৯ *মিনিট*	৩৩ *মিনিট*	২৮ মিনিট
সংসদীয় কমিটি	বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নয়	৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দলের	একটি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য
বিরোধী দলের ওয়াকআউট	৪৮ বার	১১ বার	৪ বার
প্রধান বিরোধী জোটের সংসদ বর্জন	৬৫.৩২% কার্যদিবস	৯৫.৭১% কার্যদিবস	বর্জন করেন নি

অষ্টম ও নবম সংসদে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করলেও দশম সংসদে এখনও এ ধরনের চর্চা দেখা যায়নি। এছাড়া অন্যান্য সংসদের তুলনায় বিরোধী দলের কম ওয়াকআউট করার মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রমে তারা যে ইতিবাচকভাবে অবস্থান করছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ভিন্নতার কারণে দশম সংসদ নির্বাচন এবং পরবর্তীতে সংসদীয় কার্যক্রমে বিভিন্ন সময়ে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের অবস্থান বিতর্কিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। কোনো কোনো সদস্যকে জাতীয় সংসদে সদস্য হিসেবে পদ রক্ষায় অধিবেশনে হাজিরা দিতে দেখা যায়। দশম সংসদের প্রথম এক বছর ধরে পালিয়ে থাকার পর অনুপস্থিতির ৬৫তম কার্যদিবসে সরকার দলীয় সদস্য সংসদে এসে হাজিরা খাতায় সাক্ষর করেন কিন্তু অধিবেশনে যোগ দেননি, পরবর্তী বছর (২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) মাত্র একটি কার্যদিবসে সেই সদস্য হাজিরা খাতায় সাক্ষর দিতে এলেও কোনো আলোচনা পর্বে অংশ নেননি। উল্লেখ্য তিনি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত এবং পলাতক ছিলেন, পরে গ্রেপ্তার হয়ে এখন কারাগারে আছেন। ২০১৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই আসন শূন্য রয়েছে। এই সদস্য সম্পর্কে সংসদ অধিবেশনে তেমন আলোচনা হতেও দেখা যায়নি[৮১]। সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় কার্যকরতা বৃদ্ধি করতে সদস্যদের স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের বাধা লক্ষণীয়। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলে হাইকোর্টের রায়ের পর্যবেক্ষণেও বলা হয় - "সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে। সংসদে দলীয় অবস্থানের বিষয়ে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা তাদের নেই। এমনকি যদি দলীয় সিদ্ধান্ত ভুলও হয়, তাহলেও নয়। তারা দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে সংসদ সদস্যরা তাদের রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারকদের কাছে জিম্মি।"

[৮১] দৈনিক ***প্রথম আলো*, *৮ জুলাই*, *২০১৫; দৈনিক যুগান্তর*, *৭ জুলাই*, *২০১৫।***

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

সংসদে সদস্যদের আচরণ ও অংশগ্রহণ

১. 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল' প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাপেক্ষে পুনরায় সংসদে উত্থাপন, চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে বিধি অনুযায়ী স্পিকারকে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে।

৩. সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় প্রধান বিরোধী দল প্রকৃত বিরোধী দলসুলভ ভূমিকা পালনে আগ্রহী হলে তাদের দ্বৈত অবস্থান থেকে সরে আসতে হবে।

৪. সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে দলের বিরুদ্ধে আস্থা/অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ছাড়া বাকি সকল ক্ষেত্রে সদস্যদের মত প্রকাশ ও সমালোচনার বিধান থাকবে।

৫. আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ সদস্যদের আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বিস্তারিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

৬. আইন প্রণয়নে জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণের জন্য জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে, পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে, আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৭. সরকারি দলকে বিরোধী দলের যৌক্তিক প্রস্তাবসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে।

কমিটি কার্যকর করা

৮. বিধি অনুযায়ী নিয়মিত কমিটির সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।

৯. সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী কমিটির কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত রাখতে হবে।

১০. কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত *(প্রস্তাব - ছয়মাসে অন্তত ১টি)* প্রকাশ করতে হবে।

তথ্য প্রকাশ

১১. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে, বাৎসরিক সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

তথ্য সহায়িকা:

- সংসদ অধিবেশনের প্রকাশিত বুলেটিন এবং স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনসমূহ।
- ফজল আ, *'The Ninth Parliament Election: A Socio-Political Analysis'*, ২০০৯।
- ফিরোজ, জা, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৩।
- মাহমুদ, ত, আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, আকতার, ম, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নবম জাতীয় সংসদ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১২।
- মাহমুদ, ত, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১০।
- আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, *বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।

পরিশিষ্ট ১: সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের ব্যপ্তিকাল

অধিবেশন	সপ্তম অধিবেশন	অষ্টম অধিবেশন	নবম অধিবেশন	দশম অধিবেশন	একাদশ অধিবেশন	দ্বাদশ অধিবেশন	ত্রয়োদশ অধিবেশন
অধিবেশন শুরু	১ সেপ্টেম্বর ২০১৫	০৮ নভেম্বর ২০১৫	২০ জানুয়ারি ২০১৬	২৪ এপ্রিল ২০১৬	১ জুন ২০১৬	২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬	০৪ ডিসেম্বর, ২০১৬
অধিবেশন শেষ	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫	২৩ নভেম্বর ২০১৫	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৫ মে ২০১৬	২৭ জুলাই ২০১৬	০৬ অক্টোবর ২০১৬	০৮ ডিসেম্বর ২০১৬
মোট কার্য দিবস	৮ দিন	১২ দিন	২৭ দিন	৯ দিন	৩২ দিন	১০ দিন	৫ দিন

পরিশিষ্ট ২: সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের পাসকৃত আইনসমূহ

	ক্রমিক নং	আইনের নাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
৭ম অধিবেশন	১	ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৫	অর্থ	০:১৪:২৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৭-০৬-১৫	০২/০৯/১৫
	২	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫	অর্থ	০:১৫:৪৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/০৭/১৫	০২/০৯/১৫
	৩	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫	অর্থ	০:১৮:৩৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৬-০১-১৫	০৬/০৯/১৫
	৪	Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act, 2015	অর্থ	০:১৫:৫১	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৬/০৭/১৫	০৬/০৯/১৫
	৫	বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০:২৮:৩৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	০১/০২/১৫	০৭/০৯/১৫
	৬	পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	০:২৪:২৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	০১/০৯/১৫	০৮/০৯/১৫
৮ম অধিবেশন	৭	উন্নয়ন সারচার্জ ও লেভী (আরোপ ও আদায়) আইন, ২০১৫	অর্থ	০:২৪:০০	কণ্ঠভোটে নাকচ	০১/০৯/১৫	১৫-১১-১৫
	৮	Bangladesh Coinage (Amendment) Act, 2015	অর্থ	০:১৫:৪৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/০৯/১৫	১৫-১১-১৫
	৯	গণকর্মচারী (বিদেশি নাগরিকের সহিত বিবাহ) আইন, ২০১৫	জনপ্রশাসন	০:১৭:২৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৯/০৯/১৫	১৬-১১-১৫
	১০	ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫	শিল্প	০:২৮:৩৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/০৯/১৫	১৭-১১-১৫
	১১	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১৫	স্থানীয় সরকার	০:০১:২৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৫-১১-১৫	১৯-১১-১৫
	১২	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫	অর্থ	০:১৬:২১	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৬-১১-১৫	২২-১১-১৫
	১৩	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১৫	স্থানীয় সরকার	০:২৬:৪৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	১১/১১/১৫	২২-১১-১৫
	১৪	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৫	স্থানীয় সরকার	০:২১:১৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	১১/১১/১৫	২২-১১-১৫
	১৫	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১৫	স্থানীয় সরকার	০:২৩:০৭	কণ্ঠভোটে নাকচ	১১/১১/১৫	২২-১১-১৫
	১৬	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০১৫	আইন, বিচার ও সংসদ	০:৪৭:৪২	কণ্ঠভোটে নাকচ	০১/০৯/১৫	২৩-১১-১৫

	ক্রমিক নং	আইনের নাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
৯ম অধিবেশন	১৭	বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬	বাণিজ্য	০:৩৫:২৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৮-১১-১৫	২৬-০১-১৬
	১৮	রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আইন, ২০১৬	রেল যোগাযোগ	০:৪১:৪৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৬-১১-১৫	০১/০২/১৬
	১৯	উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারি আত্তীকরণ আইন, ২০১৬	জনপ্রশাসন	০:২৫:৪৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৬-১১-১৫	০৭/০২/১৬
	২০	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	০:৩৮:০৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩১-০১-১৬	১৭-০২-১৬
	২১	এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক আইন, ২০১৬	অর্থ	০:৩৬:২৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/০২/১৬	২৩-০২-১৬
	২২	পায়রা বন্দর প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০১৬	নৌ পরিবহন	০:৩৭:৪৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৩/০২/১৬	২৪-০২-১৬
	২৩	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬	গৃহায়ন ও গণপূর্ত	০:৪০:৪৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/১১/১৫	২৫-০২-১৬
	২৪	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	০:৫০:০৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/১১/১৫	২৮-০২-১৬
	২৫	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আইন, ২০১৬	প্রতিরক্ষা	০:৩৭:২৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫-০১-১৬	২৯-০২-১৬
১০ম অধিবেশন	২৬	Army (Amendment) Bill, 2016	প্রতিরক্ষা	০:৩৩:২৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৬-১১-১৫	২৭-০৪-১৬
	২৭	Cadet College (Amendment) Bill, 2016	প্রতিরক্ষা	০:২৩:০৭	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৬-১১-১৫	২৭-০৪-১৬
	২৮	Air force (Amendment) Bill, 2016	প্রতিরক্ষা	০:১৯:৩২	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৬-১১-১৫	২৭-০৪-১৬
	২৯	Civil Courts (Amendment) Bill, 2016	আইন, বিচার ও সংসদ	০:২৪:৫১	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৪-০১-১৬	২৮-০৪-১৬
	৩০	Court Fees (Amendment) Bill, 2016	আইন, বিচার ও সংসদ	০:২২:০২	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৩/০২/১৬	২৮-০৪-১৬
	৩১	প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ (কতিপয় আইন সংশোধন) বিল, ২০১৬	প্রতিরক্ষা	০:৩৮:৫৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৬-০১-১৬	০৩/০৫/১৬
	৩২	প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ (সর্বাধিনায়কতা) বিল, ২০১৬	প্রতিরক্ষা	০:২৬:৫০	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৬-০১-১৬	০৩/০৫/১৬
	৩৩	চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১৬	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	০:৫০:৩৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৭-০২-১৬	০৩/০৫/১৬
	৩৪	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১৬	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	০:৩৫:৩১	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৭-০২-১৬	০৩/০৫/১৬
	৩৫	The President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	আইন, বিচার ও সংসদ	০:৩০:২৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫-০১-১৬	০৪/০৫/১৬
	৩৬	The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	আইন, বিচার ও সংসদ	০:২৭:২৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫-০১-১৬	০৪/০৫/১৬
	৩৭	Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and	আইন, বিচার ও সংসদ	০:২৮:১৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৪-০১-১৬	০৫/০৫/১৬

	ক্রমিক নং	আইনের নাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
		Privileges) (Amendment) Bill, 2016					
	৩৮	The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	আইন, বিচার ও সংসদ	০:২৮:৪৬	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫-০১-১৬	০৫/০৫/১৬
	৩৯	Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Bill, 2016	আইন, বিচার ও সংসদ	০:৩৭:৩২	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৪-০১-১৬	০৫/০৫/১৬
১১তম অধিবেশন	৪০	দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১৬	মন্ত্রিপরিষদ	০:৩৮:৩২	কণ্ঠভোটে নাকচ	২২-১১-১৫	৯/৬/২০১৬
	৪১	Navy (Amendment) Bill, 2016	প্রতিরক্ষা	০:৩২:২৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৬-০৪-১৬	১৪-০৬-১৬
	৪২	বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (সংশোধন) বিল, ২০১৬	প্রতিরক্ষা	০:২৬:১৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৬-০৪-১৬	১৬-০৬-১৬
	৪৩	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ বিল, ২০১৬	শিক্ষা	০:৪২:৪৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	৮/২/২০১৬	১৭-০৭-১৬
	৪৪	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ বিল, ২০১৬	শিক্ষা	০:৩৪:৩৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	৮/২/২০১৬	১৭-০৭-১৬
	৪৫	পেট্রোলিয়াম বিল, ২০১৬	জ্বালানী	০:৩৯:৩৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/২/২০১৬	১৮-০৭-১৬
	৪৬	যুবকল্যাণ তহবিল বিল, ২০১৬	যুব	০:৫১:৪৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৩-০২-১৬	১৯-০৭-১৬
	৪৭	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৬	প্র:কার্যালয়	০:৪৪:০২	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৪-০৪-১৬	২৫-০৭-১৬
	৪৮	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৬	সড়ক পরি:	০:৪৪:৩২	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫-০৪-১৬	২৪-০৭-১৬
	৪৯	চা বিল, ২০১৬	বাণিজ্য	০:৩৮:৩৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫-০৪-১৬	২৬-০৭-১৬
	৫০	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) বিল, ২০১৬	পরিকল্পনা	০:২৭:১৪	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩/৫/২০১৬	২৫-০৭-১৬
	৫১	Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	আইন	০:২২:৩৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	৫/৫/২০১৬	২৬-০৭-১৬
	৫২	রেলওয়ে সম্পত্তি (অবৈধ দখল উদ্ধার) বিল, ২০১৬	রেলপথ	০:৪৩:৫৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	৯/৬/২০১৬	২৪-০৭-১৬
	৫৩	অর্থ বিল, ২০১৬	অর্থ	০:৩৬:৪৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	২/৬/২০১৬	২৯-০৬-১৬
	৫৪	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০১৬	অর্থ	০:০৩:০৫	কণ্ঠভোটে নাকচ	৭/৬/২০১৬	৭/৬/২০১৬
	৫৫	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১৬	অর্থ	০:০১:৫১	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩০-০৬-১৬	৩০-০৬-১৬
১২তম অধিবেশন	৫৬	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (সংশোধন) বিল, ২০১৬	শিক্ষা	০:৩৫:৫৩	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৪/৭/১৬	২/১০/২০১৬
	৫৭	Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	আইন	০:২৭:৫৮	কণ্ঠভোটে নাকচ	৮/৬/২০১৫	৩/১০/২০১৬
	৫৮	রাষ্ট্রপতির অবসরভাতা, আনুতোষিক ও	মন্ত্রিপরিষদ	১:০৫:০৯	কণ্ঠভোটে নাকচ	৯/১১/২০১৫	৪/১০/২০১৬

	ক্রমিক নং	আইনের নাম	মন্ত্রণালয়	ব্যয়িত মোট সময়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
		অন্যান্য সুবিধা বিল, ২০১৬					
	৫৯	বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ২০১৬	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০:৩৯:০০	কন্ঠভোটে নাকচ	১/৯/২০১৫	৫/১০/২০১৬
	৬০	জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৬	স্থানীয় সরকার	০:২৯:৪৪	কন্ঠভোটে নাকচ	৪/১০/২০১৬	৬/১০/২০১৬
	৬১	পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১৬	ভূমি	০:২১:১৮	কন্ঠভোটে নাকচ	৪/১০/২০১৬	৬/১০/২০১৬
১৩তম অধিবেশন	৬২	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর বিল, ২০১৬	প্রতিরক্ষা	০:৩৩:৫৮	কন্ঠভোটে নাকচ	২৫/৯/২০১৬	৬/১২/২০১৬
	৬৩	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট বিল, ২০১৬	কৃষি	০:৩৭:১৯	কন্ঠভোটে নাকচ	৩/১০/২০১৬	৬/১২/২০১৬
	৬৪	বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল বিল, ২০১৬	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	০:৩৩:৩০	কন্ঠভোটে নাকচ	২৮/৯/২০১৬	৭/১২/২০১৬
	৬৫	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) বিল, ২০১৬	সড়ক পরি:	০:৪১:৫৮	কন্ঠভোটে নাকচ	২৫/৯/২০১৬	৭/১২/২০১৬
	৬৬	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) বিল, ২০১৬	অর্থ	০:২৬:৫১	কন্ঠভোটে নাকচ	৬/১২/২০১৬	৮/১২/২০১৬

পরিশিষ্ট ৩: বিভিন্ন বিলে যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের কারণ (সপ্তম-ত্রয়োদশ অধিবেশন)

	বিলের নাম	বাংলাদেশ নাম্বার	দল	বিষয়	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর উত্তর
৭ম অধিবেশন	ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন বিল, ২০১৫	১৫৩	জাপা	বিলের কার্যকারিতার যৌক্তিকতা পর্যালোচনা	
		৪১	জাপা	বিলের উদ্দেশ্য জনগনের জানা উচিত	
		১৮০	স্বতন্ত্র	অধিকতর পরিমার্জন ও প্রয়োজনীয় সংযোজন	
		৩৪৫	জাপা	বিলটি সম্পর্কে জনগনকে জানানো	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	আধিকতর আলোচনা	
	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) বিল, ২০১৫	১৫৩	জাপা	নির্ধারিত সময়ের এক বছর পূর্বেই কার্য়কারিতা শুরু	ওয়েবসাইটে প্রকাশ
		৪১	জাপা	বিলের উদ্দেশ্য জনগনকে অবহিতকরন	
		১৮০	স্বতন্ত্র	করদাতার (তালিকা) পরিধি সম্প্রসারন	
		৩৪৫	জাপা	বিলের উদ্দেশ্য জনগনকে অবহিতকরন	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	জনগনকে অধিকতর অবহিতকরন	
	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং বিল, ২০১৫	১৫৩	জাপা	ফাইনান্সিয়াল কাউন্সিলকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চুড়ান্ত করা	অংশীজন বৈঠকে মতামত গ্রহন
		৪১	জাপা	বিলের উদ্দেশ্য জনগনকে জানানো	
		১৫২	জাপা	বাস্তবায়নে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনের ব্যাবস্থাসমূহ জনগনকে অবহিতকরন	
		৩৪৫	জাপা	সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে বিলের উদ্দেশ্য বিস্তারিত অবগতকরন	
	Foreign Exchange Regulation (Amendment) Bill, 2015	১৫৩	জাপা	অধিকতর নিরীক্ষার মাধ্যমে বাস্তবায়ন ঝুকি হ্রাস	
		৪১	জাপা	বিলের উদ্দেশ্য জনগনকে জানানো	
		১৫২	জাপা	জনগনকে জানানোর মাধ্যমে জনসংপৃক্ততা বৃদ্ধিকরন	
		৩৪৫	জাপা	বিলটি সম্পর্কে জনগনকে জানানো	
		১৮০	স্বতন্ত্র	অধিকতর পরিমার্জন ও প্রয়োজনীয় সংযোজন	

	বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বিল, ২০১৫	১৫৩ ১৫২ ৪১	জাপা জাপা জাপা	প্রধানমন্ত্রীকে বোর্ড অব গভর্নাস এর চেয়ারপার্সন না করা জনগনকে জানানোর মাধ্যমে জনসংপৃক্ততা বৃদ্ধিকরন বিলটি সম্পর্কে জনগনকে জানানো	
	পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিল, ২০১৫”	১৫৩ ১৮০ ৩৪৭	জাপা স্বতন্ত্র জাপা	বিলের তফসিল ১ ও ২ এর তথ্য কোম্পানীর কাছে অবমুক্তিকরন ও প্রধানমন্ত্রীকে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস প্যানেলে না রাখা অধিকতর নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিমার্জন ও প্রয়োজনীয় সংযোজন বিলের ২৬ ও ২৮ ধারা রহিতকরন	অংশীজন বৈঠকে মতামত গ্রহন
৮ম অধিবেশন	উন্নয়ন সারচার্জ ও লেভী (আরোপ ও আদায়) বিল, ২০১৫	১৫৩ ১৮০ ২৩৩ ৪১ ১৭৯	জাপা স্বতন্ত্র জাপা জাপা জাপা	পুনঃনিরীক্ষার মাধ্যমে যথাযথ পরিমার্জন সারচার্জ আরোপনের যৌক্তিকতা নিরীক্ষণ জনভোগান্তি অনুধাবন ও রহিতকরন বিলটি সম্পর্কে জনগনকে জানানো অধিততর যাচাই বাছাই	
	Bangladesh Coinage (Amendment) Bill, 2015	১৫৩ ১৮০ ২৩৩ ৪১ ১৭৯	জাপা স্বতন্ত্র জাপা জাপা জাপা	৫ টাকা সরকারীকরনের সিদ্ধান্ত কতটুকু সম্পদ সাশ্রয়ী হবে তথ্যবহুল পরামর্শের জন্য অধিততর পর্যালোচনা ১ ও ২ টাকার নোট ও কয়েনের পরিমান সীমিতকরনে জনজীবনে প্রভাব জনগনকে অধিকতর অবহিতকরন অধিকতর নিরীক্ষা	
	গণকর্মচারী (বিদেশি নাগরিকের সহিত বিবাহ) বিল, ২০১৫	১৫৩ ১৮০ ২৩৩ ৪১ ২৫৬ ২৩৬ ১২৯	জাপা স্বতন্ত্র জাপা জাপা জাপা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র	- (রেকর্ড নষ্ট) - (রেকর্ড নষ্ট) - (রেকর্ড নষ্ট) - (রেকর্ড নষ্ট) অধিকতর প্রচার ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জন অধিততর যাচাই বাছাই ও প্রচার অধিততর যাচাই বাছাই	
	ট্রেডমার্ক (সংশোধন) বিল, ২০১৫	১৫৩ ১৮০ ২৩৩ ৪১ ২৫৬ ২৩৬	জাপা স্বতন্ত্র জাপা জাপা জাপা স্বতন্ত্র	পরিমার্জন ও প্রয়োজনীয় সংযোজন অধিততর পর্যালোচনা অধিততর যাচাই বাছাই বিলটি সম্পর্কে জনগনকে জানানো অধিততর প্রচার অধিততর যাচাই বাছাই	
৮ম অধিবেশন	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) বিল, ২০১৫	১৮০ ১২৯ ১৫৩ ২৩৬ ২৩৩ ২২৭	স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাপা স্বতন্ত্র জাপা জাপা	তদন্তকাজ দুদকের পাশাপাশি সিআইডি, কাস্টমস, আয়কর বিভাগ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের উপর ন্যাস্ত করা আইনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে কি না অংশীজন সংস্থাগুলোর সচ্ছতা ও তদন্তকাজ আন্তরিকতা জবাবদিহিতার মাধ্যমে নিশ্চিত করা তদন্তকাজ পুনরায় সম্পূর্নভাবে দুদকের কাছে ন্যাস্ত করা অধিততর প্রচার ও জনমত যাচাই অধিততর নিরীক্ষার মাধ্যমে যথাযথ পরিমার্জন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের তদন্তকাজে সম্পৃক্তার প্রয়োজন আছে কি না এবং বিচারকার্যে আদালতের পূর্ণ সুনিশ্চিতকরন	
	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) বিল, ২০১৫	২৩৩ ১৫৩	জাপা জাপা	প্রচার ও জনমত যাচাই আইনে উদ্দেশ্য ও কারন সংবলিত বিবৃতি এর ১ম প্যারার সংশোধন	

		২৩৬	স্বতন্ত্র	প্রচার ও জনমত যাচাই	
		২২৭	জাপা	মেয়র ও কাউন্সিলর উভয়কেই দলীয় ভাবে নির্বাচন করা	
	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৫	২৩৩	জাপা	প্রচার ও জনমত যাচাই	
		১৮০	স্বতন্ত্র	জনগনের কাছে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বিলের যথার্থতা যাচাই	
		১৫৩	জাপা	পারস্পরিক সাংঘর্ষিক ধারা সমূহ যথাযথ পরিমার্জন	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	প্রচার ও জনমত যাচাই	
		২২৭	জাপা	দলীয়ভাবে চেয়াবম্যান ও ভাইস চেয়াবম্যান উভয়কেই দলীয় ভাবে নির্বাচন করা	
	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) বিল, ২০১৫	২৩৩	জাপা	প্রচার ও জনমত যাচাই	
		১৮০	স্বতন্ত্র	প্রচার ও জনমত যাচাই	
		১৫৩	জাপা	দলীয়ভাবে নির্বাচিত চেয়াবম্যানকে গ্রাম্য সালিশ আদালতেরও চেয়াবম্যান করার আইনি বৈধতা	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	অধিকতর নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জন	
		২২৭	জাপা	গ্রাম্য সালিশ আদারতের প্রধান হিসেবে চেয়াবম্যান কতটুকু নিরেপেক্ষ হবেন	
৮ম অধিবেশন	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সংশোধন) বিল, ২০১৫	১৮০	স্বতন্ত্র	জনগনের ও বিশেষজ্ঞদের কাছে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বিলের যথার্থতা যাচাই	
		১২৯	স্বতন্ত্র	‘প্রাইভেট সেক্টর’ কে বিলে অন্তভূক্তিতরন	
		১৫৩	জাপা	অধিততর নিরীক্ষার মাধ্যমে ‘জিটুজি পেক্ষাপটে’ যথাযথ পরিমার্জন	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	প্রচার ও জনমত যাচাই	
		২৩৩	জাপা	প্রবাসীদের অন্তভূক্তিকরন	
		২২৭	জাপা	বৃহৎ পেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে সংপৃক্ত করে আলোচনা সাপেক্ষে যথাযথ পরিমার্জন	
৯ম অধিবেশন	বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিল, ২০১৬	১৮০	স্বতন্ত্র	বিশেষজ্ঞদের কাছে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে কার্যকরতা বৃদ্ধি	
		১৫৩	জাপা	পরিবার, ধর্ম, শ্রমিকের কর্মের ধরন সম্বন্ধে স্বচ্ছ ব্যখ্যা	
		৪১	জাপা	জনগনকে অধিকতরভাবে জানানো ও মতামত গ্রহন	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	তাড়াহুড়া করে বিল পাশ না করে বাছাই কমিটিতে প্রেরন	
		৩৪৭	জাপা	জনগনকে জানানো ও জনমত যাচাই	
	রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী বিল, ২০১৬	১৮০	স্বতন্ত্র	বিলটি বাংলায় প্রনয়ন ও জনমত যাচাই	অংশীজন বৈঠকে মতামত গ্রহন
		১৫৩	জাপা	সাংঘর্ষিক অধ্যাদেশ রহিত করে বিল পাশ	
		৪১	জাপা	জনগনকে জানানো ও জনমত যাচাই	
		২৫৬	জাপা	বাহিনীর কার্যকারীতা যাচাই সাপক্ষে বিল পাশ	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	জনগনকে জানানো ও জনমত যাচাই	
		২৩৩	জাপা	ব্যাপক পর্যালোচনা ও যথাযথ পরিমার্জন	
		৩৪৭	জাপা	জনগনকে অধিকতরভাবে জানানো, টিভিতে প্রচার ও জনমত যাচাই	
	উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারি আত্তীকরণ বিল, ২০১৬”	১৮০	স্বতন্ত্র	বিলটি বাংলায় প্রনয়ন ও জনমত যাচাইয়ের মাধ্যমে পরিপূর্ণকরণ	
		১৫৩	জাপা	বিলের উদ্দেশ্য সচ্ছ ও সরলীকরন; বর্তমানে আদৌ এই বিলের দরকার কি না	
		৪১	জাপা	জনগনকে জানানো ও জনমত যাচাই	
		২৫৬	জাপা	বিলের বিধিসমূহ সচ্ছকরণ, বাস্তবায়নে পদ্ধতিগত পরিমার্জন	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	বিলটি বাংলায় প্রণয়ন ও জনমত যাচাই	
	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট বিল, ২০১৬	১৮০	স্বতন্ত্র	বিশেষজ্ঞদের কাছে আলোচনার মাধ্যমে বিলের গুনগত মানবৃদ্ধি	
		১২৯	স্বতন্ত্র	বিশদভাবে জনগণকে জানানো	

		১৫৩	জাপা	১৯৮২ সালের ট্রাস্ট আইনকে পাশ কাটানোর যৌক্তিকতা; বিলের শিরোনাম ও প্রস্তাবিত ট্রাস্ট এর নামে অসংগতি	
		৪১	জাপা	জনগনকে বিলের উদ্দেশ্য জানানো ও পর্যালোচনা	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	জনমত যাচাই ও পরিমার্জন	
		৩৪৪	জাপা	অধিকতর জনমত যাচাই ও পরিমার্জন	
		৩৪৭	জাপা	জনমত যাচাই ও অধিকতর নিরীক্ষা	
৯ম অধিবেশন	এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক বিল, ২০১৬	৩৪৭	জাপা	অধিকতর জনমত যাচাই ও কমিটি করে প্রচার	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	মূলধন ও চাঁদা বিষয়ে অংশীজন হিসেবে বাংলাদেশের অনুপাতটি জনগণকে জানানো ও যৌক্তিক মতামত সাপক্ষে পর্যালোচনা	
		৪১	জাপা	জনগণকে বিলের উদ্দেশ্য জানানো	
		১৫৩	জাপা	বাংলাদেশ আসলেই এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক 'প্রতিষ্ঠাতা সদস্য' কি না; শুধু 'সদস্য' হলে বিলটি প্রত্যাহারকরন	
৯ম অধিবেশন	পায়রা বন্দর প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) বিল, ২০১৬	১২৯	স্বতন্ত্র		
		১৫৩	জাপা	রেকর্ড পাওয়া যায় নাই	
		২৫৬	জাপা		
		৪১	জাপা		
		২৩৬	স্বতন্ত্র	রেকর্ড পাওয়া যায় নাই	
		২৩৩	জাপা		
		৩৪৭	জাপা		
	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৬	১৫৩	জাপা	বিলের কার্যকরতা ও বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার অধিকতর মূল্যায়ন	অংশীজন বৈঠকে মতামত গ্রহন
		১২৯	স্বতন্ত্র	জনশক্তি ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন ক্ষেত্রে বিলের কার্যকরতা পর্যালোচনা	
		৪১	জাপা	অধিকতর আলোচনা ও প্রচার	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	জনসংপৃক্ত আলোচনা ও যথাযথ পরিমার্জন	
		৩৪৭	জাপা	তাড়াহুড়া না করে, বিলটি অধিততর যাচাই ও প্রচার	
	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিল, ২০১৬	১৫৩	জাপা	সাংঘর্ষিক আইনসমূহ সম্বন্ধে অধিক পর্যালোচনা ও যথাযথ পরিমার্জন	
		৪১	জাপা	বিলের গাঠনিক পরিমার্জন ও জনগণকে জানানো	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	জনগন ও বিশেষজ্ঞজনকে সংপৃক্ত করে আলোচনা সাপেক্ষে যথাযথ পরিমার্জন	
		৩৪৭	জাপা	বিশেষজ্ঞজনকে সম্পৃক্ত করে নিরীক্ষা সাপেক্ষে যথাযথ পরিমার্জন	
		২৩৩	জাপা	বিলের গাঠনিক পরিমার্জন ও সমন্বয়সাধন	
৯ম অধিবেশন	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বিল,২০১৬	২৩৩	জাপা	তাড়াহুড়া না করে, বিলটি অধিততর বিশ্লেষন ও প্রচার জনসম্পৃক্ত অধিকতর আলোচনা	
		১৫৩	জাপা	জনগনকে জানানো ও যাচাই	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	বিলের গাঠনিক পর্যালোচনা ও প্রচার	
		৪১	জাপা	অধিকতর নিরীক্ষা ও জনমত যাচাই	
		২৫৬	জাপা	অধিক পর্যালোচনা	
		৩৪৪	জাপা	জনগনকে অধিকতরভাবে জানানো, কমিটি করে প্রচার,	
		৩৪৭	জাপা	পর্যালোচনা সাপক্ষে কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহন এবং জনমত যাচাই	
১০ম অধিবেশন	Civil Courts (Amendment) Bill, 2016	২৩৬	স্বতন্ত্র	জনগনকে সংপৃক্ত করে আলোচনা সাপেক্ষে যথাযথ পরিমার্জন	
		১৫৩	জাপা	জনগণকে জানানো ও আদালতের বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ	

১০ম অধিবেশন				মূলক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রত্যাহার	
		৪১	জাপা	জনগণকে জানানো ও যাচাই	
		৩৪৪	জাপা	বিচারকদের বিচারিক এখতিয়ার পুনঃনির্ধারিত হওয়ায় জনগণকে সংপৃক্ত করে অধিকতর আলোচনা	
	Court Fees (Amendment) Bill, 2016	২৩৬	স্বতন্ত্র	অধিকতর আলোচনা ও পর্যালোচনা	
		১৫৩	জাপা	পরস্পর বিরোধী ধারাসমূহ পর্যালোচনা সাপেক্ষে সংশোধন	
		৪১	জাপা	জনগণকে জানানো ও যাচাই	
		৩৪৪	জাপা	অধিকতর আলোচনা	
	প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ (কতিপয় আইন সংশোধন) বিল, ২০১৬	৪১	জাপা	জনগনকে জানানো ও পর্যালোচনা	
		১৫৩	জাপা	বিলের গাঠনিক ও উপস্থাপনাগত বিশৃঙ্খলা দূরীকরন	
		২৫৬	জাপা	বিলের অসংগতিসমূহ দূরীকরণ	
		৩৪৪	জাপা	জনগনকে জানানো ও যাচাই	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	জনগনকে সংপৃক্ত করে অধিকতর আলোচনা	
		২৩৩	জাপা	সুক্ষভাবে গাঠনিক পর্যালোচনা	
		৩৪৭	জাপা	জনগনকে জানানো ও কমিটি করে প্রচার	
		১৭৯	জাপা	জনগনকে অধিকতরভাবে জানানো	
	প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ (সর্বাধিনায়কতা) বিল, ২০১৬	৪১	জাপা	জনগনকে জানানো ও পর্যালোচনা	
		১৫৩	জাপা	বিলের গাঠনিক ও উপস্থাপনাগত বিশৃঙ্খলা দূরীকরন	
		২৫৬	জাপা	জনগনকে জানানো ও যাচাই	
		৩৪৪	জাপা	জনগনকে অধিকতরভাবে জানানো	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	গভীর পর্যালোচনা	
		২৩৩	জাপা	গভীর পর্যালোচনা ও জনমত জরিপ	
		১৭৯	জাপা	রাষ্ট্রপতি কোন পেক্ষিতে কিভাবে এই দ্বায়িত্ব পালন করে কার্যকারী ভূমিকা রাখবেন সেই নির্দেশকা	
	চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১৬	২৩৬	স্বতন্ত্র	গভীর পর্যালোচনা ও জনমত সাপক্ষে পরিমার্জন	
		১৭৯	জাপা	সিন্ডিকেট ও ইনস্টিটিউট সংক্রান্ত অসংগতি দূরীকরনসহ গভীর পর্যালোচনা	
		৪১	জাপা	গভীর পর্যালোচনা ও ব্যবহারিক অসংগতি দূরীকরন	
		১৫৩	জাপা	তফসিল সংযোজন	
		২৩৩	জাপা	সাধারন ও বিশেষজ্ঞ জনের মতামত গ্রহন ও পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্তকরণ	
		৩৪৪	জাপা	বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগনের প্রাপ্ত সুবিধা সমূহ লিপিবদ্ধকরন	
		৩৪৭	জাপা	কমিটি করে প্রচার জনগনকে জানানো ও বিস্তারিত তফসিল সংযোজন	
	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১৬”	২৩৬	স্বতন্ত্র	জনমত সাপক্ষে সংযোজন ও পরিমার্জন	
		১৭৯	জাপা	সিন্ডিকেট ও ইনস্টিটিউট সংক্রান্ত অসংগতি দূরীকরনসহ গভীর পর্যালোচনা	
		৪১	জাপা	গভীর পর্যালোচনা	
		১৫৩	জাপা	গভীর নিরীক্ষা ও গাঠনিক অসংগতি দূরীকরন	
		২৩৩	জাপা	গভীর পর্যালোচনা	
		৩৪৪	জাপা	বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগনের প্রাপ্ত সুবিধা সমূহ লিপিবদ্ধকরণ	
		৩৪৭	জাপা	গভীর পর্যালোচনা	
	The President’s (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	২৫৬	জাপা	রাষ্ট্রপতির প্রাপ্ত সকল সুবিধা জনগনকে জানানো ও অধিকতর প্রচার	ওয়েবসাইটে প্রকাশ
		১৫৩	জাপা	নিরীক্ষা ও গাঠনিক অসংগতি দূরীকরন	
		৩৪৪	জাপা	গভীর পর্যালোচনা	
		৪১	জাপা	গভীর পর্যালোচনা	

১০ম অধিবেশন		২৩৬ ১৭৯ ২৩৩	স্বতন্ত্র জাপা জাপা	সাধারণ জনগণের মতামত গ্রহণ ও পর্যালোচনা রাষ্ট্রপতির প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ পর্যালোচনা ও বৃদ্ধি সার্বিক সুক্ষ্ম পর্যালোচনা	
	The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	২৫৬ ১৫৩ ৪১ ২৩৬ ১৭৯ ২৩৩	জাপা জাপা জাপা স্বতন্ত্র জাপা জাপা	রাষ্ট্রপতির প্রাপ্ত সকল সুবিধা জনগনকে জানানো ও অধিকতর প্রচার অধিক পর্যালোচনা প্রধানমন্ত্রীর প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ পর্যালোচনা ও আরও বৃদ্ধিকরণ গভীর পর্যালোচনা প্রধানমন্ত্রীর প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ পর্যালোচনা ও আরও বৃদ্ধিকরণ অধিক পর্যালোচনা	ওয়েবসাইটে প্রকাশ
	Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	১৫৩ ৩৪৪ ৪১ ২৩৬ ১৭৯ ২৩৩	জাপা জাপা জাপা স্বতন্ত্র জাপা জাপা	নিরীক্ষা ও গাঠনিক অসংগতি দূরীকরণ অধিক পর্যালোচনা প্রস্তাব প্রত্যাহার সাধারণ জনগণের মতামত গ্রহণ ও পর্যালোচনা প্রস্তাব প্রত্যাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার	
১০ম অধিবেশন	The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	২৫৬ ৩৪৪ ১৭৯	জাপা জাপা জাপা	জনগণকে জানানো ও অধিকতর প্রচার অধিক পর্যালোচনা প্রস্তাব প্রত্যাহার	
	Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Bill, 2016	২৫৬ ১৫৩ ৩৪৪ ৪১ ৮২ ২৩৬ ১৭৯ ২৩৩	জাপা জাপা জাপা জাপা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাপা জাপা	প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ পর্যালোচনা, জনগনকে জানানো ও অধিকতর প্রচার ছাপা সংক্রান্ত অসংগতি দূরীকরন অধিক পর্যালোচনা সুবিধাসমূহ পর্যালোচনা ও আরও বৃদ্ধি করন স্বাবলম্বী সাংসদগনকে তাদের প্রাপ্ত অর্থ আর্তমানবতার সেবায় উৎসর্গ করার আহবান জনগণকে জানানো ও অধিকতর প্রচার সুবিধাসমূহ পর্যালোচনা ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করন অধিক পর্যালোচনা ও আরও সুবিধা বৃদ্ধি করন	
১১তম অধিবেশন	দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১৫	২৩৬ ২৩৩ ১৭৯ ১২৯ ২৫৬ ৪১ ৩৪৪ ২৯৪ ১৫৩	স্বতন্ত্র জাপা জাপা স্বতন্ত্র জাপা জাপা জাপা জাপা জাপা	অধিকতর জনপরামর্শক্রমে যথাপযোগী পরিমার্জন ও সংশোধন অধিক কার্যকরী করার জন্য জনমতের সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধন দুদকের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদেরও বিচারের আওতায় আনার আহবান আইনটিকে অধিকতর কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ আইনটিকে অধিকতর কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ অধিকতর জনপ্রচার ও আলোচনা বিলের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রভাব জনগণের কাছে অধিকতর প্রচার অধিকতর আলোচনা দুদককে সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী করার জন্য অধিকতর	ওয়েবসাইটে প্রকাশ

				ক্ষমতা প্রদান	
	Navy (Amendment) Bill, 2016	২৩৬	স্বতন্ত্র	অধিকতর জনমত যাচাই ও সংশোধন	
		১৫৩	জাপা	বিল এ Blue Economy পেক্ষাপট ও শিরোনাম এ বাংলাদেশ কথাটি রাখতে হবে	
		৪১	জাপা	অধিকতর জনপ্রচার ও আলোচনা	
		১৭৯	জাপা	সম্পূর্ণ নতুন ভাবে আইন প্রণয়ন	
		২৫৬	জাপা	অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক আইন প্রণয়ন	
		২৯৪	জাপা	অধিকতর নিরীক্ষা ও সংযোজন	
১১তম অধিবেশন	বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (সংশোধন) বিল, ২০১৬	২৩৬	স্বতন্ত্র	অধিকতর জনপরামর্শ গ্রহন	
		২৩৩	জাপা	সাধারণ মানুষের মতামত গ্রহণ ও সংশোধন	
		১৫৩	জাপা	শিরোনাম সংক্রান্ত অসঙ্গতি দূরীকরণ	
		৪১	জাপা	বিলের কারণ ও উদ্দেশ্য জনগণকে জানানো	
		২৫৬	জাপা	দেশের প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের অন্তর্ভুক্ত করে অধিকতর পরিমার্জন	
		৩৪৪	জাপা	বিল সম্বন্ধে অধিকতর জানা	
		৩৪৭	জাপা	বিলটি ভালোভাবে পরীক্ষা করন	
১১তম অধিবেশন	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ বিল, ২০১৬	২৩৬	স্বতন্ত্র	জনগণ খোলামনে তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে পারবে	
		১৭৯	জাপা	বিলের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে অধিকতর জন পরামর্শ গ্রহণ	
		১৫৩	জাপা	বিলের শিরোনাম পরিবর্তন করে অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করা ও অন্যান্য গাঠনিক অসঙ্গতি দূরীকরণ	
		৪১	জাপা	বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বন্ধে জনগণকে অবগতকরন	
		১২৯	স্বতন্ত্র	গাঠনিক অসঙ্গতি দূরীকরণ	
		২৫৬	জাপা	যুক্তিযুক্তভাবে অধিক পরীক্ষাকরন	
		৩৪৪	জাপা	অধিকতর জনপরামর্শ গ্রহন	
		৩৪৭	জাপা	কমিটি গঠন করে জনমত যাচাই ও প্রচার	
	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ বিল, ২০১৬	২৩৬	স্বতন্ত্র	জনমত গ্রহণের একান্ত অপরিহার্যতা	অংশীজন বৈঠকে মতামত গ্রহন
		১৭৯	জাপা	জনগণকে সম্পৃক্ত করে জনমত গ্রহন	
		১৫৩	জাপা	শিরোনামগত ও গাঠনিক অসঙ্গতি দূরীকরণ	
		৪১	জাপা	বিলের উদ্দেশ্য জনগণকে অবগতকরন	
		১২৯	স্বতন্ত্র	শিরোনামগত পরিমার্জন	
		৩৪৪	জাপা	বিলের সুযোগ-সুবিধা (উপকার) জনগণকে অবহিতকরণ।	
		৩৪৭	জাপা	শিরোনামগত পরিমার্জন	
	পেট্রোলিয়াম বিল, ২০১৬	২৩৬	স্বতন্ত্র	জনগণ খোলামনে তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে পারবে	অংশীজন বৈঠকে মতামত গ্রহন, ওয়েবসাইটে প্রকাশ
		১৭৯	জাপা	অধিকতর জনপরামর্শ গ্রহন	
		১৫৩	জাপা	কাঠামোগত পরিমার্জন	
		৪১	জাপা	যুক্তিযুক্তভাবে অধিক পরীক্ষাকরন	
		১২৯	স্বতন্ত্র	কার্যকারিতার বিশদ আলোচনা	
		২৫৬	জাপা	ব্যবসায়ী ও জনগণ উভয়ের পেক্ষাপট বিবেচনাকল্পে নিরীক্ষাকরণ	
		৩৪৪	জাপা	কতটুকু জনস্বার্থ রক্ষা করে তা যাচাইকরণ	
		৩৪৭	জাপা	কমিটি গঠন করে জনমত যাচাই	
	যুবকল্যাণ তহবিল বিল, ২০১৬	২৩৬	স্বতন্ত্র	অধিকতর জনপরামর্শ গ্রহন	
		১৫৩	জাপা	মন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীগণ তহবিল সংশ্লিষ্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকতে পারে না	
		৪১	জাপা	বিলের উদ্দেশ্য জনগণকে অবগতকরন	
		১৭৯	জাপা	তহবিলে বরাদ্দকৃত টাকার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরন	
		১২৯	স্বতন্ত্র	অধিকতর পরিমার্জন	

১১তম অধিবেশন		২৫৬	জাপা	বেকার যুবকদের কোনো পরিসংখ্যান ও প্রকৃত কল্যাণ এর কোনো রূপরেখা নাই	
		৩৪৪	জাপা	বিলের সুযোগ-সুবিধা (উপকার) জনগণকে অবহিত করন	
		২৯৪	জাপা	অধিকসময় ধরে নিরীক্ষা	
		৩৪৭	জাপা	কমিটি গঠন করে জনমত যাচাই	
	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৬	১৫৩	জাপা	প্রধানমন্ত্রীকে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান না করা	ওয়েবসাইটে প্রকাশ
		২৩৬	স্বতন্ত্র	জনপরামর্শ গ্রহন	
		৩৪৭	জাপা	কমিটি গঠন করে জনমত যাচাই ও প্রচার	
		৪১	জাপা	বিলের সুযোগ-সুবিধা (উপকার) জনগণকে অবহিত করন	
		২৫৬	জাপা	অধিকতর প্রচার	
		৩৪৪	জাপা	অধিকতর নিরীক্ষা	
		১৭৯	জাপা	জনগণকে অধিকতর অবগতকরন	
	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৬	১৫৩	জাপা	অন্যান্য আইনের সাংঘর্ষিক ধারা সমূহ সংশোধন ও যথাযথ গাঠনিক পরিমার্জন	ওয়েবসাইটে প্রকাশ
১১তম অধিবেশন		২৩৬	স্বতন্ত্র	অধিকতর জনপরামর্শ গ্রহন ও যথাযথ পরিমার্জন	
		৪১	জাপা	বিশদ নিরীক্ষা ও পরিমার্জন	
		২৫৬	জাপা	জনগণকে অধিকতর অবগতকরন	
	চা বিল, ২০১৬	২৩৬	স্বতন্ত্র	জনমত গ্রহণের অপরিহার্যতা	
		১৫৩	জাপা	বিশদ নিরীক্ষা ও পরিমার্জন	
		৪১	জাপা	চা শ্রমিকদের কাছে বিলের কার্যকরতা বিশদভাবে উপস্থাপন ও তাদের মতামতের ভিত্তিতে পরিমার্জন	
		১৭৯	জাপা	আইনের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	
		৩৪৪	জাপা	আইনে চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা নেই	
		৩৪৭	জাপা	কমিটি গঠন করে জনমত যাচাই ও প্রচার	
	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) বিল, ২০১৬	১৫৩	জাপা	বিভিন্ন ধারা সমূহের আন্তঃ-অসমঞ্জস্যতা দূরীকরণ ও ব্যাখ্যা	
		৪১	জাপা	টেন্ডার প্রক্রিয়ায় লটারি পদ্ধতি চালু রাখার আহবান	
		৩৪৪	জাপা	সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে অধিকতর নিরীক্ষা	
		১৭৯	জাপা	যাচাই বাছাই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হলো	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	জনগণকে অধিকতর অবগতকরন	
		৩৪৭	জাপা	সর্বক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং চালুকরন	
	Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	১৫৩	জাপা	বিলটা বাংলাতে করতে হবে	
		১৭৯	জাপা	বাছাই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হলো	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	জনগণকে অধিকতর অবগতকরন	
		৪১	জাপা	যাচাই বাছাই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হলো	
		৩৪৪	জাপা	পুনরায় জনমত যাচাই	
	রেলওয়ে সম্পত্তি (অবৈধ দখল উদ্ধার) বিল, ২০১৬	১৫৩	জাপা	সাংঘর্ষিক আইন থাকায় বিদ্যমান অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণ বিশদ নিরীক্ষা	
		৪১	জাপা	অধিক জনসচেতনতা তৈরীর জন্য যাচাই-বাছাই	
		২৫৬	জাপা	আইনটি জনগণের কি অধিকার সংরক্ষণ করবে? যাচাই	
		১৭৯	জাপা	বাছাই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হলো	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	অধিক জনমত গ্রহণের অপরিহার্যতা	
		৩৪৭	জাপা	কমিটি গঠন করে জনমত যাচাই ও প্রচার	
	অর্থ বিল, ২০১৬	১৭৯	জাপা	অধিকতর যাচাই বাছাই ও ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ সুমুহের ব্যাখ্যা	
		৪১	জাপা	গরিব জনসাধারণের ব্যবহার্য্য সাধারণ উপকরণসুমুহ	

১১তম অধিবেশন				থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার	
		২৫৬	জাপা	জনগণের উপর থেকে করের চাপ প্রত্যাহার	
		৩৪৪	জাপা	জনগণকে অধিকতর অবগতকরন	
		১৫৩	জাপা	জনস্বার্থে বাজেট প্রচার ও জনমত গ্রহণ	
১২তম অধিবেশন	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (সংশোধন) বিল, ২০১৬	১৫৩	জাপা	উচ্চ শিক্ষা ও নিম্ন শিক্ষার জন্য কত ভাগ আরেকটু গবেষণা দরকার ।	অংশীজন বৈঠকে মতামত গ্রহন
		১৭৯	জাপা	তাড়াহুড়ো না করে আরেকটু যাচাই বাচাই দরকার	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	জনগনের মতামত মূল্যায়ন করতে হবে ।	
		১২৯	স্বতন্ত্র	অনার্স, কৃষি, প্রযুক্তি ও মেডিলের শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাবস্থা গ্রহন করা ।	
		৪১	জাপা	কিভাবে এর সুফল সবার নিকট পৌঁছানো যায় তার জন্য আলোচনা দরকার ।	
		২৫৬	জাপা	দরিদ্র ও মেধাবী তার একটি সংজ্ঞা দরকার । আরো প্রচার দরকার ।	
		৩৪৭	জাপা	আরো আলোচনা দরকার ।	
১২তম অধিবেশন	Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privileges) (Amendment) Bill, 2016	১৫৩	জাপা	Privileges মানে টা কি ?	
		২৩৩	জাপা	বিচারকদের কি কি সুবিধা দিচ্ছি তা জনগনের জানার অধিকার আছে ।	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	জনগনের সুপরামর্শ ও মুক্ত চিন্তার সমাহার ঘটবে ও মূল্যায়িত হবে ।	
		৪১	জাপা	বিল সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ভাবে জনগনের সামনে উপস্থাপন করা যায়।	
		২৫৬	জাপা	আরো প্রচার দরকার ।	
		৩৪৭	জাপা	সবাইকে জানাতে হবে ।	
	রাষ্ট্রপতির অবসর ভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা বিল, ২০১৬	২৩৬	স্বতন্ত্র	জনগনের সুপরামর্শ ও মুক্ত চিন্তার সমাহার ঘটবে ।	অংশীজন বৈঠকে মতামত গ্রহন, ওয়েবসাইটে প্রকাশ
		২৩৩	জাপা	রাষ্ট্রপতির অবসর ভাতা সময়োপযোগী কিনা ।	
		১৫৩	জাপা	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ পাবে না কেন ।	
		১৭৯	জাপা	বৈধ রাষ্ট্রপতি (হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ) পাবেন	
		২৫৬	জাপা	আদালতের রায় অনুযায়ীই (হুসেইন মু: এরশাদ) পাবেন	
		৪১	জাপা	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে এই বিলের আওতায় আনতে	
		১২৯	স্বতন্ত্র	স্ত্রী-সন্তান ও কারা কারা কি পরিমাণ পাবে ।	
		৩৪৭	জাপা	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে এই বিলের আওতায় আনতে।	
১২তম অধিবেশন	বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবকমূলক কার্যক্রম), রেগুলেশন বিল, ২০১৬	২৩৩	স্বতন্ত্র	বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আরো যাচাই বাচাই প্রয়োজন।	
		১৫৩	জাপা	এনজিও গুলো কি ভাবে জনহিতকর কাজ করবেন।	
		২৫৬	জাপা	আরো গতিশীল ও স্বচ্ছতা করতে হবে।	
		১২৯	স্বতন্ত্র	নিয়ন্ত্রন ও স্বচ্ছতা আনয়ন করতে হবে।	
		৩৪৪	জাপা	গুরোত্তপূর্ন বিষয় বলে আরো যাচাই বাচাই দরকার।	
		৩৪৫	জাপা	পরিমার্জন ও সংশোধন করলে সাংঘর্ষিক হবে না।	
		৩৪৭	জাপা	জবাবদিহিতা স্বচ্ছতা আনয়ন করতে হবে।	
	জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৬	১৫৩	জাপা	রাষ্ট্রপতির অনুমতি নেই।	
		১২৯	স্বতন্ত্র	রাষ্ট্রপতির অনুমতি নেই। কি পদ্ধতিতে করবেন।	
		২৫৬	জাপা	রাষ্ট্রপতির অনুমতি নেই। সরাসরি ভোটে সদস্য নির্বাচন করা উচিত।	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	জনগনের সুপরামর্শ, মুক্ত চিন্তার সমাহার ঘটবে, ভিত শক্ত হবে।	
	পার্বত্য চট্রগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১৬	১৫৩	জাপা	প্রচলিত আইন দিয়ে হবে না। রাষ্ট্রপতির অনুমতি নেই।	
		১২৯	স্বতন্ত্র	বাঙ্গালী ও পাহাড়ীদের সহাবস্থানের ব্যবস্থা কনতে হবে।	
		২৫৬	জাপা	আরো শক্ত ভাবে নেওয়া উচিত।	
		৩৪৫	জাপা	জনগনকে জানাতে হবে।	

১৩তম অধিবেশন	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর বিল, ২০১৬	১৫৩	জাপা	কি প্রশিক্ষণ, কেমন সুনাগরিক, ক্রান্তিলগ্ন কেন আসবে?	
		৪১	জাপা	সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা প্রসংঙ্গে।	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	আইনগত গ্রহনযোগ্যতা পাবে, সমাদৃত করতে হবে।	
		২৫৬	জাপা	দেশের প্রয়োজনে বিলটি সঠিকভাবে প্রনয়নের ব্যাবস্থা করা।	
	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরষ্কার ট্রাস্ট বিল, ২০১৬	১৫৩	জাপা	ট্রাস্ট কথাটি ব্যাবহার না করলেই ভালো, ফুল ও অন্তর্ভুক্ত করা	ওয়েবসাইটে প্রকাশ
		২৩৬	স্বতন্ত্র	নতুন নতুন ধারনা পাওয়া যাবে, সমালোচনা এড়ানো যাবে।	
	বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল বিল, ২০১৬	১৫৩	স্বতন্ত্র	মিডওয়াইফারি কাউন্সিল টানলেন কেন।	ওয়েবসাইটে প্রকাশ
		৪১	জাপা	ভিডিও রেকর্ড পাওয়া যায় নি।	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	ভিডিও রেকর্ড পাওয়া যায় নি।	
		২৫৬	জাপা	সামরিক ফরমানে জারিকৃত। গুরুজনের মতামত ও নিতে হবে	
		২৭৫	জাপা	সামরিক আইন দ্বারা জারিকৃত, তাই এটি অবৈধ।	
	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) বিল, ২০১৬	১৫৩	জাপা	সমগ্র দেশে কেন নয়। নির্দিষ্ট জেলায় কেন।	অংশীজন বৈঠকে মতামত গ্রহন, ওয়েবসাইটে প্রকাশ
		৪১	জাপা	জনগনের সমস্যা বের করতে হবে।	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আরো আলোচনা প্রয়োজন।	
	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) বিল, ২০১৬	২৫৬	জাপা	বিপুল পর্যায়ে প্রচার দরকার।সবাইকে জানানো দরকার।	
		৪১	জাপা	কিভাবে সঠিক ও সহজ উপায়ে সেবা দেওয়া যায়, দুর্নিতী দূর করা।	
		২৩৬	স্বতন্ত্র	জনগনের সুপরামর্শ ও মুক্ত চিন্তার সমাহার ঘটবে ও মূল্যায়িত হবে।	
১৩তম অধিবেশন		১৫৩	জাপা	আরো সুদূরপ্রসারী চিন্তা দরকার, ভুল আছে। আবার আসা না লাগে	
		১৭৯	জাপা	আরো সুদূরপ্রসারী চিন্তা দরকার, হয়রানী এড়ানোর জন্য।	

পরিশিষ্ট ৪: প্রশ্নোত্তর পর্বে সরাসরি উত্তর প্রদান (সপ্তম-ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত)

অধিবেশন	প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব (কার্যদিবস)	মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব (কার্যদিবস)
সপ্তম	২	৮
অষ্টম	১	১১
নবম	৫	১৬
দশম	২	৫
একাদশ	৫	৭
দ্বাদশ	১	৮
ত্রয়োদশ	১	৫
মোট	**১৭**	**৬০**

পরিশিষ্ট ৫: মন্ত্রীদের সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রশ্নের সংখ্যা (সপ্তম-ত্রয়োদশ অধিবেশন)

মন্ত্রণালয়	প্রশ্নের সংখ্যা
সংস্থাপন	১
বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী	১২
অর্থ	২২
কৃষি	১৮
পাট ও বস্ত্র	২
আইন, বিচার ও সংসদ	৩
পরিকল্পনা	১৪
ডাক ও টেলিযোগাযোগ	৫
স্বরাষ্ট্র	২১
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৩২
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১
প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	১৩
ভূমি	৭
তথ্য	৩
সমাজকল্যান	৬
শিল্প	৩
পানি সম্পদ	১৫
বাণিজ্য	৬
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৫
খাদ্য	৮
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	৬
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	৩০
পররাষ্ট্র	৬
শিক্ষা	১৮
মৎস্য ও পশুসম্পদ	৬
নৌ-পরিবহন	৫
পরিবেশ ও বন	৪
রেল যোগাযোগ	৯
সড়ক ও সেতু	৩৩
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	১১
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	২
যুব ও ক্রীড়া	৮
গৃহায়ন ও গণপূর্ত	২
ধর্ম	৭
মহিলা ও শিশু	৭
দুর্যোগ ও ত্রাণ	১২
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১০
সংস্কৃতি	২
মোট	৩৭৫

পরিশিষ্ট ৬ : প্রত্যাহৃত ও প্রত্যাখ্যাত নোটিসসমূহ (সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত)

১ লক্ষ্মীপুরের নব গঠিত চন্দ্রগঞ্জ থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা

২ নারায়ণগঞ্জ জেলায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপন করা

৩ রাজশাহী জেলার পবা এবং মোহনপুর উপজেলার জরাজীর্ণ রাস্তাসমূহ সংস্কারকল্পে এককালীন ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেওয়া

৪ নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার উপজেলার প্রাকৃতিক গ্যাসবিহীন এলাকায় দ্রুত প্রাকৃতিক গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ

৫ রাজধানী ঢাকায় কর্মরত পুলিশ সদস্যদের আবাসন সঙ্কট নিরসনে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ

৬ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলাধীন নবগঠিত চন্দ্রগঞ্জ থানা ভবনটি স্থায়ীভাবে নির্মাণ

৭ ইন্টারনেট অপরাধী শনাক্তকরণে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

৮ গত বর্ষা মৌসুমে প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাঘাট সংস্কার ও পুনঃ পাকাকরণের লক্ষ্যে এককালীন প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়া

৯ নাটোর সদর উপজেলায় একটি আই, টি পার্ক স্থাপন করা

১০ মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া ও কমলগঞ্জ উপজেলার সকল কাঁচা রাস্তা পাকা করা

১১ সংসদের অভিমত এই যে, অবিলম্বে মাইকেল মধু সুদন দত্তের স্মৃতি বিজড়িত যশোরের কেশবপুরে একটি সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হউক

১২ নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা সদরে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা

১৩ যশোর বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নীত করা

১৪ কুশিয়ারা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গনের কবল হতে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার বেলকোনা হইতে গয়াসি পর্যন্ত ৩/৪ কিলোমিটার ফসলী জমি-জমা, বাড়ি-ঘর ও রাস্তা-ঘাট রক্ষাকল্পে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

১৫ চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় অবিলম্বে ১০টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ করা হউক

১৬ দেশের খাদ্য উদ্বৃত্তের জেলা ও খাদ্য ভান্ডার খ্যাত নওগাঁ জেলাসহ নওগাঁ-৬ নির্বাচনী এলাকায় খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হউক

১৭ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার কাল্লুশাহ মাজার সংলগ্ন ওভার ব্রীজের নিচে একটি আন্ডারপাস নির্মাণ করা হউক

১৮ জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৬ (অধ্যাদেশ নং-২, ২০১৬) অধ্যাদেশ অননুমোদন সম্পর্কিত (**প্রত্যাখ্যাত**)

পরিশিষ্ট ৭: ৭১ বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আলোচিত নোটিসের সংখ্যা (সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়	নোটিসের সংখ্যা
সংস্থাপন	১
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৪
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১
স্বরাষ্ট্র	২
ভূমি	১
শিল্প	১
পানি সম্পদ	৩
বিমান ও পর্যটন	২
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	২
শিক্ষা	২
মৎস্য ও পশুসম্পদ	১
নৌ-পরিবহন	১
রেল যোগাযোগ	৪
সড়ক ও সেতু	২
মহিলা ও শিশু	১
দুর্যোগ ও ত্রাণ	১

মন্ত্রণালয়	নোটিসের সংখ্যা
যুব ও ক্রীড়া	১
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৩
মোট	৩৩

পরিশিষ্ট ৮: ৭১(ক) বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আলোচিত নোটিসের সংখ্যা (সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়	নোটিসের সংখ্যা
প্রতিরক্ষা	১
বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী	২৯
অর্থ	৪
কৃষি	৩
আইন, বিচার ও সংসদ	৮
পরিকল্পনা	১
ডাক ও টেলিযোগাযোগ	২
স্বরাষ্ট্র	৩৫
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৮৫
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৩
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	৩
ভূমি	৮
সংস্কৃতি	৩
সমাজকল্যাণ	৪
শিল্প	৪
পানিসম্পদ	২৬
বাণিজ্য	৪
বিমান ও পর্যটন	৭
দুর্যোগ ও ত্রাণ	১২
খাদ্য	৩
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	৩
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৫৮
পররাষ্ট্র	১
শিক্ষা	৫৩
মৎস্য ও পশুসম্পদ	৫
নৌ-পরিবহন	৭
পরিবেশ ও বন	৪
রেলওয়ে	১৪
সড়ক ও সেতু	৬৬
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	৬
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১
যুব ও ক্রীড়া	১
গৃহায়ন ও গণপূর্ত	৪
ধর্ম	১
মহিলা ও শিশু	১
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫
মোট	৪৭৫

পরিশিষ্ট ৯: মূলতবি প্রস্তাবের বিষয়সমূহ

১. ঘুষ দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত এসি ল্যান্ড অফিস, জিম্মি সাধারণ মানুষ, কোটিপতি গুলশান ভুমি অফিসের নাজির মিজান প্রসঙ্গে।

২. ভয়ঙ্কর জেএমবি ফিরে আসা, নিমুর্লের কৌশল নির্ধারণ প্রসঙ্গে ।

৩. ঝুকি ও জঞ্জাল ফুট ওভার ব্রিজ প্রসঙ্গে ।

৪. দুই বছরে ১৬৯৩টি রপ্তানীমুখি পোষাক কারখানা বন্ধ, কয়েকলক্ষ শ্রমিকের চাকরি হারানো প্রসঙ্গে ।

৫. গণ পরিবহন খাত নিয়ন্ত্রণহীন প্রসঙ্গে ।

৬. শিক্ষা লাভের অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে বর্ধিত বেতন ধার্যের সিদ্ধান্ত বাতিল প্রসঙ্গে।

৭. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের বরখেলাপ, ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের অবজ্ঞা এবং উৎকোচের বিনিময়ে ফরিয়াদকারী সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়েরর হওয়ায় এসি ল্যান্ড ফারুক আহম্মদ অভিযোগ না শুনে তাকে কক্ষ থেকে বের করে দিয়ে প্রতিপক্ষের পক্ষ অবলম্বন করায় এসি ল্যান্ডের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রসঙ্গে।

পরিশিষ্ট ১০: দশম জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহের আগস্ট'১৫-ডিসেম্বর '১৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	স্থায়ী কমিটির বৈঠক সংখ্যা আগস্ট'১৫-ডিসেম্বর '১৬
১.	কার্য-উপদেষ্টা কমিটি	৪
২.	সংসদ কমিটি	৩
৩.	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০
৪.	কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০
৫.	বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	১
৬.	পিটিশন কমিটি	০
৭.	লাইব্রেরী কমিটি	১
৮.	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২২
৯.	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	১৩
১০.	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	১৪
১১.	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি	৯
১২.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮
১৩.	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬
১৪.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২
১৫.	স্থানীয় সরকার,পল-ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪
১৬.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০
১৭.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫
১৮.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪
১৯.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩
২০.	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২
২১.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২
২২.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭
২৩.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮
২৪.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬
২৫.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭
২৬.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪
২৭.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭
২৮.	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬
২৯.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪
৩০.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭
৩১.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬
৩২.	সড়ক, পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮
৩৩.	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯
৩৪.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০

৩৫.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯
৩৬.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪
৩৭.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮
৩৮.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮
৩৯.	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮
৪০.	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১১
৪১.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯
৪২.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২
৪৩.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩
৪৪.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০
৪৫.	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২
৪৬.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩
৪৭.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮
৪৮.	রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২
৪৯.	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩
৫০.	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫
	সর্বমোট	**৩৩৭**

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়

পরিশিষ্ট ১১- একাদশ জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতির হার (সপ্তম-ত্রয়োদশ অধিবেশন)

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	(সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ) উপস্থিতি (%)	সার্বিক গড় উপস্থিতি (%)
১.	সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩০-৬০	৪৩
২.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬০-৯০	৭৭
৩.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫০-৯০	৭২
৪.	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-৮১	৫১
৫.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩০-১০০ (১টি সভায় ১০০%)	৭২
৬.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪০-৮০	৫৯
৭.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬০-১০০ (১টি সভায় ১০০%)	৭৬
৮.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬০-৯০	৭২
৯.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪০-১০০ (১টি সভায় ১০০%)	৬৫
১০.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪০-৯০	৬৮
	সার্বিক গড়	**৩০-১০০** (৩টি সভায় ১০০%)	**৬৫**

তথ্যসূত্র: প্রকাশিত কমিটি প্রতিবেদন (জাতীয় সংসদ সচিবালয়)

পরিশিষ্ট ১২ : সংসদের স্পিকার হিসাবে দায়িত্ব পালন (সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত)

অধিবেশন	স্পিকার	ডেপুটি স্পিকার	সভাপতি প্যানেল	মোট
সপ্তম	১৭ ঘন্টা ১৯ মিনিট (৬১%)	০৯ ঘন্টা ০৯ মিনিট (৩২%)	০১ ঘন্টা৫৫ মিনিট (৭%)	২৮ ঘন্টা ২৩ মিনিট
অষ্টম	৩৫ ঘন্টা ৩৩ মিনিট (৮৫%)	৬ ঘন্টা ১৬ মিনিট (১৫%)	-	৪১ ঘন্টা ৪৯ মিনিট
নবম	৭১ ঘন্টা ০৪ মিনিট (৭৩%)	২৪ ঘন্টা ৫৮ মিনিট (২৬%)	৫৭ মিনিট (১%)	৯৬ ঘন্টা ৫৯ মিনিট
দশম	১৫ ঘন্টা ২৪ মিনিট (৫৯%)	১০ ঘন্টা ৪৪ মিনিট (৪১%)	-	২৬ ঘন্টা ০৮ মিনিট

অধিবেশন	স্পিকার	ডেপুটি স্পিকার	সভাপতি প্যানেল	মোট
একাদশ	৩৪ ঘন্টা ৫২ মিনিট (৩২%)	৬৬ ঘন্টা ৪০ মিনিট (৬১%)	৭ ঘন্টা ৪৬ মিনিট (৭%)	১০৯ ঘন্টা ১৮ মিনিট
দ্বাদশ	১৪ ঘন্টা ২১ মিনিট (৫১%)	১৩ ঘন্টা ৩১ মিনিট (৪৯%)	-	২৭ ঘন্টা ৫২ মিনিট
ত্রয়োদশ	১১ ঘন্টা ০২ মিনিট (৭১%)	০৪ ঘন্টা ২৪ মিনিট (২৯%)	-	১৫ ঘন্টা ২৬ মিনিট
মোট	**১৯৯ ঘন্টা ৩৫ মিনিট (৫৭.৭০%)**	**১৩৫ ঘন্টা ৪২ মিনিট (৩৯.২৩%)**	**১০ ঘন্টা ৩৮ মিনিট (০৩.০৭%)**	**৩৪৫ ঘন্টা ৫৫ মিনিট (১০০%)**

পরিশিষ্ট ১৩: বাজেট আলোচনা পর্বে সদস্যদের বক্তব্যের বিষয়সমূহ

বিষয়ের ধরন	বক্তব্য	সদস্য/দল
সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার	" খালেদা জিয়াই হচ্ছে এ যুগের ঘষেটি বেগম। ২০১৩-১৪ সালে পুড়িয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যা করেছে, ২০১৫ সালে পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ খুন করেছে, আর এখন রণকৌশল গুপ্তহত্যা, টার্গেট কিলিং। .. ভূতের মুখে রাম নাম.. .. সাত খোপের কবুতর খাইয়া বিলাই হলো সাধু, খালেদা জিয়া তদ্রুপ.."	সরকার দলীয় সদস্য
সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার	"প্রধানমন্ত্রী তো 'নীলকণ্ঠমনি'- উনি বিষ খেয়েও হজম করতে পারেন; তাই সব হজম করে উনাদের (জাসদ) সংসদে এনেছেন। আজ যারা গুম-খুন করে চলেছেন, একসময় তাদেরও না সংসদে নিয়ে আসেন।"	প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য
আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ	"জনগণের শত শত কোটি টাকা পাচার হয়ে যাবে আর আমরা তামাশা দেখব, তা হতে পারে না। আর্থিক খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করা না গেলে বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। অর্থমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন, সাগরচুরি হয়েছে। কিন্তু এই সাগরচুরির সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?"	প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য
	"সংসদে আমরা আলোচনা করি আর ব্যাংক থেকে দ্বিগুন গতিতে টাকা লুট হয়। লুটেরাদের শাস্তি হয় না। ২০১১-১২ সালে শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারী হয়েছিল, বিচার করতে পারিনি।"	প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য
	ব্যাংক থেকে হাচার হাজার কোটি টাকা লুট হয়, তাদের নামে মামলা হয় না; আর কৃষকরা অল্প কিছু টাকা ঋণ নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছেন কেন?	প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য
	"৩৮টি মন্ত্রণালয় বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয় করেছে। এর কারণ প্রকল্পের কাজ শুরুর আগেই কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। ব্যয় করা টাকা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়গুলো যে দাবি করেছে, সে বিষয়ে আমাদের আপত্তি আছে। কারণ, অতিরিক্ত ব্যয় হওয়া প্রকল্পগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। কাজে স্বচ্ছতা নেই, জবাবদিহিতা নেই।"	প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য
	"দেশের প্রত্যেকটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুষ, দুর্নীতি। বেতন ভাতা দ্বিগুণ করে দিলেন, এই ট্যাক্সের টাকা জনগণ দেবে। আবার যখন তহসিল অফিসে যাই তখন বলে দশ হাজার টাকা দেন, দারোগা সাহেবের ধারে গেলে বলে টাকা দেন ... ."	অন্যান্য বিরোধী দলীয় সদস্য
	"ব্যাংক ও পুঁজিবাজারে মারাত্মক সমস্যা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পাঁচ বছরের নিরীক্ষা আপত্তির পরিমাণ ২৮ হাজার কোটি টাকা। সেবা খাতে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। প্রকল্প গ্রহণে পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তবতার মিল থাকে না। রাষ্ট্রের আর্থিক বিভাগ চৌর্যবৃত্তিতে ভরে গেছে। এ দেশে যারা পয়সাওয়ালা হিসেবে পরিচিত, তারাই এসব চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে জড়িত। বেসিক ব্যাংকে টাকা চুরির আলোচনা শেষ না হতেই বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ লুট হয়ে গেছে। অর্থমন্ত্রী এসব বিষয়ে কী ব্যবস্থা নিয়েছে.. .. .. যেসব অর্থনৈতিক সন্ত্রাসী ও অর্থনৈতিক জঙ্গি, যারা বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ড খুবলে খায়; তাদের প্রতি কোনো টলারেন্স দেখানো হচ্ছে? তিনি বলেন, একের পর এক ব্যাংক কেলেঙ্কারি হয়েছে। হল-মার্ক, বিসমিল্লাহ, বেসিক ব্যাংক, ওম প্রকাশ আগারওয়াল টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি হয়েছে। শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারিতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি দায়ী হলেও তাদের বিরুদ্ধে মামলা নেই। হল-মার্কের ঘটনায়	সরকার দলীয় সদস্য

	সাজা হয়নি। বেসিক ব্যাংকের ঘটনায় মামলা নেই। আবদুল হাই বাচ্চুর কিংবা ডেসটিনির ঘটনায় সাজা হয়নি। এ অর্থের কুমিররা আইনকে গ্রাস করতে পারে। প্রতিবছর গড়ে বাংলাদেশ থেকে ৮০ কোটি ডলার পাচার হয়ে যাচ্ছে। একটি দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বানানো হয়েছিল এগুলো বের করার জন্য। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দুদকের কাজ হয়ে গেছে দায়মুক্তি দেওয়া। ২০১৫ সালেও ৪২১ জনকে দায়মুক্তি দিয়েছে।"	

পরিশিষ্ট ১৪: রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা পর্বে সদস্যদের বক্তব্যের বিষয়সমূহ

বিষয়ের ধরন	বক্তব্য	সদস্য/দল
সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার	"পোড়া লাশের গন্ধ বেগম খালেদা জিয়ার কাছে আতরের মতো মনে হয়। এদের (বিএনপি) কিছুই অরজিনাল না, এমনকি এদের মার্কাটিও ভাসানী ন্যাপ এর কাছ থেকে হাইজ্যাক করা। .. .. .. এ দেশে বিদেশে ভাড়া খাটা কিছু 'পর-খাউয়া' বুদ্ধিজীবী আছে, যাদের কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের অপবাদ গেয়ে বেড়ানো। ৩০-৪০% সুদ নিতেও এদের বিবেকে বাধে না। গরীব মানুষের রক্ত চুষে খায়, রক্ত চোষা বাদুড় হলো এরা, রাত্রে এরা হলো নিশাচর।"	*সরকার দলীয় সদস্য*
	"বেগম খালেদা জিয়া ভোল পাল্টে অপতৎপরতায় লিপ্ত আছে। তিনি বাস্তবে এতজন আগুন সন্ত্রাসী, জঙ্গী নেত্রী; তিনি গণতন্ত্রের জন্য অনুপযুক্ত। Generally, BNP is always pro Pakistani and pro army. বিএনপির প্রত্যেকটি ক্রমোজম পাকিস্তানপন্থী; একটি ক্রমোজোমও গণতন্ত্রপন্থী নয়। বিএনপিকে বেগম খালেদা জিয়া ইতিহাসের ভাগাড়, dustbin- এ পারিণত করেছে।"	- সরকার দলীয় সদস্য
নিজেদের দলীয় অবস্থান ও কার্যক্রম নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা	"আমাদের বিরোধীদলের নেতা রওশন এরশাদ, তিনি তার যোগ্য ভূমিকা পালন করছেন, কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় মাঝে মধ্যে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ সাবের বক্তব্য শুনে, আমরা বিভ্রান্ত হই, বিভ্রান্ত জাতীয় পার্টিও হয়। ... এতদিন পরে তার বোধোদয় হয়েছে, তিনি বলেছেন আমার দলের সদস্যরা মন্ত্রিসভায় থাকবে কি থাকবে না এটা সিদ্ধান্ত নেবেন"...	- প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য
নির্বাচনী এলাকার চাহিদা উত্থাপন	"আজকে স্থানীয় সরকার মহা কর্মযজ্ঞ শুরুকরেছে, তিনি (মোশারফ হোসেন, এলজিআরডি ,মন্ত্রী) আমার বাগেরহাটের জামাই; আজকে বাগেরহাটে সুপেয় পানির দারুন দুরাবস্থা, পৌরসভায় পানির অকাল; আমি অনুরোধ করবো, বাগেরহাট পৌরসভাসহ এই এলাকায় মানুষের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা তিনি করবেন.. ... দুই-একটা মিনিট সময় একটু বাড়িয়ে দিলে এলাকার কিছু সমস্যার কথা বলতাম, বাগেরহাটের ঐতিহ্যবাহী সরকারি পিসি কলেজ, এটাকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবি জানাচ্ছি; আমার এলাকায় শহীদ শেখ আবু নাসের মহিলা কলেজ, কচুয়া ডিগ্রী কলেজ, খান জাহান আলী ডিগ্রী কলেজ কে সরকারি করণের প্রস্তাব রাখছি। বাগেরহাট ২৫০ শয্যার হাসপাতালকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল করার আহ্বান জানাচ্ছি।"	- সরকার দলীয় সদস্য
	"আমরা দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ, পদ্মা সেতু হওয়ার পরেই আমাদের প্রশ্ন জাগবে....আমাদের বরিশাল এ যেন রেল লাইন হয়। বরিশালের সঙ্গে আমাদের চার লেনের খবর আমি জানি না এই চার যেন যেন করা হয়, এই চার যেন যেন কুয়া কাটা এবং পায়রা বন্দর পর্যন্ড় যেন চলে যায় ; বরিশাল একটি মাত্র বিভাগ সেখানে যেন রেল লাইন চলে যায়। বরিশালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় নাই , সেটা আমি দাবি করছি। বরিশালে প্রাণিবিদ্যা ফ্যাকাল্টি আছে সেটা একটা বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক। আমাদের গ্যাস নাই, গ্যাস ভিত্তিক শিল্প করা হোক। গ্যাস যদি বাড়িতে নাও দেয়া হয় তবে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প করা হোক, বরিশাল এর মানুষ এটা আশা করে। আমার এলাকায় জোয়ারখালী-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা যে রাস্ড়াটি আছে সেটা আধুনিক মানের সুন্দর করা হয়। যেটা হবে বরিশালে একেবারে দক্ষিণ অঞ্চলে কুয়াকাটা যেটা আন্ড়র্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র, সেটা যেন সুন্দর ভাবে গড়ে তোলা হয়। "	- অন্যান্য বিরোধী সদস্য
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ	"২০১৪ সালে নির্বাচনের অছিলায় এবং ২০০১-এ বিজয়ের পরে, খালেদা জিয়ার ক্যাডাররা ধর্মীয় সংখালঘুদের বাড়ি ঘর মন্দির ভাঙচুর করে। .... দেশের সংখ্যালঘুদের দাবি, নিরেপেক্ষ তদন্তপূর্বক দলমত নির্বিশেষে দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে, তা না হলে তারা অনুরূপ ঘটনা আবারো ঘটাবে এবং সংখ্যালঘুরা মনোবল হারিয়ে দেশত্যাগ করবে।"	- সরকার দলীয় সদস্য

পরিশিষ্ট ১৫: আলোচনা পর্বে সদস্যদের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার

বিষয়ের ধরন	বক্তব্য	সদস্য/দল
সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার	"ধিক্কার জানাই খালেদা জিয়াকে কারণ, খালেদা জিয়া ঐ মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ছিলেন পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্টে জানুজয়ার পরকীয়ায় মত্ত, তখন উনি মুক্তিযুদ্ধের কথা কী করে জানবেন মাননীয় স্পিকার? ঐ জিয়াউর রহমান যখন তাকে খোলা ময়দানে আসতে বলেছিল, উন্মুক্ত জায়গায় উনি আসেননি কারণ উনি পাকিপ্রেমীতে মত্ত ছিলেন। ওকে (খালেদা জিয়া) আমরা নাকে খৎ দিয়ে এই বাংলাদেশ থেকে তাড়ানোর জন্যে দাবি জানাই মাননীয় স্পিকার।"	*সরকার দলীয় সদস্য*
	"জানজুয়ার, টিক্কা খান, নরখাদকরা সারাদিন মানুষ হত্যা করতে করতে যখন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে গেছেন, তখন তাদেরকে নতুন উদ্যম দিয়েছেন এই বেগম খালেদা জিয়া। প্রতিদিন, প্রতিরাতে, প্রতিক্ষণে মানুষ হত্যার জন্যে এই নরখাদকদের নতুন উদ্যম যোগাতেন বেগম খালেদা জিয়া।"	- সরকার দলীয় সদস্য
	".. ..দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করেছে, ... খালেদা ও তার কুলাঙ্গার পুত্র তারেক, ইসরাইলের সঙ্গে .. হাত মিলিয়েছে, এক খুনি আরেক খুনির সাথে হাত মিলিয়েছে.. ষড়যন্ত্র করছে.. .. .. তারা এখন টিউলিপ কে হুমকি দিচ্ছে, ঐ হুমকিদাতা লম্পট কুলাঙ্গার তারেক বিএনপি একটা নষ্ট দল, জন্ম হয়েছে অবৈধভাবে, এই দলের কাজ খুন করা.. .. .. জিয়ার হাত রক্তে রঞ্জিত.. .. বেগম খালেদা জিয়া মুক্তিযুদ্ধেও সময় দুই মাস আপনি পাকি সেনা জানজুয়ার বাহুলগ্ন হয়ে কোন যুদ্ধটি করেছিলেন.. আর আপনার পুত্র তারেক, কোন অবস্থায় কার সঙ্গে দেখে গুলি করেছিল, আর ঐ গুলি আপনার পায়ে লেগেছিল.. ..।"	- সরকার দলীয় নারী সদস্য
	"চোরায় না শোনে ধর্মের কাহিনী- বেগম খালেদা জিয়া না দেশের মানুষকে ভালবাসলেন, না দেশকে ভালবাসলেন, তিনি ষড়যন্ত্রই করে গেলেন .. .. তার স্বামীর মত, ষড়যন্ত্র করেই তিনি মনে করেছেন দেশের ক্ষমতায় যেতে পারবেন.. .. (জয়ের সাথে সাফাদির দেখা হওয়া প্রসঙ্গে সাফাদিকে উদ্দেশ্য করে).. ..হারমজাদা, মিথ্যেবাদী, একদম একজন হারমজাদা, মিথ্যে কথা বলেছে... .. জয়ের সাথে দেখা করার ছবি.. অডিও কোথায়.. ..?"	- সরকার দলীয় নারী সদস্য।
	"শক্তিধর দেশগুলো চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে; সর্প হয়ে দংশন করে, ওঝা হয়ে ঝাড়ে। লাদেনকে পালাপোষা করে, আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে বডি প্যাক করে সমুদ্রে ফেলে দেয়;.. .. .. আমাদের দেশের কর্মকান্ডেও এরা আহা-উহু করে.. .."	- সরকার দলীয় নারী সদস্য

পরিশিষ্ট ১৬: আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও আর্থিক অনিয়ম সম্পর্কে বিরোধী সদস্যদের বক্তব্য

বিষয়ের ধরন	বক্তব্য	সদস্য/দল
আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক	"ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে হত্যার উৎসব হয়েছে। মনোনয়ন বাণিজ্যের কারণে গুলিবিদ্ধ নির্বাচন হয়েছে।"	প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য
আর্থিক অনিয়ম সম্পর্কিত	"বর্তমানে দুঃশাসনের মাত্রা 'সুশাসন' শব্দটাকে বুলিতে পরিণত করেছে। মেগা প্রকল্পগুলোতে মেগা লুটপাট হচ্ছে। অথচ অর্থমন্ত্রী কর বাড়িয়ে সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছেন।"	প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য

পরিশিষ্ট ১৭: সদস্যদের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার (দলভিত্তিক)

	সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে (বার)	সংসদের বাইরের জোট সম্পর্কে (বার)
সরকারি দল	**১০৩**	**১৭৪৯**
প্রধান বিরোধী দল	**২৩২**	**২৪৩**
অন্যান্য বিরোধী সদস্য	**৯৮**	**১০৯**
মোট	**৪৩৩**	**২১০১**

পরিশিষ্ট ১৮: আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ (২০১৫-১৬)

List of International Agreements: 2015 & 2016

(Indicative and Incomplete)

Sl. No.	Agreements	Signed on
A. INDIA		
1.	Bilateral Trade Agreement (renewal)	06/06/2015
2.	Exchange of Instruments of Ratification of 1974 Land Boundary Agreement and its 2011 Protocol	
3.	Exchange of letters on Modalities for implementation of 1974 Land Boundary Agreement and its 2011 Protocol	
4.	Agreement on Coastal Shipping between Bangladesh and India	
5.	Protocol on Inland Water Transit and Trade (renewal)	
6.	Bilateral Cooperation Agreement between Bangladesh Standards & Testing Institution (BSTI) and Bureau of Indian Standards (BIS) on Cooperation in the field of Standardization	
7.	Agreement on Dhaka-Shillong-Guwahati Bus Service and its Protocol	
8.	Agreement on Kolkata-Dhaka-Agartala Bus Service and its Protocol	
9.	Agreement between Coast Guards	
10.	Prevention of Human Trafficking	
11.	Agreement on Prevention of Smuggling and Circulation of Fake Currency Notes	
12.	Statement of Intent on Bangladesh-India Education Cooperation (adoption)	
13.	Agreement between Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) and Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) for leasing of international bandwidth for internet at Akhaura	
14.	A Project under IECC (India Endowment for Climate Change) of SAARC	
15.	Cultural Exchange Program for the years 2015-17	
16.	Use of Chittagong and Mongla Ports	
17. – 21.	**Theme:** 5 more agreements on education, infrastructure development etc.	
source: http://bdnews24.com/bangladesh/2015/06/06/list-of-bangladesh-india-bilateral-deals-signed-during-modis-dhaka-visit (Published: 2015-06-06) http://www.thedailystar.net/city/agreements-signed-between-bangladesh-and-india (June 2015)		

B. CHINA		
22.	A cooperation agreement on increasing investment and production capacity building, under which 28 development projects	14/10/2016
23.	An economic and technical cooperation agreement	
24.	Loan agreement for Karnaphuli tunnel construction	
25.	Credit agreement for Dashekandi Sewerage Treatment Plant project	
26. – 29.	Four loan deals with regards to six ships	
30.	Framework agreements for constructing Karnaphuli tunnel	
31.	Framework agreements for constructing Dasherkandi plant	
32.	The projects of Karnaphuli Multi-Lane	
33.	Tunnel project in Chittagong, the Confucius Institute at Dhaka University	
34.	The Tier-4 National Data Centre in Gazipur's Kaliakoir	
35.	Shahjalal Fertiliser Company Limited in Fenchuganj	
36.	A 1320 megawatt thermal power plant in Patuakhali's Payra	
37.	A 1320 MW coal-fired power plant in Chittagong's Banshkhali	
38. – 48.	**Theme:** 11 more agreements on construction and operation of infrastructure, metallurgy and material, resource processing, equipment manufacturing, light industry, electronics and textiles, semiconductors and nanotechnology, industry clusters, developing and investing in the ICT sector, river management, including dredging with land reclamation, deepen trade and investment cooperation and identified infrastructure, industrial capacity cooperation, energy and power, transportation, information and communication technology, agriculture.	
Sources: http://bdnews24.com/bangladesh/2016/10/14/bangladesh-chinasign-27-deals-as-president-xi-visits-dhaka (Published: 2016-10-14) http://www.reuters.com/article/us-bangladesh-china-idUSKCN12D34M?il=0 (Published: Fri Oct 14, 2016) http://www.thedailystar.net/frontpage/bangladesh-china-joint-statement-1299403 (16 October 2016)		
C. Bahrain		
49.	Agreement for the Avoidance of Double Taxation	22/12/2015
50.	Agreement on the Promotion and Protection of Investments	

Source: Ministry of Finance, Kingdom of Bahrain (http://www.mof.gov.bh/topiclist.asp?ctype=agree&id=109)		
D. Russian Federation		
51.	Visa Waiver Agreement	15/06/2015
52.	General Contract for the main stage of "Rooppur" nuclear power plant	25/12/2016
Source: http://bangladesh.mid.ru/bilateral-relations		
E. Japan		
53.	**Japanese ODA loan agreement** Source: https://www.jica.go.jp/english/news/press/2015/151214_01.html	13/12/2016
F: Netherlands		
54.	**Water Agreement** on sustainable protection of Bangladesh against flooding, and ensuring a sufficient supply of clean drinking water and improving sanitation Source: https://www.government.nl/latest/news/2015/06/16/ministers-schultz-and-ploumen-sign-water-agreements-with-bangladesh	16/06/2015
G: Sweden		
55.	Cooperation agreement for workers' rights in the textile industry Source: http://www.government.se/press-releases/2015/09/government-to-sign-international-cooperation-agreement-for-workers-rights-in-the-textile-industry/	26/09/2015
H: Multilateral Agreement: Bangladesh, Bhutan, India and Nepal		
56.	Motor Vehicle Agreement for the Regulation of Passenger, Personal and Cargo Vehicular Traffic amongst Bangladesh, Bhutan, India and Nepal (BBIN). Source: http://bdnews24.com/bangladesh/2015/06/15/bangladesh-bhutan-india-nepal-sign-motor-vehicle-agreement (Published: 2015-06-15)	15/06/2016
I: United Nations		
57.	Paris Climate Agreement Source: Press Release: Permanent Mission of Bangladesh To The United Nations (Date: 22 April 2016)	22/04/2016

J: Malaysia		
58.	Free Trade Agreement (FTA) Source: The Star Business Report: FTA with Malaysia this year: (19 January 2016)	Specific date not found: Year 2016
K: Sri Lanka		
59.	Free Trade Agreement (FTA) The Star Business Report: Bangladesh, Sri Lanka agree to sign FTA (10 November 2016)	Specific date not found: Year 2016
L: Denmark		
60.	Five Year Cooperation agreement with Danish Government Source: http://bdnews24.com/economy/2016/05/01/denmark-approves-five-year-development-partnership-with-bangladesh	09-06-2016